আমার কথা আমি বলব...

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে সেল্ফ এডভোকেসী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে সেল্ফ এডভোকেসী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

সীড ট্রাস্ট

সহযোগিতায় ঃ

Harvard Law School
Project on Disability

SEID TRUST : 2/D (2nd Floor), Golden Street Ring Road, Shyamoli, Dhaka-1207
Phone: 88-02-9141694 Mobile: 01720097575, 01730051102
E-mail: seidtrustseid@yahoo.com, seidtrust@bdcom.net, Web: www. seidtrustbd.org

আমার কথা আমি বলব...

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে সেল্ফ এডভোকেসী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

SEID TRUST
nurturing hope
সীড ট্রাস্ট

সহযোগিতায় ঃ

Harvard Law School
Project on Disability

'আমার কথা আমি বলব'

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার আদায়ে
সেল্ফ এডভোকেসী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মূল রচনা
ম্যাথিউ (হেজী) স্মিথ

বাংলা অনুবাদ
দিলারা সাত্তার মিতু
এ.কে.এম. বদরুল হক
আরিফুর রহমান চৌধুরী

সম্পাদনা
দিলারা সাত্তার মিতু

অলঙ্করণ
মোঃ মাসুদ আলম রানা

কম্পিউটার কম্পোজ
পুষ্পিতা গায়েন
শাহনাজ পারভীন

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০১৩

প্রকাশক
সীড (সীড ট্রাস্টের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
২/ডি (৩য় তলা), গোল্ডেন স্ট্রীট
রিং রোড শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৮-০২-৯১৪১৬৯৪
মোবাইল: ০১৭২০০৯৭৫৭৫, ০১৭৩০০৫১১০২

গ্রন্থস্বত্ব
সীড (সীড ট্রাস্টের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

মুদ্রণ
দূর্জয় কমিউনিকেশন, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০।

I WILL RAISE MY OWN VOICE

Self Advocacy on Claiming Rights of Person with Intellectual Disability : Bangladesh Perspective

Main Script
Matthew (Hezzy) Smith

Bangla Translation
Dilara Satter Mitu
A.K.M. Badrul Huq
Arifur Rahman Chowdhury

Editing
Dilara Satter Mitu

Design
Md. Masud Alam Rana

Computer Compose
Puspita Gayen
Shahnaj Pervin

Year of Publication
September, 2013

Published by
SEID (Sister Concern of SEID Trust)
2/D (2nd Floor), Golden Street, Ring Road,
Shyamoli, Dhaka-1207
Phone: 88-02-9141694
Mobile: 01720097575, 01730051102
E-mail:seidtrustseid@yahoo.com
seidtrust@bdcom.net

Copyright
SEID (Sister Concern of SEID Trust)

Printed by
Durjoy Communication, Kataban, Dhaka-1000.

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা	১
অধ্যায়- ১ঃ	
সেক্ষ এডভোকেসী কি ও কেন?	৪
সেক্ষ এডভোকেসীর শুরুর কথা	৫-৬
সেক্ষ এডভোকেসীর মাধ্যমে কি অর্জন করা যায়?	৭-৮
সেক্ষ এডভোকেসী করার জন্য যা দরকার	৯-১২
অধ্যায়- ২ঃ	
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক আইন ও সেক্ষ এডভোকেসী-সিআরপিডি তৈরির ইতিহাস	১৪-১৬
কি আছে সিআরপিডি'তে?	১৭
অধিকারকে বাস্তবে রূপান্তর	১৮-১৯
নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	২০-২১
সিআরপিডি কিভাবে সেক্ষ এডভোকেটদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা করে?	২১-২২
অধ্যায়- ৩ঃ	
সেক্ষ এডভোকেটদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন	২৪-২৫
ইভ' এর আইনী লড়াই	২৬-২৭
পুনর্বাসনের বেড়াজালে বন্দী আবুল	২৭-২৮
যৌন নির্যাতনের শিকার রাজিমা	২৯-৩০
অধ্যায়- ৪ঃ	
বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একীভূত শিক্ষা	৩২-৩৪
সম-সুযোগের জন্য লড়াই	৩৫-৩৬
সাদেকের শিক্ষা জীবন ও মূলধারা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব	৩৭-৩৮
মূলধারা বিদ্যালয়ের চোখে আল্পনার অগ্রগতি	৩৯-৪০
অধ্যায়- ৫ঃ	
আত্ম-নির্ভরশীল ও অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন জীবন	৪২-৪৬
আইনী লড়াই-এ জয়ী	৪৭-৪৮
স্বাধীনতা প্রত্যাশী মেঘনা	৪৯-৫০
স্বপ্নভঙ্গ	৫১-৫২

সূচিপত্র

অধ্যায়- ৬ঃ	
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা	৫৪-৫৬
সুচিতা শ্রীবাস্তব বনাম চন্ডিগড় প্রশাসন মামলা	৫৭-৫৮
তানভীরের বাড়ি	৫৮-৫৯
শাকিলের সম্পত্তি	৬০-৬১
অধ্যায়- ৭ঃ	
বাংলাদেশে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন কাহিনী	৬৩
মিতুঃ স্বাবলম্বী হতে চাই!!	৬৪-৬৫
চায়নাঃ প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা!!	৬৬-৬৭
তারেক ও জালালঃ স্বাবলম্বী হতে বাধা!!	৬৮-৬৯
রুবেলঃ মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের বাধা!!	৭০
শেফাঃ সুযোগের অপেক্ষা!!	৭১-৭২
ইতিঃ আত্মবিশ্বাস অর্জন!!	৭২-৭৩
সানজিদঃ সেল্ফ এডভোকেসীর গুরুত্ব!!	৭৪-৭৫
অধ্যায়- ৮ঃ	
সেল্ফ এডভোকেসী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	৭৭-৭৮
সেল্ফ এডভোকেসী দলের নিয়মিত সভার আলোচ্যসূচি	৭৮
সেল্ফ এডভোকেসী দলের নমুনা কর্মসূচি পরিকল্পনা	৭৯
সাংস্কৃতিক কার্যক্রম	৭৯
পরিশিষ্ট	
সেল্ফ এডভোকেসী দলের সদস্যদের নিয়মিত বৈঠক	৮১
নাটক-১ 'শিক্ষা আমার অধিকার'	৮২-৮৮
নাটক-২ 'আমারও আছে সমান অধিকার'	৮৮-৯১
কৃতজ্ঞতা	৯২
সিআরপিডি'র বাংলা অনুবাদ	৯৩-১১৬

প্রসঙ্গ কথা

অটিস্টিক, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী মানুষদের সাথে কাজ করতে গিয়ে যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো তা হলো-এসব মানুষের কথা বলার সুযোগ নেই বললেই চলে। প্রায় সব সময়ই এদের পক্ষে অন্যরা কথা বলে। আর কথা বলতে চাইলেও এরা সুযোগ পায় না, যা অবশ্যই মানবাধিকারের লংঘন। এ অবস্থার উত্তোরণে সীড ট্রাস্ট ২০০৮ সালে গুটিকয়েক বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোরদের সংগঠিত করে সেল্ফ এডভোকেসী দল গঠন করতে সাহায্য করে যাতে করে তারা তাদের নিজেদের কথা নিজেরাই বলতে পারে।

একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধিতা আন্দোলন অর্জন করেছে অনেক কিছু। প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী মানুষের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর অন্যতম কারণ এদের উন্নয়ন অন্যদের মতো দ্রুত চোখে পড়ে না। এরা সর্বদাই অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। আর এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গঠিত এ সেল্ফ এডভোকেসী দল কাজ করছে।

শুরুতে এ দলের সদস্য সংখ্যা অল্প হলেও পরবর্তীতে তা বেড়েছে এবং ঢাকা ছাড়াও ঝালকাঠিতে আরও একটি দল গঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এ দলের সাথে পরবর্তীতে অটিস্টিক মানুষেরাও যুক্ত হয়েছে। মানবাধিকার রক্ষার্থে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে বুদ্ধি অথবা সমজাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেল্ফ এডভোকেসী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ অর্থ বহন করে। সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি অন্যদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার পাশাপাশি আত্ম-উন্নয়ন, জীবনধারা পরিবর্তন এবং অধিকার আদায় করা সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষ করে অটিস্টিক, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের কোন অবস্থানে আছে এবং সিআরপিডি'র আলোকে সেল্ফ এডভোকেসী দল গঠন করে কিভাবে তাদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া যায় তা এই বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল বইটি ইংরেজীতে লিখেছেন বন্ধু জনাব ম্যাথিউ (হেজী) স্মিথ। এজন্য তাকে সহ ধন্যবাদ জানাই হার্ভার্ড ল স্কুল-এর ডিজাবিলিটি প্রকল্পের সকলকে যাদের সহযোগিতায় এ বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। বইটির বাংলা অনুবাদ, কম্পিউটার কম্পোজ এবং প্রকাশনার বিষয়ে আমার সহকর্মীরা যে ভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বইটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদ নিয়ে বিভিন্ন বিশেষ স্কুলে কর্মরত সহযোদ্ধারা যে মতামত দিয়েছেন সেজন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়াও এ বই রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনার সাথে সংযুক্ত সকলের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধা। আর শেষে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই অটিস্টিক, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী সেই সব সেল্ফ এডভোকেটদেরকে যারা আমার সকল প্রেরণার উৎস।

দিলারা সাত্তার মিতু
নির্বাহী পরিচালক, সীড

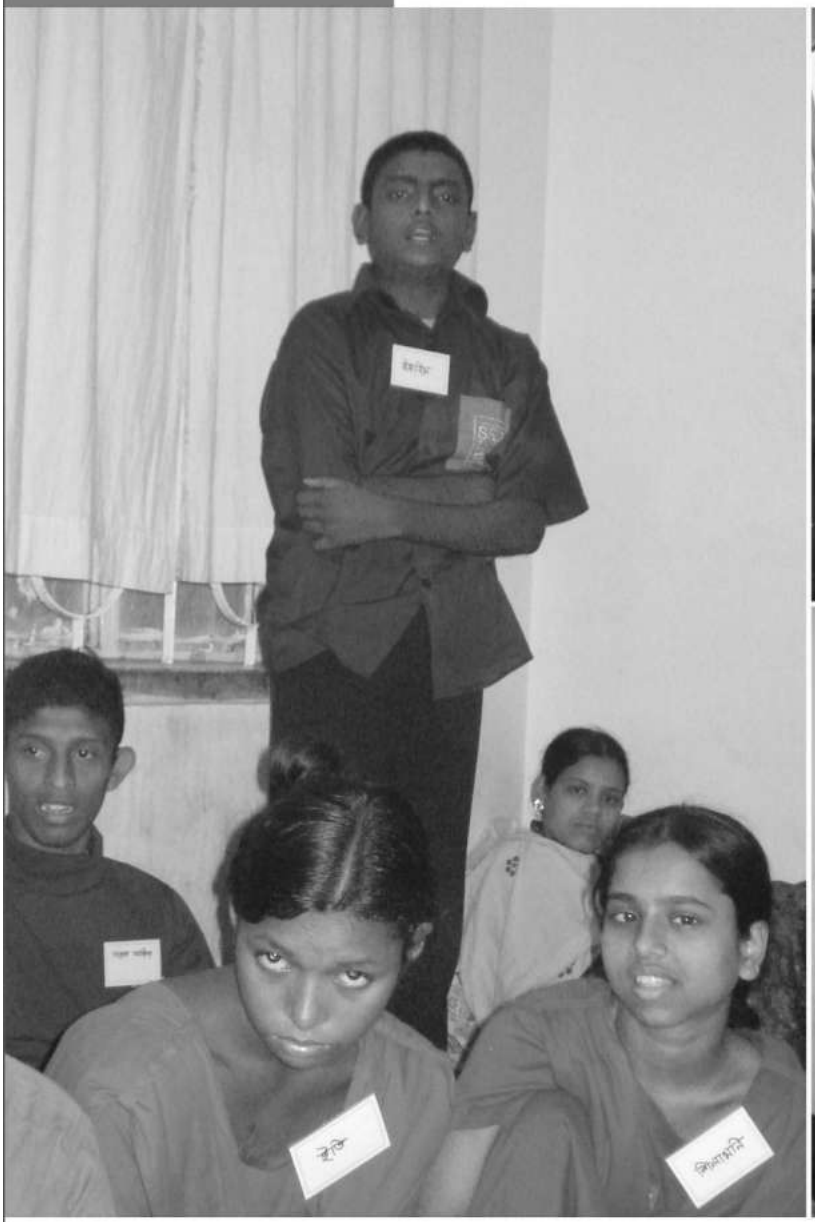

অধ্যায় - ১

সেল্ফ এডভোকেসী কি ও কেন?

সেল্ফ এডভোকেসীর শুরুর কথা

সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে কি অর্জন করা যায়?

সেল্ফ এডভোকেসী করার জন্য যা দরকার

সেল্ফ এডভোকেসী কি ও কেন?

সেল্ফ এডভোকেসী কি তা জানার আগে এডভোকেসী সম্পর্কে জানা দরকার। এডভোকেসী হচ্ছে কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে কোন বিশেষ পরিবর্তনের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা। এই প্রেক্ষাপট হতে পারে পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ, জেলা, নিজ দেশ কিংবা সমগ্র বিশ্ব। পরিবর্তনের ক্ষেত্র হতে পারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, ব্যবসা অথবা ব্যক্তিগত জীবন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। গৃহীত পদক্ষেপ হতে পারে অনানুষ্ঠানিক, একক বা দলীয় কথাবার্তা, আনুষ্ঠানিক সভা, সরকারী বা বেসরকারী অনুষ্ঠান বা কর্মকান্ড পরিচালনা ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে এডভোকেসী কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাবে করা যায়। যেভাবেই করা হোক না কেন, এডভোকেসী সবসময় পরিবর্তনের জন্যই করা হয়ে থাকে।

আর কেউ যখন তার নিজের জন্য কথা বলে, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে, তখন তা হয় সেল্ফ এডভোকেসী এবং ঐ ব্যক্তি হবেন একজন সেল্ফ এডভোকেট।

এডভোকেসী এবং সেল্ফ এডভোকেসী সবদিক থেকে প্রায় একই রকম কিন্তু একটি জায়গায় এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এডভোকেসী যে কেউ যে কারো পক্ষ নিয়ে করতে পারে কিন্তু সেল্ফ এডভোকেসী অন্য কারো পক্ষ নিয়ে করা যায় না। সেল্ফ এডভোকেসী করতে হলে ব্যক্তিকে নিজে থেকেই উদ্যোগ নিতে হয়। একথা সত্য যে প্রত্যেক মানুষকেই তার জীবনের যে কোন পরিবর্তনের জন্য অপরের সাহায্য নিতে হয়। কোন পরিবর্তন অর্জনের জন্য কখনও কখনও শুধু অন্যকে অনুসরণ না করে বরং নিজে উদ্যোগী হয়ে সামনে এগোতে হয়। তবে এ ধরনের অবস্থা তৈরী হতে পারে যখন সাহায্য করার জন্য কাউকে পাওয়া যায় না। আবার অনেক সময় ব্যক্তি মনে করে সে নিজেই অন্য কারো চাইতে এ বিষয়ে ভালো জানে বা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিংবা ব্যক্তি যেহেতু জানে কি ধরনের পরিবর্তন তার জীবনে দরকার সেহেতু সে তার নিজের জীবন, পরিবারের ভাগ্য নির্ধারণ বা সমাজ পরিবর্তনে সবচেয়ে ভাল উদ্যোগ নিতে পারে। দুটি বিষয়ই সেল্ফ এডভোকেসীর সাথে সম্পর্কিত।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষ করে বুদ্ধি অথবা সমজাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সেল্ফ এডভোকেসী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ অর্থ বহন করে। আত্ম-উন্নয়ন ও জীবনধারা পরিবর্তনের জন্য বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বা সমজাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়ই অন্যান্যদের মত সুযোগ সুবিধা পায়না। সেল্ফ এডভোকেসী করার সুযোগও তাদের জন্য খুব সীমিত, কারণ সাধারণ মানুষের ধারণা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজের কথা নিজে বলতে পারে না। আর এ সকল ভুল ধারণা দূর করতে সেল্ফ এডভোকেসী একটি উপযুক্ত মাধ্যম। শুধু তাই নয় নিজেদের অধিকার আদায়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরাই যে সবচেয়ে ভালো এডভোকেট তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

সেল্ফ এডভোকেসীর শুরুর কথা

১৯৬০ এর দশকে কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী তরুণ নিজেদের জীবন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কর্মক্ষেত্রসহ নানাবিধ বিষয়ে তাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে মানুষকে জানাতে আরম্ভ করে। মূলত তখন থেকেই প্রতিবন্ধী মানুষদের সেল্ফ এডভোকেসীর যাত্রা শুরু।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের শুরুর দিকে সুইডেন, ইংল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিভাবকরা জাতীয় পর্যায়ে কনফারেন্স ও আলোচনা সভার আয়োজন করতো। সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কথা বলার সুযোগ ছিল খুবই কম, আয়োজক এবং অভিভাবকরাই প্রধানত কথা বলতো। তবে বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের উপস্থিতি সকলকে মুগ্ধ করেছিল। শুধু তাই নয় তারা দেখেছিল যে সুযোগ পেলে অন্যান্য প্রতিবন্ধী মানুষের মতো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও নিজেদের সমস্যা, দৈনন্দিন জীবন, ভবিষ্যৎ আশাবাদ ও অন্যান্য প্রত্যাশা নিয়ে কথা বলতে পারে। এরই ধারাবাহিকতায় উক্ত জাতীয় কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ তৃণমূল পর্যায়ের অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেল্ফ এডভোকেসী দল গঠন করে।

বিংশ ও একবিংশ শতকে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবন্ধিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। এ সময় সেল্ফ এডভোকেসীর নতুন নতুন দল তৈরি হতে থাকে। অনেক এলাকায় তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় দলগুলো একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রীয় অথবা জেলা পর্যায়ের সংগঠন গঠন করে। যদিও এ সমস্ত সংগঠনের পরিচালক এবং কর্মীরা সকলে প্রতিবন্ধী ছিল না কিন্তু তারা সেল্ফ এডভোকেটদের চাহিদা ও আশা-আকাংখার প্রচার ও বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতেন। তবে পরিচালনা পরিষদ এবং অফিস কর্মী হিসেবে কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেট সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতো।

সমাজের মূলধারায় সম-অংশগ্রহণের অধিকার আদায়ের যে আন্দোলন সেল্ফ এডভোকেটরা শুরু করেছিল তার ফলশ্রুতিতে অনেক রাষ্ট্রই তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটিতে সেল্ফ এডভোকেটদের অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যাপারে আইন আছে যেখানে সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অংশগ্রহণের কথা বলা আছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শুধু তাদের সমস্যা নিয়েই এডভোকেসী করছে না, তারা সারা বিশ্বের অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও কাজ করছে। 'আমাদের অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের জন্য কিছু নয়' এ শ্লোগানটি তাই আজ বাস্তব রূপ পেয়েছে। সেল্ফ এডভোকেসী আজ সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আরম্ভ করা সেল্ফ এডভোকেসী আন্দোলন

এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা, নিজেদের জীবনের ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়া এবং মতামত দেয়ার নীতির উপর ভিত্তি করে প্রধানত এ সেল্ফ এডভোকেসী আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আজ নিজেদের মতামত নিজেরা প্রদান করছে, নিজেদের ব্যাপারে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং জীবনকে তারা যেভাবে দেখতে চায় সেভাবেই পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আন্দোলনে সেল্ফ এডভোকেসী তাই আজ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার জীবন এবং সমাজের নীতি ও পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার রাখে। সেল্ফ এডভোকেসী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধীসহ সমগোত্রীয় অন্যান্য প্রতিবন্ধী মানুষ তাদের অধিকার আদায় করতে পারছে।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে একজন সেল্ফ এডভোকেট হয়ে উঠতে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। তাদের সেল্ফ এডভোকেসী সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার সুযোগ যেমন অনেক সীমিত, তেমনি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কাজের সুযোগ হতেও তারা বঞ্চিত। খুব কম ক্ষেত্রেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে। তবে যখন থেকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষেরা এক হয়ে নিজেদের দৈনন্দিন সমস্যা আলোচনা করে অন্যদের জানাতে শুরু করে তখন থেকেই এদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে এবং অন্যান্য অনেক বিষয়েই তারা তাদের সহযোগিতা পাওয়া আরম্ভ করে। দেশে দেশে আজ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেটরা তাদের জীবনমান পরিবর্তন, দক্ষতা উন্নয়ন ও সমাজের মূলধারায় অংশগ্রহণ করে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করছে, যার ফলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি অ-প্রতিবন্ধী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে।

সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে কি অর্জন করা যায়?

সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি অ-প্রতিবন্ধী মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সহজে করা যায়। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি অন্যদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটছে তাও সেল্ফ এডভোকেসীরই অবদান। সেল্ফ এডভোকেসী খুব সহজেই করা যায়। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র সেল্ফ এডভোকেসী করা সম্ভব। পরিবারের অন্য সদস্যদের খারাপ আচরণ পরিবর্তন করার জন্য একজন সেল্ফ এডভোকেট নিজ পরিবারে এডভোকেসী করতে পারে। সে এ বিষয়ে পরিবারের সকলের সাথে কথা বলতে পারে। অন্যদিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সেল্ফ এডভোকেসী দল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করতে পারে। আবার নানা রকম জন-সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে সেল্ফ এডভোকেটেরা তাদের আশা আকাংখার কথা জনগণ এবং নীতি-নির্ধারকদের কাছে পৌছাতে পারে।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কিছু সেল্ফ এডভোকেসী দল জাতীয়ভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিছু জাতীয় দলের আবার বিভাগীয় শহরে কার্যালয় আছে। এ সমস্ত কার্যালয় আবার তৃণমূল পর্যায়ের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কাজ করে থাকে। আবার কিছু কিছু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে দল তৈরি করে অনানুষ্ঠানিকভাবে কাজ করছে। অধিকাংশ দলই নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার পাশাপাশি নিজেদের অধিকার এবং কিভাবে নিজের কথা বলতে হয় তার অনুশীলন করে। কিছু কিছু দল নীতি-নির্ধারণী মহলে সমগ্র সেল্ফ এডভোকেসী গোষ্ঠীর পক্ষ হতে কথা বলে।

বহু যুগ ধরেই সাধারণ মানুষসহ বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, বিচারক, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক নেতারা এবং বিখ্যাত ব্যক্তিগণও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের অপমান বা অবজ্ঞাসূচক শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করেছে এবং এখনও করছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেটেরা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা আর এই ধরনের শব্দ- যেমন হাবা-গোবা, বোকা, পাগল বা কম বুদ্ধিসম্পন্ন - এরকম কোন বিশেষ সম্বোধনে পরিচিত হতে চায় না। এজন্য তারা 'বোতলে লেবেল লাগাও মানুষকে নয়' - এই শ্লোগানের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আন্দোলন শুরু করে।

সেল্ফ এডভোকেটদের এ প্রচেষ্টাকে বেশিরভাগ দেশই স্বাগত জানায়। অনেক দেশের স্থানীয় সরকার তাদের বিভিন্ন বিভাগ, আইন এবং সংস্থার নাম পরিবর্তন করে। যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সব জাতীয় আইন থেকেই 'মানসিক অক্ষমতা' শব্দটি বাদ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও তাদের নাম পরিবর্তন করেছে।

যেমন: International League of Societies for Persons with Mental Handicaps সংস্থাটি তাদের নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে Inclusion International নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সেল্ফ এডভোকেসী দলের আন্দোলনের ফলে সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র শিল্পেও পরিবর্তন এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রেডিও স্টেশনই 'Black Eyed Peas' শীর্ষক গানটি বাজাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যেখানে 'অক্ষমতা' শব্দটি বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উক্ত গানটি যে ব্যান্ড গেয়েছে তারা গানের কথা পরিবর্তন করেছে। একইভাবে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করার জন্য 'Tropic Thunder' নামক চলচ্চিত্রের বিষয়ে আপত্তি জানানোর ফলে প্রযোজক ও পরিচালক উক্ত চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত নেতিবাচক শব্দ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে। সেল্ফ এডভোকেসীর প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা স্পেশাল অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সম্পর্কে কৌতুক করে যে মন্তব্য করেছিলেন পরবর্তীতে মন্তব্যটি প্রত্যাহার করে তার করা মন্তব্য সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। অনেক বিখ্যাত তারকারাও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষ সম্পর্কে অমর্যাদাসূচক বক্তব্য বা শব্দ ব্যবহার করার জন্য জনসম্মুখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেটরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি অ-প্রতিবন্ধী মানুষদের যে অবজ্ঞা তা বন্ধ করার জন্য সেল্ফ এডভোকেটরা নিরন্তন কাজ করছে। বিভাজন বন্ধ করে সকলকে মানুষ হিসেবে একই দৃষ্টিতে দেখা, তাদেরকে শুধু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী না বলে অবশ্যই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা মানুষ হিসেবে সম্বোধন করাসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি ব্যবহৃত সব ধরনের নেতিবাচক ও অমর্যাদাকর শব্দ প্রত্যাহারের জন্যও সেল্ফ এডভোকেটরা আন্দোলন করছে।

সারা বিশ্বের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য আলাদা সংস্থা ও বাসগৃহে নিযার্তন-নিপীড়ন বন্ধ, সম-অধিকার এবং বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে তাদের স্বাক্ষ্য ও জবানবন্দী আমলে নেয়া, কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরী নিশ্চিত করা, অনুমতি নিয়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, অন্য সবার মতো মূলধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে ভোট প্রদান, বিয়ে ও পরিবার গঠন, নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সেল্ফ এডভোকেটরা কাজ করছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে সেল্ফ এডভোকেটদের সংগঠিত হতে বা সেল্ফ এডভোকেসী আন্দোলন শুরু করতে বা এ আন্দোলন এগিয়ে নিতে সহায়তাকারী অপ্রতিবন্ধী কিছু মানুষেরও অবদান কম নয়।

সব মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্যের সাহায্য, উপদেশ, উৎসাহ এবং উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। তবে সাহায্য বা সহায়তার ধরন নির্ভর করে ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকতা এবং তার ইচ্ছার উপর। সেল্ফ এডভোকেসী ব্যক্তির এই প্রয়োজনকে নির্দিষ্ট করে ব্যক্তিকে সহায়ক, পরামর্শক বা বন্ধু হিসেবে তার ভূমিকা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। আর এটি হয় পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং সম্মানজনক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। সেল্ফ এডভোকেসী আন্দোলন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের নিজস্ব উপলব্ধিতেও পরিবর্তন আনে।

সেল্ফ এডভোকেসী করার জন্য যা দরকার

তিনটি কারণে সেল্ফ এডভোকেসী গুরুত্বপূর্ণঃ

* প্রথমতঃ সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে সেল্ফ এডভোকেটরা পৃথিবীর সেই পরিবর্তন আনতে চায় যার মাধ্যমে তারা সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ পেতে পারে
* দ্বিতীয়তঃ সেল্ফ এডভোকেটদের প্রতি তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের মানুষদের দৈনন্দিন ব্যবহারে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা
* তৃতীয়তঃ সেল্ফ এডভোকেটদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা

সেল্ফ এডভোকেসীর কাজ শুধু আত্ম-উপলব্ধি, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বা সকল ক্ষেত্রে অভিগম্যতা বৃদ্ধি নয়, এডভোকেটদের আরো দক্ষতা অর্জনেও সেল্ফ এডভোকেসী সহায়ক ভূমিকা পালন করে। একজন দক্ষ সেল্ফ এডভোকেট শুধু তার নিজের অধিকার নিয়েই কথা বলে না, বরং যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বাধা অতিক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা চাওয়াসহ অন্যের প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারে।

জন্মগতভাবে কেউ সেল্ফ এডভোকেট হয় না। সেল্ফ এডভোকেট হওয়ার জন্য তাকে তৈরি হতে হয়, প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কোন কোন মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই বেশি স্পষ্টবাদী এবং স্বাধীনচেতা। কিন্তু এই গুণগুলো থাকলেই যে সে একজন দক্ষ সেল্ফ এডভোকেট হবে তা নয়। যেমন: কেউ খুব স্বাধীনচেতা হলেই যে সে মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারবে তা নাও হতে পারে। আবার কেউ ভালভাবে বা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে কিন্তু অন্যের মতামত গ্রহণে তার সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। যেহেতু সেল্ফ এডভোকেসীতে সবার মতামত শুনে, সবার সাথে তথ্য বিনিময় করে বা নিজেদের স্বার্থ, ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং অধিকার রক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সিদ্ধান্তগুলোর ফলাফলের বা ভাল-মন্দের দায়িত্ব নেয়া হয়, তাই সেল্ফ এডভোকেটদেরকে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন হয়।

যে কেউ নিজস্ব পন্থায় একজন সেল্ফ এডভোকেট হতে পারে, কিন্তু একজন দক্ষ সেল্ফ এডভোকেট হতে হলে কিছু বিষয় বেশি জানার প্রয়োজন হয়। অন্য যে কোন কাজের মতোই সেল্ফ এডভোকেসী করতে হলে এডভোকেটদের অনুশীলন এবং দক্ষতা উন্নয়নের দরকার। যদিও এজন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি নেই, তবে সাধারণভাবে সেল্ফ এডভোকেসী করার জন্য সেল্ফ এডভোকেটদের নিচের গুণাবলী অর্জন করা দরকার-

১. আত্ম-সচেতনতা বা নিজের সম্পর্কে ভালভাবে জানা
২. আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি করা
৩. প্রত্যাশা বা আকাংখার মাত্রা নির্ধারণ
৪. পরিবেশ ও উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান
৫. অভিজ্ঞতা অর্জন
৬. ঝুঁকি গ্রহণের সাহস

প্রতিটি সেল্ফ এডভোকেটেরই উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু সব ভালো এডভোকেটকেই এ বিষয়গুলোতে দক্ষ হওয়ার জন্য চেষ্টা করা জরুরী।

১. আত্ম-সচেতনতা বা নিজের সম্পর্কে ভালভাবে জানা

আত্ম-সচেতনতা সেল্ফ এডভোকেসীর অন্যতম প্রধান শর্ত। মানুষ আত্ম-সচেতন হলে সে নিজের ইচ্ছা, আগ্রহ, ভাল লাগা, মন্দ লাগা, সবলতা এবং দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে এবং সচেতন হতে পারে। কোন ব্যক্তি যখন আত্ম-সচেতন হয় তখন সে যে কোন কিছুর সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। তেমনি প্রতিদিনের দৈনন্দিন কাজ, বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখা এবং কর্মক্ষেত্রে কাজ করাও তার জন্য সহজ হয়। একথা সত্য যে সেল্ফ এডভোকেসী মানে নিজের কথা নিজে বলা, তবে এজন্য প্রথমে নিজের ক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা জরুরী। যদিও একজন সেল্ফ এডভোকেট তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেবে, তবে আগে তাকে তার নিজস্ব ইচ্ছা ও আকাংখা নির্দিষ্ট করতে হবে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হবে।

২. আত্ম-বিশ্বাস বৃদ্ধি করা

আত্ম-সচেতনতার মতো আত্ম-বিশ্বাসও সেল্ফ এডভোকেসীর একটি প্রধান বিষয়, যা কোন ব্যক্তির স্বকীয়তাকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য এটি খুবই জরুরী। পরিবার, সমাজ ও বন্ধু-বান্ধবরা বেশির ভাগ সময়ই যেভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদের চিহ্নিত করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের সেরকম ভাবেই দেখে। অন্য মানুষের ক্রমাগত প্রভাব এবং চাপের ফলে কখনও কখনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভুলে যায় প্রথমত সে মানুষ এবং প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য, গুণ এবং ভূমিকা।

এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র। প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা স্বকীয়তা এবং মূল্যবোধ যা নিয়ে সে গর্ব করতে পারে। আর সেল্ফ এডভোকেসীতে আত্ম-সচেতনতা এবং স্বকীয়তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সেল্ফ এডভোকেসী করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

৩. প্রত্যাশা বা আকাংখার মাত্রা নির্ধারণ

যে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষ তাদের চারপাশের আবশ্যকীয় পরিবর্তন অনুভব করতে ও দেখতে পারে। তাই ব্যক্তি বা দলের আশা আকাংখা নির্ধারণও সেল্ফ এডভোকেসীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এজন্য সেল্ফ এডভোকেটরা সর্বদাই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জনের চেষ্টা করে। জীবনমান উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ সেল্ফ এডভোকেটদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশনা দেয়। এর ফলে সে আরো বেশি আত্ম-সচেতন ও আত্ম-বিশ্বাসী হয়ে পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য করণীয় চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

৪. পরিবেশ ও উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান

চারপাশের পরিবেশ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও সম্পদ ব্যবহার করে মানুষ তার লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। এই জ্ঞান ছাড়া মানুষের পক্ষে অন্যকে বোঝানো সম্ভব নয় যে সে কেন তার আকাংখা, চাহিদা ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য কাজ করছে। তবে কোন ব্যক্তি শুধু তার আশা-আকাংখা, চাহিদা ও লক্ষ্য চিহ্নিত করেই তা বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। সেল্ফ এডভোকেটদের তাই তার চারপাশের পরিবেশ ও উপকরণ সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হয়। অন্যের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সেল্ফ এডভোকেটদের এ বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা জরুরী।

৫. অভিজ্ঞতা অর্জন

সব মানুষেরই জন্মগতভাবে অর্জিত কিছু অধিকার রয়েছে যা মানবাধিকার নামে পরিচিত। প্রতিটি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে মৌলিক অধিকারসহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষেরা সমাজের বাইরের কেউ নয়। অন্যান্যদের মতো তাদেরও রয়েছে মানবাধিকার। একজন প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেট যদি তার নিজের অধিকার সম্পর্কে জানে, স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইনসমূহ সম্পর্কে অবগত হয় তবে সে তার অধিকার যথাযথভাবে দাবি করতে পারে। আর আকাংখা পূরণ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সেল্ফ এডভোকেসী একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

নিজের অধিকার আদায়ের জন্য জ্ঞানের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা অর্জনের উপরও সেল্ফ এডভোকেসী অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ কথা সত্য যে, কোন ব্যক্তি পড়াশোনার মাধ্যমেই তার অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু তারপরও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মানুষকে একে অপরের সাথে মিশতে ও কথা বলতে হয়। এই মেলামেশা তাকে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাস কিভাবে তৈরি করা যায় তা শিখতে সাহায্য করে।

সফল সেল্ফ এডভোকেসী অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেল্ফ এডভোকেটরা নিজেদের পরিবার, বন্ধু বা সমাজের কাছে গুরুত্ব পায় না। এজন্য সেল্ফ এডভোকেটদের বার বার মানুষের সাথে মিশে ও কথা বলে অভিজ্ঞতা অর্জন করা খুব জরুরী। অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমেই সেল্ফ এডভোকেটরা তাদের আকাংখা ও চাহিদা পূরণের কৌশলগুলো পরিমার্জন করতে পারে।

৬. ঝুঁকি গ্রহণের সাহস

যে কোন কাজেই সফলতা এবং ব্যর্থতা আছে। এ জন্য কখনো কখনো ঝুঁকি নেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেল্ফ এডভোকেসী করার ক্ষেত্রেও প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে। ঝুঁকি গ্রহণ শেখার অন্যতম প্রধান মাধ্যম, অথচ সেল্ফ এডভোকেটদের নিয়ে যারা ভাবে তারা প্রায়ই এদেরকে ঝুঁকি নিতে দেখলে ভয় পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঝুঁকি নেয়ার আসল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেল্ফ এডভোকেটদের সুযোগ নিতে হয় অথবা এমন কাজে যোগ দিতে হয় যেখানে তারা সফল নাও হতে পারে। অন্যদের পছন্দ না হলেও নিজেদের জীবন, আশা-আকাংখা, পছন্দ-অপছন্দ বিষয়ে সেল্ফ এডভোকেটদের সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া জরুরী।

প্রত্যেকটি মানুষই তার জীবনের নানা পর্যায়ে ঝুঁকি নিয়ে থাকে, যা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া বার বার বাধা দিলে স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। সবসময় বাধা পেলে ভবিষ্যতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া বেশির ভাগ সময়ই সম্ভব হয় না। আর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একা একা সিদ্ধান্ত নেয়া অন্য সকলের চেয়ে বেশি জরুরী। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একা একা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে ভবিষ্যতে তার জীবন দুর্বিসহ হবার ঝুঁকি বেশি। একটা সময় আসবে যখন তাকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন একা একা সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে - এজন্যই তাদেরকে ঝুঁকি নেয়ার সুযোগ দিতে হবে। আর এভাবেই ভবিষ্যতে সে একা একা সিদ্ধান্ত নিতে এবং স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারবে।

অধ্যায় - ২

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক আইন ও সেল্ফ এডভোকেসী

- সিআরপিডি তৈরির ইতিহাস
- কি আছে সিআরপিডি'তে?
- অধিকারকে বাস্তবে রূপান্তর
- নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
- সিআরপিডি কিভাবে সেল্ফ এডভোকেটদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা করে?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক আইন ও সেল্ফ এডভোকেসী

সিআরপিডি তৈরির ইতিহাস

২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর সারা দুনিয়ার বৈষম্য পীড়িত প্রতিবন্ধী মানুষ আর তাদের অধিকার আন্দোলনের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তার ৬১ তম অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ অনুমোদন করে যা সিআরপিডি নামে পরিচিত। সিআরপিডি হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার রক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক সনদ বা চুক্তি।

সিআরপিডি তৈরির ইতিহাস জানতে হলে আমাদেরকে জাতিসংঘ সম্পর্কে জানা দরকার। জাতিসংঘ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার একটি সংস্থা। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য হিসাবে ১৯৩টি রাষ্ট্র আছে যারা একসাথে বসে জাতিসংঘের প্রধান প্রধান কাজ ও কর্মপন্থা তৈরি করে। বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাই এসব সদস্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অধিকাংশ দেশই ভবিষ্যৎ যুদ্ধ, সংঘাত ও মানবাধিকার লংঘন প্রতিরোধ করার বিষয়ে একমত হয়। যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘ গঠিত হয়।

জাতিসংঘের নীতি নির্ধারণী এবং প্রতিনিধিত্বকারী কাঠামো হচ্ছে এর সাধারণ পরিষদ। 'সাধারণ পরিষদ' কে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের একটি আন্তজার্তিক রূপ। সংসদে যেভাবে একজন সংসদ সদস্যের ভোট প্রদানের অধিকার আছে তেমনি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোরও সাধারণ পরিষদে একটি ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। প্রতি বছর একবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা সেখানে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন নির্বাচিত সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদে তার এলাকার প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ যেমন আইনের খসড়া তৈরি করে, খসড়া নিয়ে সংসদ সদস্যদের মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক হয় এবং পরিশেষে আইন পাস করে, অনুরূপভাবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের খসড়া তৈরি করে, তার উপর বিতর্ক ও আলোচনা হয় এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জাতিসংঘের অনেক কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হলো সারাবিশ্বে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। জাতিসংঘ এবং তার সদস্য রাষ্ট্রগুলো মনে করে, প্রত্যেকের মানবাধিকার রক্ষার মাধ্যমেই একটি শান্তিময় ও সুরক্ষিত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

সকল মানুষের মানবাধিকার যাতে রক্ষা হয় এজন্য জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জন্য একটি ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে। সময়ের পরিক্রমায় রাষ্ট্রসমূহ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সনদ তৈরি করেছে, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার রক্ষার সনদ বা সিআরপিডি। সিআরপিডি প্রণয়নের আগে জাতিসংঘ মানবাধিকার রক্ষার্থে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আরো বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সনদ তৈরি করেছে।

যেহেতু সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সিআরপিডি অনুমোদিত হয়েছে এবং সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ তাতে স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর উভয়ই করেছে, ফলে বাংলাদেশকে তার জাতীয় আইনগুলোর মতোই সিআরপিডি বাস্তবায়ন করতে হবে। যদিও সিআরপিডি একটি আন্তর্জাতিক সনদ তবে বাংলাদেশ সরকার এতে উল্লেখিত অধিকারসমূহকে বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের মতোই বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৫০টি আবশ্যিক ধারা ও ১৮টি ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি বিধান সম্বলিত সিআরপিডি একটি পূর্ণ মানবাধিকার সনদ। এই সনদের প্রথমে রয়েছে ভূমিকা যেখানে আগে গৃহীত জাতিসংঘের সকল মানবাধিকার চুক্তি, ঘোষণা ও নির্দেশনার প্রতি পুনর্বার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে এ সনদের প্রাসঙ্গিকতা বা প্রয়োজনীয়তার।

এই সনদের মুখ্য এবং প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রতিবন্ধী সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করা। এটি কোন দেশের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কোন দেশ যদি এতে সম্মত হয় এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তাহলে সনদে উল্লেখিত অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করা তার আইনগত দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক কোন চুক্তি বা সনদ আন্তর্জাতিক কোন ঘোষণার চাইতে অধিক গুরুত্ব বহন করে। আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করলে তার বাস্তবায়ন করা শরীক রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন হয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত আন্তর্জাতিক সনদের ক্ষেত্রে।

৩রা মে, ২০০৮ তারিখে সিআরপিডি বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে বলবৎ হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৮ম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সনদ এবং ১৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এর ঐচ্ছিক বিধি বিধান-এ (Optional Protocal) স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর উভয়ই করেছে। ২০০৭ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার এক নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে একে অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ এদেশের আদালতেও কার্যকর হয়। অতএব ৩রা মে, ২০০৮ সাল হতে অন্যান্য জাতীয় আইনের মতোই সিআরপিডি বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশে সরকার আইনগত ভাবেই বাধ্য।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘোষণা/সনদ/চুক্তি

ক্রমিক নং	আন্তর্জাতিক ঘোষণা/সনদ/চুক্তি	কার্যকর হওয়ার সময়
১.	মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা	১৯৪৮
২.	আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক সনদ	১৯৭৬
৩.	আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক সনদ	১৯৭৬
৪.	সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সনদ	১৯৬৫
৫.	নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও)	১৯৭৯
৬.	শোষণ ও অন্যান্য হিংস্রতা, অমানবিক ও অমর্যাদাকর ব্যবহার সনদ ও শাস্তি প্রতিরোধ বিষয়ক সনদ	১৯৮৪
৭.	শিশু অধিকার সনদ	১৯৮৯
৮.	সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সুরক্ষা সনদ	১৯৯০
৯.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ	২০০৬

কি আছে সিআরপিডিতে?

সিআরপিডি'তে প্রতিবন্ধী প্রতিটি মানুষের সাথে সমাজের অন্যান্য সকল মানুষ, দল, রাষ্ট্র বা সরকারের আন্ত:সম্পর্ক ও আচরণ পরিবর্তন করার কথা বলা হয়েছে। সিআরপিডি'র এর ধারা-৩ (সাধারণ মূলনীতি) অনুযায়ী রাষ্ট্র নিম্নোক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যেমন:

- ব্যক্তির চিরন্তন বা জন্মগত মর্যাদা, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন
- বৈষম্যহীনতা
- পূর্ণ ও কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি
- ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ ও সম্মান করা

সিআরপিডি'তে এই মূলনীতিগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ ও সমাজের অন্যদের ব্যবহারকে মূল্যায়ন করতে পারি। যেমন- যদি একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে ঠিক করা হয় তাহলে তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা জন্মগত মর্যাদাকে সম্মান দেখাচ্ছি কিনা? একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শুধু খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দেয়ার মাধ্যমেই সমাজে সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে দাবী তুলছি কিনা?

মূলত: সিআরপিডি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে 'প্রতিবন্ধী মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি' যাতে প্রতিদিনের সকল কাজে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। এ জন্য সিআরপিডি কিছু মানদন্ড নির্ণয় করেছে যার নিরিখে ব্যক্তি, দল বা সরকার সকল প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় তা মোকাবেলায় সহায়তা করতে আরো বেশি মনোযোগী হবে।

অধিকারকে বাস্তবে রূপান্তর

শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করবে। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো ঃ

ক.	এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যথার্থ আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
খ.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন, কার্যপ্রণালী, প্রথা ও চর্চার সংস্কার অথবা বিলুপ্তির জন্য বিধান প্রণয়নসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
গ.	সকল নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার সুরক্ষা ও তার উন্নয়ন বিবেচনা করা;
ঘ.	এই সনদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আইন অথবা চর্চা থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন এই সনদ অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা;
ঙ.	ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
চ.	এই সনদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী শরীক রাষ্ট্র সার্বজনীন দ্রব্য, সেবা, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহের গবেষণা ও উন্নয়নে উৎসাহিত করবে যাতে ন্যূনতম সম্ভাব্য সংস্কার ও খরচে এ কাজগুলো এমনভাবে করা যায়, যেন এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে। পাশাপাশি এগুলোর সহজলভ্যতা ও ব্যবহারে উৎসাহ দেবার জন্য সাধারণ মান ও নির্দেশনা তৈরিতে সকলের জন্য উপযোগী নকশার অনুসরণ উৎসাহিত করা;
ছ.	কম খরচে পাওয়া যায় এমন প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা বা গবেষণায় উৎসাহ দেয়া ও উন্নয়ন করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, চলাচলের সহায়ক উপকরণ, যন্ত্র ও সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তিসমূহ সহজলভ্য ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা;
জ.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে চলাচলের যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সহজলভ্য ও সহজে বোধগম্য তথ্য সরবরাহ করা;
ঝ.	এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ দ্বারা নিশ্চিতকৃত সহায়তা ও সেবাসমূহ সুচারুভাবে প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করা।

সকলের বোঝার স্বার্থে নিচে সিআরপিডি'র ধারাগুলোকে তুলে ধরা হলো। তবে সিআরপিডি'র ধারাগুলো পড়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর, যথাঃ মর্যাদা, সুরক্ষা ও পূর্ণতা।

সিআরপিডি'র উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ

- আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান অর্থাৎ সমতা ও বৈষম্যহীনতা প্রধান উদ্দেশ্য (ধারা-৫)
- প্রতিবন্ধী নারী ও শিশু (ধারা-৬ ও ৭)
- সচেতনতা বৃদ্ধি (ধারা-৮)
- সুযোগ ও এর ব্যবহারের অধিকার (ধারা-৯)
- জীবনের অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার (ধারা-১০ ও ১৪)
- সমান আইনী স্বীকৃতি (ধারা-১২)
- নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্তি (ধারা-১৫)
- শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি (ধারা-১৬)
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সুরক্ষা (ধারা-১৭)
- চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা (ধারা-১৮)
- স্বাধীনভাবে বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার (ধারা-১৯)
- মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার (ধারা-২১)
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার (ধারা-২২)
- গৃহ ও পরিবারের অধিকার (ধারা-২৩)
- শিক্ষার অধিকার (ধারা-২৪)
- স্বাস্থ্যের অধিকার (ধারা-২৫)
- কর্ম ও কর্মসংস্থান (ধারা-২৭)
- সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা (ধারা-২৮)
- রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ (ধারা-২৯)
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ (ধারা-৩০)

রাষ্ট্র যাতে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকারকে ক্ষুন্ন করতে না পারে সেজন্য এ আইনে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকারকে সুরক্ষা করার পাশাপাশি রাষ্ট্র এমন আইন, নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের সকল অধিকার দাবী করে ভোগ করতে পারে। অনেক শরীক রাষ্ট্র (যেমনঃ বাংলাদেশ) এখনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি বাস্তবে নিশ্চিত করতে পারেনি যদিও আইন বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ প্রায় প্রতিনিয়তই অন্যদের খারাপ আচরণের শিকার হয়। সিআরপিডি মনে করে বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের প্রতি খারাপ আচরণ অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। সিআরপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শুধু তার সমস্যা বা ঘাটতি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করে না বরং তার সুরক্ষা এবং অন্যান্য মানুষের মতো সম অধিকার এবং স্বাধীনতা অর্জনেও সহায়তা করে।

সিআরপিডি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অনেক ঘাটতি এবং তাদের প্রতি অন্যদের খারাপ ব্যবহারকে তুলে ধরে। এজন্য সিআরপিডি প্রতিবন্ধিতাকে নতুনরূপে সংজ্ঞায়িত করেছে, যা হচ্ছে- 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত এবং পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তঃসর্ম্পকের পরিণতি যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্থ করে' (ভূমিকা-ঙ)।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়ঃ একজন হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তি চাকুরী পায় না, কারণ- বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রেই হুইলচেয়ার প্রবেশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া চাকুরীদাতারা চিন্তা করে যে, একজন হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীকে চাকুরী দিলে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য তাদের পরিশ্রম এবং খরচ অনেক বেশি হবে। আবার তারা এটাও ভাবে যে, হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীরা 'অসুস্থ' অথবা 'দুর্বল' এবং অন্যান্য চাকুরিরতদের মত কর্মক্ষম নন। অথবা তাদের ক্রেতারা যদি জেনে ফেলে যে তাদের চাকুরীরত ব্যক্তি একজন হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী তাহলে তারা তাদের কাছে আর আসবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে হুইল চেয়ার ব্যবহার করার জন্য অথবা পরিবেশগত এবং আচরণগত যে সকল বাধা রয়েছে, যার উপর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই তাহলে কি সে চাকুরী পাবে না? একই ভাবে-

ক. *বুদ্ধিবৃত্তিক এবং জ্ঞানীয় দক্ষতায় পিছিয়ে থাকার কারণে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি যৌন নির্যাতনের অথবা নির্যাতনকারীদের খারাপ ব্যবহারের শিকার হবে?*

খ. *বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না?*

গ. *অন্যরা তার ব্যক্তিগত পছন্দকে কেন গুরুত্ব দেয় না?*

ঘ. *বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমবয়সী অন্যান্য মানুষের মতো সমানভাবে শিখতে পারে না বলে কি তাকে মূলধারা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখা হবে?*

ঙ. *যেহেতু কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষ অন্যের উপর নির্ভরশীল অথবা নিজস্ব জীবন দক্ষতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার সময় বেশি লাগে সেহেতু তাদের কি আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ দেয়া হবে না?*

সিআরপিডি'র মতে - প্রতিবন্ধী মানুষেরা তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে সমস্যায় পড়ে না। তারা পিছিয়ে থাকে তাদের প্রতি মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও খারাপ আচরণের জন্য। প্রতিবন্ধী বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষ সম্পর্কে সমাজের অনেকেরই যে ভালো ধারণা নেই - এই বাস্তবতা সিআরপিডিও স্বীকার করে। এ কারণেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেটদের অন্যের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করা জরুরী যাতে সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় সনাতনী চিন্তা-চেতনা, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার ও ক্ষতিকর চর্চা বন্ধ করার জন্য শরীক রাষ্ট্রের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকেও সিআরপিডি স্বীকার করে নিয়েছে (ধারা-৮.১.খ)।

সিআরপিডি'তে এটাও গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবারসহ সমাজের সকলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা করবে (ধারা-৮.১.ক)।

সিআরপিডি অনুযায়ী, শরীক রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পাওয়াসহ তাদের দক্ষতা, মেধা ও পারদর্শিতা এবং কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি শৈশব থেকেই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকারের প্রতি সম্মানসূচক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা-৮.২.খ ও গ)। সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি অন্যের মানসিকতা পরিবর্তন করা সম্ভব, তাই সিআরপিডি'তে উল্লেখিত অধিকারসমূহ বাস্তবে পরিণত করা জরুরী।

সিআরপিডি কিভাবে সেল্ফ এডভোকেটদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা করে?

সিআরপিডি সেল্ফ এডভোকেটদের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার প্রদান করেছে। সিআরপিডি খসড়া প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ডন ম্যাক্‌কে এর মতে, 'সিআরপিডি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে এটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের সংগঠনগুলোকে রাষ্ট্র ও সরকারকে এটা বলার ক্ষমতা দান করেছে, যেহেতু তুমি এতে স্বাক্ষর করেছো তাই এর বাস্তবায়ন করতে তুমি বাধ্য।'

সিআরপিডি'তে উল্লেখিত শরীক রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতাসমূহের তালিকা সেল্ফ এডভোকেটদের কোন কোন বিষয়ে কাজ করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। যদিও সেল্ফ এডভোকেটরা তাদের নানাবিধ অধিকার নিয়ে অনেকদিন ধরেই আন্দোলন করছে, তবে ঐ বিষয়গুলো সিআরপিডি'তে উল্লেখ থাকায় সকলের কাছে তা আরো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বাংলাদেশের মতো অধিকাংশ রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের থেকে সিআরপিডি'তে অধিকতর মাত্রায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এভাবে সিআরপিডি সকল প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেট ও তাদের সমর্থকদের আশা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

অনেক সময় মানুষ ভালো কোন বিকল্প না থাকলে যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। যখন সেল্ফ এডভোকেটরা বা তাদের সমর্থকরা দেখে যে অন্য দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্বাধীন ও অংশগ্রহণমূলক জীবন যাপন করছে, তখন তারাও একই অধিকার আদায়ে নিজ নিজ দেশে এডভোকেসী করে থাকে। সিআরপিডি সেল্ফ এডভোকেট ও তাদের সমর্থকদের অন্য দেশের অভিজ্ঞতাকে উদাহরণ হিসেবে ধরে নীতি-নির্ধারকদের কাছে তা উপস্থাপন এবং প্রতিবন্ধী মানুষেরা কি পারে তা বোঝাতে সহায়তা করে। যেমনঃ একীভূত শিক্ষা। যদিও বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি, তবে সেল্ফ এডভোকেটরা অন্য দেশের উদাহরণ দিয়ে তা উপস্থাপন করতে পারে।

মনে রাখা জরুরী যে, সিআরপিডি ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কোন তালিকা নয় বরং এটি বর্তমানের অধিকার। অর্থাৎ সিআরপিডি'তে বর্ণিত অধিকারসমূহ যদিও এখন পর্যন্ত সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়িত হয়নি বা সেই পরিবেশ বাংলাদেশে এখনও সৃষ্টি হয়নি তথাপি সরকার কখনই এই অধিকারগুলোকে অস্বীকার করতে পারে না। বরং আইনত যত দ্রুত সম্ভব এগুলো বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। এভাবে সেল্ফ এডভোকেটরা সরকারকে তাদের অধিকার অর্জনের জন্য অন্যান্য জাতীয় আইনের মতোই সিআরপিডি বাস্তবায়ন ও রক্ষায় চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

সিআরপিডি'তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার রক্ষা ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। তেমনি আমাদেরকে নিজ নিজ অবস্থান থেকেও চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমরা সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারি।

অধ্যায় - ৩

সেক্স এডভোকেটদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন

- ইভ' এর আইনী লড়াই
- পুনর্বাসনের বেড়াজালে বন্দী আবুল
- যৌন নির্যাতনের শিকার রাজিমা

সেল্ফ এডভোকেটদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন

প্রতিবন্ধী মানুষেরা প্রতিনিয়তই নানা ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হন। সেল্ফ এডভোকেটরা যেহেতু তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করে তাই তাদের উপর নির্যাতন হয় আরো বেশি। সহিংসতা ও নির্যাতন সেল্ফ এডভোকেটদের আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ ইতিহাসকে সামনে রেখেই সিআরপিডি'তে কিছু ধারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা তাদের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দেবে।

মানুষ হিসেবে প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের অধিকার আদায়ে কর্মরত সেল্ফ এডভোকেটদেরও অধিকার আছে নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অপমান, অমানবিকতা ও মর্যাদাহানিকর আচরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার (ধারা-১৫)। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা ও সুরক্ষার অধিকার, ব্যক্তির স্বেচ্ছা-সম্মতি ছাড়া চিকিৎসা বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কিছু কিছু চিকিৎসা এবং আচরণ থেরাপি যা তাদের মৌলিক অধিকার লংঘন করে, যেমনঃ জোর করে ঔষধ খাওয়ানো, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহার, জোরপূর্বক খোজাকরণ ইত্যাদি হতে রক্ষা পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

কিছু কিছু যন্ত্রপাতি, পদার্থ ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারও তাদের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে, যেমনঃ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা, ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা, জোর করে কোথাও নিয়ে যাওয়া অথবা জোর করে কিছু করতে বাধ্য করা। কোন কোন সময় বুদ্ধি ও সমজাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চেতনানাশক ঔষুধ প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় অভিভাবকরাই এগুলো প্রয়োগ করেন বা অন্যরা তাদেরকে এগুলো করতে পরামর্শ দেন। কখনো কখনো অভিভাবকরা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথাকথিত উপকারের জন্য এ কাজগুলো করে থাকে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এগুলো সম্পূর্ণভাবে মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে।

সিআরপিডি অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে-বাইরে, লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য শরীক রাষ্ট্র সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা-১৬.১)।

সিআরপিডি'র ধারা-১৬.২ এ বলা হয়েছে- সব ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তত্ত্বাবধানকারীদেরকে লিঙ্গ ও বয়সের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে শরীক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সাথে শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা এড়ানো, চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তার জন্য তথ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিশেষ করে তরুণ বয়সেও প্রধানত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। এই নির্ভরশীলতাই তাদের অবস্থানকে আরও শোচনীয় করে এবং তারা শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়, যেমনঃ জোর করে ভিক্ষা ও কাজ করানো, মানব পাচার, যৌন সহিংসতা ও নির্যাতন এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন।

এছাড়া শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পরিচালিত সেবা ও কর্মসূচি নিয়মিত মনিটরিং করবে এবং নিশ্চিত করবে যে তার মধ্যে কোন নির্যাতন ও সহিংসতার উপাদান নেই। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর অত্যাচার নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তবে সে আইন যেন নারী ও শিশু বান্ধব হয় রাষ্ট্রকেই তা নিশ্চিত করতে হবে (ধারা-১৬.৩ ও ১৬.৫)।

বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় যে- বাবা, মা এবং যত্নকারীরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষকে কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠান বা মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। এ জন্য তারা ওই মানুষগুলোর কোন মতামত নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করে না, যা এই মানুষগুলোর স্বাধীনতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা। শুধু তাই নয় একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন প্রতিষ্ঠান বা মানসিক হাসপাতালে পাঠালেই যে তার উপর কোন শোষণ বা নির্যাতন হবে না তা সবসময় ঠিক নাও হতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থা শোষণ ও নির্যাতনের বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করে।

প্রতিবন্ধী প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে তার স্বাধীনতা ভোগ করার। প্রতিবন্ধিতার কারণে জোর করে তার স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না (ধারা-১৪)। অনেক সময় অভিভাবকরা তাদের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর লালন পালন করতে চান না। অথবা মনে করেন যে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের এমন প্রতিষ্ঠানে বসবাস করা উচিৎ যেখানে তারা অন্যদের থেকে দূরে থাকবে, যা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যদের জন্য ভাল হবে। মনে রাখতে হবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অন্যান্যদের মতোই মানুষ এবং সিআরপিডি অনুযায়ী তাদের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা নেয়া যাবে না যা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষ হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও রয়েছে মানবাধিকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়শঃই সমাজের অন্য সবার মতো অধিকার ভোগ করতে পারে না, প্রতিনিয়তই নানাবিধ বাধার মুখোমুখি হয়। এসব বাধা অথবা সমস্যার অধিকাংশের উৎপত্তি হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক কাঠামো অথবা পরিবেশগত বাধার কারণে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেটদের সমস্যা আরো বেশি কারণ তারা এসব সমস্যা মোকাবেলায় অন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো যথাযথ সহায়তা পায় না। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেটদের এসব সমস্যা মোকাবেলার জন্য এসবের কারণ ও উৎপত্তি অনুসন্ধান করা জরুরী। এ অধ্যায়সহ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সেল্ফ এডভোকেটরা সাধারণত যে সব সমস্যা এবং নির্যাতনের শিকার হয় তা উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা শেষে কিছু প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রশ্নগুলোকে ব্যবহার করে সেল্ফ এডভোকেটদের জীবনের সমস্যা এবং তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করা।

ইভ' এর আইনী লড়াই

মৃদু থেকে মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী রি ইভ কানাডার একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে থেকে পড়াশোনা করতো। ১৯৮৬ সালে ২১ বছর বয়সে ইভের সাথে তার বিদ্যালয়ের একজন ছেলে শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উক্ত সম্পর্কের কথা জানতে পেরে ইভের মা মিসেস ই (যিনি ছিলেন ৬০ বছর বয়স্ক একজন বিধবা) ইভ এর ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন। ইভ এর গর্ভবতী হয়ে পড়ার ভয়ে মিসেস ই স্থানীয় আদালতে ইভের Tubal Ligation বা বন্ধ্যাত্বকরণের অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তিনি ইভ এর বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি উল্লেখ করে জানান যে, ইভের কোন সন্তান হলে সে তার সন্তানের দেখাশোনা করতে পারবে না, ফলে তাকেই সেই শিশুর ভরণপোষণ ও দেখাশোনা করতে হবে যা এই বয়সে তার পক্ষে সম্ভব নয়। বন্ধ্যাত্বকরণের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে মিসেস ই আদালতকে জানান।

মামলা চলাকালে ইভ কখনোই আদালতে উপস্থিত হয়নি। মেডিকেল রিপোর্ট এবং মিসেস ই এর জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলে, যদিও ইভ একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, বন্ধ্যাত্বকরণ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের সঠিক বা ফলপ্রসূ পদ্ধতি সম্পর্কে তার ধারণা ও জ্ঞান কম এবং উক্ত বিষয়ে সে অনুমতি প্রদানেও সক্ষম নয়। পাশাপাশি অপারেশনের মানসিক ও আবেগিক প্রভাবও ইভের কাছে খুবই কম। তথাপিও স্থানীয় আদালত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে এ যুক্তিতে ইভের বন্ধ্যাত্বকরণ করার অনুমতি দিলো না। তখন মিসেস ই এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করলেন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের গর্ভধারণ রোধ বা বন্ধ্যাত্বকরণের ইতিহাস সম্পর্কে উচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট ভালভাবে অবগত ছিলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পর্যবেক্ষণ প্রদান করে বলে, সন্তান জন্মদানের মাধ্যমেই সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এজন্য সন্তান জন্মদানের বিষয়টিকে আদালত সর্বোচ্চ মূল্য দেয়। তবে শুধুমাত্র সামাজিক এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার কারণে একজন মহিলাকে তার সন্তান জন্মদান করা থেকে বিরত রাখারও কোন যৌক্তিকতা নেই এবং কারোর পূর্ব অনুমতি ছাড়া তার বন্ধ্যাত্বকরণ সম্ভব নয় বলেও আদালত মতামত প্রদান করে।

আদালত আরো বলে যে, মিসেস ই এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইভের ভবিষ্যৎ সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া। বন্ধ্যাত্বকরণ ইভের উপকার করবে এখন পর্যন্ত এরকম কোনো কারণ আদালত দেখতে পাচ্ছে না। বরং এখানে ইভের নিজস্ব দেহ বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার অধিকার খর্ব হচ্ছে।

আদালত তার পর্যবেক্ষণে আরও উল্লেখ করে- ইভের বন্ধ্যাত্বকরণ করলে শুধুমাত্র যত্নকারী ছাড়া ইভের কোনো উপকার হবে না, তাই আদালত এই মর্মে আদেশ দেয় যে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের অনুমতি ছাড়া কোন ভাবেই বন্ধ্যাত্বকরণ করা যাবে না।

প্রশ্নঃ

ক. আপনি কি আদালতের রায়ের সাথে একমত, অথবা আপনি কি মনে করেন যে, ইভের মা এর বন্ধ্যাত্বকরণের অনুমতি পাওয়া উচিত ছিলো?

খ. আদালত ইভের অনুমতি ছাড়া বন্ধ্যাত্বকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সিআরপিডি'তে বর্ণিত কোন অধিকারকে সমুন্নত করলো ?

গ. ইভের বন্ধ্যাত্বকরণ হলে পরবর্তীতে কি অসুবিধা দেখা দিতো এবং এটা প্রতিরোধ জরুরী কেন ?

ঘ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের প্রতি যত্নকারীদের কি কি দায়িত্ব এবং ঝুঁকি রয়েছে? কিভাবে তা মোকাবেলা করা সম্ভব ?

পুনর্বাসনের বেড়াজালে বন্দী আবুল

১৪ বছরের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আবুল এর পেশা ভিক্ষাবৃত্তি। আবুলের বাবা মাদকে আসক্ত এবং মা মানুষের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করে। আবুল মায়ের সাথে প্রতিদিন সকালে নিকটবর্তী মসজিদের কাছে ভিক্ষা করার জন্য আসে এবং সন্ধ্যায় বাড়িতে ফেরত যায়। আবুল যেদিন বেশি টাকা ভিক্ষা পায় সেদিন বাবা-মা ওকে আদর করে আর টাকা কম হলে মারে। ভিক্ষা করে আবুল যে টাকা পায় তার পুরোটাই বাবা-মা নিয়ে নেয়। আবুলের জন্য তারা কোন টাকা খরচ করতেও চায় না। এভাবে দীর্ঘদিন চলার পর একদিন সকালে বাবা-মা আবুলকে মসজিদের সামনে ভিক্ষা করতে রেখে গেলেও সন্ধ্যার পর আর তাকে নিতে এলো না। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে আবুল তার বস্তিতে ফিরে গেল কিন্তু সেখানে সে তার বাবা-মাকে পেল না। শুধু তাই নয় তাদের ঘরে কোনো কিছুই নেই, ঘর তালা মারা। প্রতিবেশিরা জানায় আবুলের বাবা-মা সবকিছু নিয়ে এখান থেকে চলে গেছে।

রাতটি কোন রকমে কাটানোর পর সকালে আবুল মসজিদে গিয়ে পরিচিত একজনকে তার দুর্দশার কথা খুলে বলে। লোকটি অন্যদের সাথে আলাপ করে তাকে কাছাকাছি একটি এতিমখানায় রেখে আসে। এতিমখানায় প্রায় ৫০ জনের মতো এতিম থাকতো। অন্যান্য ছেলেদের থেকে আবুল ছিল আলাদা। এজন্য প্রথম থেকেই অন্যরা তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা এবং নির্যাতন করতে থাকে। এ বিষয়ে এতিমখানার শিক্ষক-কর্মচারীদের বললেও তারা আবুলকে কোন সাহায্য না করে বরং অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে মানিয়ে চলার পরামর্শ দেয়।

আবুল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না কিভাবে সে ওদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। প্রথম প্রথম সে খুব কান্নাকাটি করলেও পরবর্তীতে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অন্যদের আঘাত করা শুরু করে। এ পর্যায়ে এতিমখানার শিক্ষক-কর্মচারীরা কোন কিছু বিচার না করে শুধমাত্র তাকেই শাস্তি দিতে শুরু করে। তারা আবুলকে ধরে খাটের সাথে বেঁধে রাখা, আলাদা ঘরে বন্দি করে রাখাসহ অন্যান্য শাস্তি দিতে থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে সে মাঝে মাঝে চিৎকার করলে এতিমখানার কর্মচারীরা তাকে চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে থাকে। আবুল অনেকবার এতিমখানা থেকে পালাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রতিবারই তাকে ধরে এনে শাস্তি দেয়া হয় এবং জানানো হয় যেহেতু তার কোন যাওয়ার জায়গা নেই তাই এগুলো সহ্য করেই তাকে এখানে থাকতে হবে।

এভাবে কিছুদিন চলার পর এতিমখানা কর্তৃপক্ষ তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আবুলকে অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়। তাকে নিয়মিত ঔষধ দেয়ার ফলে সে নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আবুল আর ঔষধ খেতে চায় না এবং হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য ডাক্তারদের অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু চিকিৎসকেরা জানায়, 'ঔষধ না খেলে তুমি অন্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। আর তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই কারণ তুমি এতিম এবং পাগল। এজন্য তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

প্রশ্নঃ

ক.	আবুলের শারীরিক ও মানসিক স্বতন্ত্রতা রক্ষায় রাষ্ট্র কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে?
খ.	এতিমখানার কোন কোন ব্যবহারগুলো আপনার কাছে অমানবিক বলে মনে হয়েছে?
গ.	আবুলের প্রতি এ রকম ব্যবহারের পিছনে তার প্রতিবন্ধিতা কতখানি ভূমিকা রেখেছে?
ঘ.	কিভাবে রাষ্ট্র আবুলকে সিআরপিডি'র আলোকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে?

যৌন নির্যাতনের শিকার রাজিমা

১৬ বছরের ডাউন্স সিনড্রোম রাজিমাকে তার চেহারার কারণে খুব সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। সাধারণভাবে সে চঞ্চল, উচ্ছল এবং অতিথিবৎসল। তবে ছোট ভাই ফারহানকে সে সবসময় অনুসরণ ও অনুকরণ করে। একদিন রাজিমার মা তাকে ও ফারহানকে রেখে তার এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়। তবে যাবার সময় ফারহানকে বলে যায় যেন সে রাজিমাকে দেখে রাখে। মা চলে যাবার পর ফারহানের বন্ধুরা তাকে খেলার জন্য ডাকতে আসে। ফারহান রাজিমাকে একা রেখে যেতে না চাইলেও বন্ধুদের অনুরোধে সে রাজিমাকে বাড়িতে একা রেখেই মাঠে খেলতে চলে যায়। যাবার আগে সে বার বার রাজিমাকে দরজা না খোলার জন্য বলে গেলেও রাজিমা দরজা লাগাতে ভুলে যায়।

ফারহান যাবার কিছুক্ষণ পর তাদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। রাজিমা ফারহানের নির্দেশ অনুযায়ী সাড়া না দিলেও দরজা খোলা থাকার কারণে একজন ব্যক্তি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে। ব্যক্তিটি রাজিমাদের প্রতিবেশী, পাশের বাড়িতে থাকে। রাজিমা তাকে চেনে কিন্তু আগে তেমন কথা বলেনি। লোকটি ঘরে ঢুকে রাজিমাকে তার মা কোথায় জানতে চাইলে সে জানায় বাড়িতে আর কেউ নেই। তখন লোকটি দরজা বন্ধ করে দেয় এবং এগিয়ে এসে রাজিমাকে জড়িয়ে ধরে। এরপর রাজিমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফিরলে রাজিমা দেখে ফারহান তার দিকে তাকিয়ে আছে। রাজিমার সারা শরীরে ব্যথা এবং তার মাথা ঘুরছে। ফারহান দেখে রাজিমার শরীরে অসংখ্য লালচে দাগ আর ক্ষতচিহ্ন এবং তার পায়জামা নিচে নামানো। ফারহান যদিও ঠিকভাবে বুঝতে পারছিল না যে কি হয়েছে, তবে এটা বুঝতে পারছিল যে খুব খারাপ কিছু একটা হয়েছে।

সন্ধ্যায় মা ফেরত আসলে ফারহান কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনা খুলে বলে। বিষয়টি বুঝে মা দিশেহারা হয়ে রাজিমাকে নিকটবর্তী থানায় নিয়ে যান। থানায় সব কথা খুলে বলার পর রাজিমার মা ধর্ষণের মামলা করতে চাইলে দায়িত্বরত পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিভাবে তিনি ধর্ষণের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন? আর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু তো কিছু বোঝে না, তারা কোন কিছু ঠিক মতো বলতে পারে না।'

কর্মরত অফিসার মামলা নিতে রাজি না হওয়ায় রাজিমার মা থানার বড় অফিসারের সাথে দেখা করেন এবং তাকে সব খুলে বলেন। বড় অফিসারের নির্দেশে পুলিশ মামলা নিতে বাধ্য হয় এবং রাজিমাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালেও ডাক্তার ও নার্সরা রাজিমার প্রতিবন্ধিতা নিয়ে নানা রকম কথা বলতে থাকে। দুঃখজনক যে, সব জায়গাতেই ধর্ষণের চাইতে রাজিমার প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি বড় হয়ে ওঠে।

রাজিমার প্রতিবেশীরাও ধর্ষণকারী ঐ ব্যক্তির দোষের চাইতে রাজিমার বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বেশি সমালোচনা করতে থাকে। কেউ কেউ রাজিমাকেই দোষারোপ করতে শুরু করে। অভিযুক্ত প্রতিবেশীর এক আত্মীয় =৫০,০০০/- টাকার বিনিময়ে বিষয়টি মীমাংসা করে মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেয়।

তদন্ত করতে এসে পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেশী, রাজিমার মা, ভাই এবং রাজিমার সাথে কথা বলা শেষে তিনি রাজিমার মাকে বলেন, 'যেহেতু আপনার মেয়ে একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তাই এই কেসটি আদালতে টেকার সম্ভাবনা খুব কম। বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মিটমাট করলে সবারই ভাল হবে।' তখন সেখানে উপস্থিত এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কিছু অর্থের বিনিময়ে বিষয়টির মীমাংসা করে দেবে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে আশ্বস্ত করে।

প্রশ্নঃ

ক.	কোন ব্যবস্থা নিলে আপনি মনে করেন যে রাজিমা সঠিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে?
খ.	রাষ্ট্র কি রাজিমাকে সুরক্ষা দিতে এবং তার সঠিক পুনর্বাসন ও ঘটনার তদন্ত বা বিচারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে?
গ.	আপনি কি মনে করেন রাষ্ট্রের এই ব্যর্থতা অধিকতর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে?

অধ্যায় - ৪

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একীভূত শিক্ষা

- সম-সুযোগের জন্য লড়াই
- সাদেকের শিক্ষা জীবন ও মূলধারা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব
- মূলধারা বিদ্যালয়ের চোখে আল্পনার অগ্রগতি

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য একীভূত শিক্ষা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত প্রদান মানুষের জীবনের অপরিহার্য বিষয়। আর জীবনের সব ক্ষেত্রেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের সিদ্ধান্ত প্রদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ জরুরী। আর তা নিশ্চিত করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সরাসরি তাদের মতামত গ্রহণ করা। সমাজ ব্যবস্থা যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য সব বিষয়ে অধিকতর অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখে এটা প্রমাণ করার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে শিশুকাল থেকেই তাদেরকে মূলধারা শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা, যেমন- প্রাথমিক শিক্ষা। এ প্রসংগে বাংলাদেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলাদেশ সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতি গ্রহণ করেছে, যার মূল কথা হচ্ছে, দেশের সকল শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং তা সমাপ্ত করবে। কিন্তু চরম বাস্তবতা হচ্ছে অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুরা মূলধারা শিক্ষায় অংশগ্রহণের কিছুটা সুযোগ পেলেও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

সমাজের একজন দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী। আর দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়লে সে সেল্ফ এডভোকেট হিসেবেও সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারবে। শিক্ষাই একমাত্র মাধ্যম যার সাহায্যে মানুষ তার দক্ষতা বৃদ্ধি করে সমাজের একজন প্রয়োজনীয় ও উৎপাদনশীল সদস্য হিসেবে পরিণত হতে পারে। সমাজকে প্রতিদান দেয়ার জন্য প্রতিটি ব্যক্তির যদি নিজস্ব সক্ষমতা গঠনের সুযোগ থাকে তাহলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ না পাওয়ার বিষয়টি কেন আমাদের ভাবিয়ে তোলে না?

সিআরপিডি'র মতে, যেসব নির্দেশনা সাধারণত অপ্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া হয় তার চাইতে একটু আলাদা ধরনের নির্দেশনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের দিলে তারা উপকৃত হবে। সিআরপিডি মনে করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় এবং সমাজের সদস্য হিসেবে পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলবার জন্য রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে (ধারা-২৪.৩)। যেমনঃ কোন কোন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রাত্যহিক জীবন-যাপনমূলক কাজ শিখে উপকৃত হতে পারে, যথাঃ অফিসের জিনিসপত্র গোছানো ও পরিষ্কার অথবা স্থানান্তর করা, সামাজিক দক্ষতা অর্থাৎ মেলামেশা, রান্না এবং আরও অনেক রকম ব্যবহারিক কাজ করা।

প্রায়ই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা দৈনন্দিন জীবন-যাপনমূলক কাজ ও সেল্ফ এডভোকেসীর দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। অথচ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শিক্ষা ও সেল্ফ এডভোকেসীর দক্ষতা চর্চার সুযোগ পেলেও উপকৃত হয়। সিআরপিডি অনুযায়ী সবার জন্য একীভূত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল শিশুদের মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলা (ধারা-২৪.১.গ)।

প্রতিবন্ধিতা থাকুক বা না থাকুক সব শিক্ষার্থীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশা আলাদা। তেমনিভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রত্যাশা ও লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষা লাভের চেষ্টা করবে। শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত শিক্ষার্থীর 'ব্যক্তিত্ব, মেধা ও সৃষ্টিশীলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশ ঘটাবে' (ধারা-২৪.১.খ)। সিআরপিডি'তে বলা হয়েছে- 'মানুষ হিসেবে সকল সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্মমূল্যের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শক্তিশালী করাই একীভূত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য' (ধারা-৪.১.ক)।

বেশির ভাগ মানুষ মনে করে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু সিআরপিডি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভিন্ন পরিবেশে আলাদাভাবে শিক্ষাদান করার বিপক্ষে। বরং সিআরপিডি শুধু শিক্ষার অধিকার নয় বরং বৈষম্যহীন ও সম-সুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সিআরপিডি 'পৃথক' অথবা 'বিশেষ' শিক্ষার কথা মোটেই বলে না। সিআরপিডি'তে শিক্ষায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির 'পূর্ণ অন্তর্ভুক্তির' কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে - 'সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়' (ধারা-২৪.২.ঙ)। এর কারণ হচ্ছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য শিক্ষার বিষয় ও ধরন সাধারণ পাঠ্যসূচি থেকে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। তবে মূলকথা হচ্ছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আলাদা বা বিশেষ শিক্ষা নয়, এদের শিক্ষার সুযোগ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে একই সাথে একই স্থানে করতে হবে।

যেহেতু সিআরপিডি একীভূত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে, তাই এর প্রথম ধাপ হচ্ছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবে যেখানে অন্যান্যরা শিক্ষালাভ করে। সিআরপিডি'র ধারা-২৪.২.ক এ ক্ষেত্রে বলছে 'প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ব্যক্তি যেন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশু যেন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়'।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে কোন ভাবেই বঞ্চিত না হয় সেজন্য সিআরপিডি'র ধারা-২৪.৫ এ বলা হয়েছে- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যান্যদের সাথে সমানভাবে সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবন-ব্যাপী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এ জন্য রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

মূলধারা বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির জন্য রাষ্ট্রের ব্যাপক উদ্যোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। প্রতিটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিবারকে সচেতন করে যথাযথ উদ্দীপনার মাধ্যমে এদেরকে বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সচেতন করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্য। কারণ শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।

সিআরপিডি'র ধারা-২৪.২.ঘ অনুযায়ী 'সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্যকর শিক্ষা সহায়ক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাবে এবং রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে।'

শিক্ষার পরিবেশ যদি প্রতিবন্ধী বান্ধব হয় তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যান্যদের মতোই এখান থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারে। প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ জরুরী। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সে জন্য আমরা দেখি যে- প্রতিবন্ধী বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে কোন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নেই। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও বিষয়টির উল্লেখ নেই। যে কারণে যদি কোনো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মূলধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় তবে তাকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে একই পাঠ্যপুস্তক এবং একই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়। এতে করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে সমভাবে সবকিছুতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

এ কথা সত্য যে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যদের চাইতে বেশি সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকগণই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য মূলধারা শিক্ষায় সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির নতুন নতুন পদ্ধতি বের করতে পারেন। সিআরপিডি'র ধারা-২৪.৩.ক এ বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যোগাযোগের জন্য বিকাশমান ও বিকল্প মাধ্যম, উপায় ও শৈলীর ব্যবহার শিক্ষা, পরিচিতি ও চলাচলের দক্ষতা অর্জন, সাথী-সহায়তা এবং নিবিড় পরামর্শ সহায়তা প্রদান করতে হবে'।

প্রশিক্ষণ ছাড়াও মূলধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের আচরণের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। এক্ষেত্রে যদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকার সুযোগ দেন এবং তাদের সম্পর্কে সকলকে অবগত ও সচেতন করেন, তাহলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা সম্ভব। মূলত: বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি পরবর্তীতে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যদিও সিআরপিডি বিশেষভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, তবে বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যান্যদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা, জীবন-ব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে যাতে সমর্থ হয়, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ধারা-২৪.৫)।

শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধসহ প্রত্যেকেরই আছে শিক্ষার সুযোগ পাবার অধিকার। এজন্য বয়স্ক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সেল্ফ এডভোকেটরাও তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা পাবার অধিকারী। সিআরপিডি বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সেল্ফ এডভোকেটদের জন্য বিশেষ সুযোগ লাভের ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ সিআরপিডি মনে করে শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, মহত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সামর্থ্যই বৃদ্ধি করে না বরং পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলে। যার ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয় এবং সমাজে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সম-সুযোগের জন্য লড়াই

বাংলাদেশের একটি বেসরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তির বিজ্ঞাপন দেখে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়ে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করে। মেয়েটির প্রতিবন্ধিতার মাত্রা ছিলো খুব সামান্য। তার ডান হাত অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পুরোপুরি সক্ষম না থাকার কারণে সে বেশিরভাগ কাজই বাম হাত দিয়ে করতো। লিখতো সে বাম হাত দিয়েই। যথাসময়ে মেয়েটি বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি পায়। কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা দিতে গেলে কর্মরত শিক্ষক প্রতিবন্ধিতার কারণে তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয় এবং নানা ধরনের বাজে মন্তব্য করে। একজন শিক্ষক এ মন্তব্য করে যে প্রতিবন্ধিতার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ আগে জানলে সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেতো না। তা ছাড়া স্কুলে ভর্তি হতে পারলেও সে অন্যদের সাথে মিশতে পারবে না।

অথচ মেয়েটির আগের স্কুলে সে শুধু ভালো ছাত্রীই ছিলো না বরং সে ছিলো সকলের প্রিয় বন্ধু। এমতাবস্থায় মেয়েটির অভিভাবক প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেন এবং তাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রতিবন্ধিতার অজুহাত দেখিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। অথচ উক্ত বিদ্যালয়টি 'সকলের সমান অধিকার', 'সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ' প্রভৃতি তাদের বিদ্যালয়ের নীতিমালা এবং উদ্দেশ্যে লিখে রেখেছিলো। তাছাড়া কোথাও উল্লেখ ছিল না যে, প্রতিবন্ধী শিশুরা উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না।

২০১০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী সব ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকার রয়েছে। এ নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে- 'সব ধরনের প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে'। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১০ সালে বাংলাদেশের সকল সরকারী এবং আধা-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সার্কুলার পাঠায় যেখানে বলা হয়েছে- 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২% আসন সংরক্ষিত থাকবে। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত শিক্ষার্থীর প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে'।

এ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী মেয়েটির অভিভাবক ন্যায় বিচার পাবার আশায় BLAST নামে একটি মানবাধিকার এবং আইনী সহায়তা দানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে। BLAST এ বিষয়ে উক্ত বিদ্যালয়কে একটি আইনী নোটিশ পাঠায়। উক্ত নোটিশে উল্লেখ করা হয়, সিআরপিডি'র ধারা-৪.১. ও মোতাবেক 'যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য শরীক রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে'। উল্লেখ্য যে- বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ সালেই সিআরপিডি'তে স্বাক্ষর এবং অনুস্বাক্ষর উভয়ই করেছে এবং উক্ত আইন বাস্তবায়ন করা সরকারের আইনী বাধ্যবাধকতা।

BLAST বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠিতে অনুরোধ জানায়, মেয়েটিকে যেন বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়াসহ বাজে মন্তব্য প্রদানকারী শিক্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি তারা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আরো অনুরোধ জানায়, তারা যেন বৈষম্য পরিহার করে তাদের বিদ্যালয়ে সকল প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তির সুযোগ দেয়। এ বিষয়ে অনেক দেন দরবার এবং আলোচনার পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়েটিকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। মেয়েটি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়।

প্রশ্নঃ

ক. অনেক শিক্ষক প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিতে চান না-এর পিছনে কি কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এই কারণগুলো কি যুক্তিসঙ্গত?

খ. একজন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাথে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া ছাড়া আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

গ. যদি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর আগের বিদ্যালয়ের ফলাফল খুব ভাল নাও হয়, সে ক্ষেত্রে কি বিদ্যালয়ের ভর্তির নীতিমালার শর্ত পরিবর্তন করা জরুরী? একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ?

সাদেকের শিক্ষা জীবন ও মূলধারা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

১২ বছর বয়সী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সাদেক তার বাড়ির কাছের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। আগে সাদেক একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতো যেখানে পড়ালেখার পাশাপাশি নাচ, গান ও ছবি আঁকা শেখানো হতো। চার বছর বিদ্যালয়ে পড়ার পর একদিন সাদেকের মা একটি উপহার কার্ডে তার নাম লিখে দিতে বললে অনেক চেষ্টা করেও সাদেক তা করতে পারে না। এ অবস্থা দেখে সাদেকের মা তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং বিদ্যালয়ে যান এ বিষয়ে কথা বলার জন্য। কিন্তু বিদ্যালয় তাকে এ বিষয়ে তেমন সাহায্য করতে পারে না। যদিও বিদ্যালয়টি বিশেষ শিশুদের জন্য কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিশেষ শিক্ষার উপর তেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না। কোন পরিবর্তন ছাড়াই ঐ বিদ্যালয়ে একই সিলেবাস এবং একই বিষয় বছরের পর বছর ধরে পড়ানো হয়।

এ অবস্থায় তিনি সাদেকের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন এবং তাকে নিকটস্থ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য নিয়ে যান। সাদেকের মা প্রধান শিক্ষককে বলেন, 'আমার ছেলে সাদেক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, চার বছর ধরে সে একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনও নিজের নাম ঠিকমতো লিখতে বা পড়তে শেখে নি। আমি চাই সে এগুলো শিখুক।' প্রধান শিক্ষক তার অবস্থা বুঝতে পেরে বলেন, 'বিশেষ শিক্ষার বিষয়ে তাদের চাইতে বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ভাল জানবে, কারণ এ বিষয়ে তাদের বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই।' তিনি বিশেষ বিদ্যালয়ের সাথেই কথা বলার পরামর্শ দেন। সাদেকের মা বলেন, 'তিনি চান তার ছেলে অন্য সাধারণ ছেলেদের সাথে মিশুক, যাতে করে তার মানসিক বিকাশ তাড়াতাড়ি হয় এবং এতে সে ভাল লেখাপড়া শিখতে পারবে। এছাড়া তিনি চান সাদেক অন্যদের মতো স্বাভাবিক হবে।' ওখানে থাকলে তার ছেলে আরও প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

অনেক অনুরোধের পর প্রধান শিক্ষক সাদেককে তার বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেন। যেহেতু সাদেক তার বয়স অনুযায়ী অন্যদের মতো লেখাপড়া পারে না তাই তাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। উক্ত শ্রেণীতে অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় সাদেক বয়সে অনেক বড় আর লম্বা ছিলো। এ জন্য অন্য শিক্ষার্থীরা প্রায়ই তাকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করাসহ নানা রকম বাজে মন্তব্য করতো। শ্রেণীকক্ষের পাশাপাশি বাড়ি যাবার সময় রাস্তায় সাদেকের গায়ে কাগজ, কাঠি বা ময়লা ছুড়ে মারতো।

এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর সাদেক একদিন তার প্রতি অন্য শিক্ষার্থীদের নিপীড়নের কথা মাকে খুলে বলে। সাদেকের মা প্রধান শিক্ষকের কাছে গেলেন এবং সাদেকের প্রতি অন্যদের নেতিবাচক আচরণ ও নিপীড়নের কথা জানান। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি ভালোভাবে জানার জন্য শ্রেণী শিক্ষককে ডাকলে তিনি বিষয়টি জানেন বলে জানালেন। শ্রেণী শিক্ষক এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তিনি বেশ কয়েকবার সাদেকের আশেপাশে কাগজের টুকরো পড়ে থাকতে দেখেছেন। কিন্তু কে বা কারা এগুলো করেছে তা জানা যায়নি আর তা করা সম্ভবও নয়।' প্রধান শিক্ষক শ্রেণী শিক্ষককে সমর্থন করে বলেন, 'আমাদের যতটুকু করার ছিল আমরা করেছি। সাদেককে মূলধারা বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছি। তবে অনেকেই এ বিষয়ে সাহায্য করছে না।' তাই তিনি সাদেককে এ বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে তার পুরানো বিশেষ বিদ্যালয়ে আবার ভর্তি করার পরামর্শ দেন। সাদেকের মা এতে রাজি না হলেও প্রধান শিক্ষক আর সাদেককে তাদের বিদ্যালয়ে রাখতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'আমি আপনার সমস্যা বুঝতে পারছি, কিন্তু সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আমাদের বিদ্যালয়ে অন্য শিক্ষার্থীরাও আছে। আমাদের পক্ষে সবার সমস্যা আলাদাভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়। আপনি সাদেককে অন্য বিদ্যালয়ে নিয়ে যান।'

প্রশ্নঃ

ক. মূলধারা বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে সাদেকের মায়ের প্রচেষ্টাকে কি আপনি সমর্থন করেন?

খ. আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলার সময় সাদেক কোন মতামত দেয়নি? এটা কি ঠিক? সাদেকের মায়ের 'ছেলে স্বাভাবিক হবে' মনোভাবের সাথে আপনি কি একমত? তার আরেকটি ভাষ্য, 'আমি চাই সে লিখতে, পড়তে শিখুক' -এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

গ. 'আমাদের যতটুকু করার ছিলো আমরা করেছি' প্রধান শিক্ষকের এ ধরনের বক্তব্যের সাথে কি আপনি একমত? সিআরপিডি'র ২৪ নং ধারা কি বলে?

ঘ. সাদেকের শিক্ষার ব্যাপারে অনেকের সম্পৃক্ততা রয়েছে, যেমন- সাদেকের মা, বিশেষ বিদ্যালয়, মূলধারা বিদ্যালয়ের শ্রেণী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা। সিআরপিডি'তে বর্ণিত বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী কার কি দায়িত্ব ছিলো যা তারা করতে পারতেন?

মূলধারা বিদ্যালয়ের চোখে আল্পনার অগ্রগতি

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আল্পনার বয়স ১৫ বছর। আল্পনার মা তার সব ছেলেমেয়ের মতই আল্পনাকে লেখাপড়া শেখাতে আগ্রহী ছিলেন। যে কারণে তিনি সাত বছর বয়সেই আল্পনাকে নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিয়ে যান। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রতিবন্ধিতার কারণে আল্পনাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। যেহেতু তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ নেই তাই শিক্ষকরা কিভাবে তাকে পড়ালেখায় সহায়তা করবে এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তার সাথে কি আচরণ করবে-এ নিয়ে প্রধান শিক্ষক যথেষ্ট শংকিত ছিলেন। যদিও আল্পনার অনেক অ-প্রতিবন্ধী বন্ধু ছিল যারা সবসময়ই তার সাথে খেলতো এবং সে সকলের সাথে মেলামেশা করতো। এ বিষয়ে তার কোন সমস্যা ছিলো না। কিন্তু সব জানার পরও প্রধান শিক্ষক তাকে ভর্তি নিতে রাজী হলেন না।

বাধ্য হয়ে আল্পনার মা স্থানীয় একটি সংগঠন যারা প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আল্পনার ভর্তির বিষয়ে সাহায্য চান। উক্ত সংগঠন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে এবং আইন অনুযায়ী যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আল্পনাকে ভর্তি করতে বাধ্য এ বিষয়টিও তাদেরকে জানায়। অনেক আলোচনা ও দেন দরবারের ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আল্পনাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবার সুযোগ দেয়।

যেহেতু শিক্ষকরা বিশেষ শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলোনা তাই শুরুতে আল্পনাকে শুধু শ্রেণীকক্ষেই বসিয়ে রাখা হতো। তবে কিছুদিন পরে ঐ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বিশেষ শিক্ষার উপর প্রশিক্ষণ পেলে এ অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। এর ফলে শিক্ষকরা তার জন্য আলাদা শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যাতে আল্পনা ভালোভাবে এবং তার ক্ষমতা অনুযায়ী পড়াশুনা করতে পারে। তবে এগুলো প্রধানত কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ, বাস্তবে আল্পনার তেমন কোন উন্নতিই হয় নি।

গত তিন বছর ধরে আল্পনা ৫ম শ্রেণীতে পড়ছে, অথচ তার সমবয়সী বন্ধুরা প্রতি বছর এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এজন্য সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং তার মাকে বলে যে, সে তার সমবয়সী বন্ধুদের সাথে একই শ্রেণীতে পড়ালেখা করতে চায়।

ইতোমধ্যে আল্পনার মা আল্পনাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সাহায্যকারী সংগঠন থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যেখানে তিনি প্রতিবন্ধী মানুষের মূলধারা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারেন। তাই তিনি আবার আল্পনার বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলেন। তিনি শিক্ষককে সিআরপিডি'র ২৪ নং ধারার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন। যেখানে বলা হয়েছে -

- ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ এবং ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ (২৪.২.গ) এবং
- সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যর সাথে সংগতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায় (২৪.২.ঙ)।

সব কিছু শোনার পর প্রধান শিক্ষক জানান, 'আল্পনার দিকে আমরা বিশেষভাবে খেয়াল রাখি, সে শ্রেণীকক্ষের প্রথম সারিতে বসে এবং অন্য শিক্ষার্থীদেরকেও তাকে সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেয়া আছে। শুধু তাই নয়, তার জন্য আলাদা শিক্ষা পরিকল্পনাও তৈরি করে রাখা হয়েছে। আল্পনা শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন করছে এবং একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে। এর বেশি আমরা আর কি করতে পারি?' আল্পনার মা তখন বলেন, 'সামাজিক যে সকল দক্ষতা অর্জন করার কথা তা সে অর্জন করছে না। সিআরপিডি'তে তার সামাজিক উন্নয়নের কথাও বলা আছে।' এ পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক বলেন, 'দেখুন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুযায়ী যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা ছাড়া আমরা আল্পনাকে উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করতে পারি না। শুধু তাই নয়, সে অন্যদের মতো একইভাবে শিখতে পারছে না। এক্ষেত্রে আপনি ভাগ্যবান যে আপনার মেয়ে একটি মূলধারা বিদ্যালয়ে পড়ছে। এর বেশি আমরা আর কিছু করতে পারব না।'

প্রশ্নঃ

ক. আল্পনার ক্ষেত্রে, 'সর্বোচ্চ শিক্ষাগত ও সামাজিক দক্ষতার বিকাশ' এর জন্য কি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

খ. আপনি কি মনে করেন যে আল্পনার তার সমবয়সীদের সাথে পড়াশোনা করার সুযোগ রয়েছে? ২৪ নং ধারার অন্য কোন উপধারা আছে যা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু আল্পনার মা তার উল্লেখ করেননি?

গ. আপনি কি মনে করেন যে আল্পনার শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জনের ব্যর্থতা তার একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক (সিআরপিডি ধারা-২৪.২.ক) এবং উচ্চ শিক্ষা (সিআরপিডি ধারা-২৪.৫) গ্রহণে বাধা তৈরি করবে?

ঘ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে প্রচুর প্রতিকূলতা রয়েছে। আপনি কি মনে করেন সিআরপিডি এই সমস্যা চিহ্নিত করতে পেরেছে? কোন বিষয়গুলো সিআরপিডি সম্ভবত চিহ্নিত করতে পারেনি?

অধ্যায় - ৫

আত্মনির্ভরশীল ও অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন জীবন

- আইনী লড়াই-এ জয়ী
- স্বাধীনতা প্রত্যাশী মেঘনা
- স্বপ্নভঙ্গ

আত্ম-নির্ভরশীল ও অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন জীবন

অ-প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য সকল মানুষের মতোই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং সমজাতীয় ব্যক্তির স্বাধীন ও অংশগ্রহণমূলক জীবন-যাপনের অধিকার রয়েছে, রয়েছে নিজের পছন্দ মতো জায়গায় বসবাস করার অধিকার। অথচ বাংলাদেশে বেশিরভাগ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এসব সুযোগের কোনটাই পায় না। তাদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল হতে যেমন সাহায্য করা হয় না তেমনি সমাজের কোন বিষয়েই অংশগ্রহণের তেমন সুযোগ নেই। নেই বিয়ে করার, সন্তান নেয়ার, চাকরি পাবার ও স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার।

সিআরপিডি এমন একটি সনদ যেখানে প্রতিবন্ধী সকল মানুষের অধিকারের বিষয়গুলো এত চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা আগে কখনো হয়নি। এখন দেখা যাক প্রতিবন্ধী মানুষের আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন জীবন-যাপনের বিষয়ে কি বলা হয়েছে। স্বাধীন ও অংশগ্রহণমূলক জীবন যাপন বলতে কি বোঝায় সে ব্যাপারে সিআরপিডির অধিকার বিষয়ক সব ধারাগুলো সম্মিলিতভাবে একটা ধারণা দেয়। নিচে সিআরপিডি'র অধিকার বিষয়ক ধারাগুলো উল্লেখ করা হল। এ ধারাগুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে।

- সমতা এবং বৈষম্যহীনতা (ধারা-৫)
- সচেতনতা বৃদ্ধি (ধারা-৮)
- সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার (ধারা-৯)
- চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির চলাচলের অধিকার (ধারা-১৮ এবং ২০)
- স্বাধীনভাবে বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার (ধারা-১৯)
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার (ধারা-২২)
- গৃহ এবং পরিবারের অধিকার (ধারা-২৩)
- স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার (ধারা-২৫)
- কর্ম ও কর্মসংস্থান এর অধিকার (ধারা-২৭)
- সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা (ধারা-২৮)
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের অধিকার (ধারা-৩০)

সমতা ও বৈষম্যহীনতা

সমতা ও বৈষম্যহীনতা সিআরপিডির অন্যতম প্রধান ধারা (ধারা-৫)। এ ধারা অনুযায়ী অন্য সকলের মতো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সব কাজ করার অধিকার আছে। সাধারণ মানুষের যেমন নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার থাকে, তেমনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও সেই অধিকার অবশ্যই আছে। একইভাবে অন্যান্য শিশু ও ব্যক্তিরা যেমন মূলধারা স্কুলে যায়, স্বাধীনভাবে বসবাস করে এবং সমাজের বৃহত্তর পরিমন্ডলে অংশ নেয় তেমনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও তা করার অধিকার আছে।

সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার

কোন স্থানে যাওয়া, তথ্য পাওয়া এবং একই ধরনের সুবিধা ভোগ করার অধিকার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষেরও রয়েছে। তবে তা এ মানুষের জন্য প্রবেশগম্য ও উপযোগী করতে হবে। কোন কিছু উপযোগী বা প্রবেশগম্য বলতে বোঝায় যা অন্যদের মতোই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্যও সহজ হবে এবং সে যাতে সহজে তা উপভোগ করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে রাষ্ট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্ত অন্যান্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মতো সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা-৯.১)।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সহজ ও বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতে পারে, যেমন- কোথা থেকে টিকিট কেনা যায়, কিভাবে তাদের গন্তব্যে পৌঁছানো যায় প্রভৃতি। মনে রাখা দরকার, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে নিজে এটা করতে পারছে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন। এর জন্য তাদেরকে উক্ত বিষয়ে একাধিকবার চর্চা করতে হতে পারে।

কোন কোন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নির্দিষ্ট কিছু কাজ করতে সবসময়ই অন্যের সহায়তা লাগতে পারে অথবা বিশেষ সাহায্যেরও প্রয়োজন হতে পারে। নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন- মোবাইল ও কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্র কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শেখার জন্য অন্যদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সিআরপিডি'র ধারা-৯ এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যক্তির চলাচলের অধিকার

সিআরপিডি'র ধারা-২০ এ বলা হয়েছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যেমন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী সময়মত এবং সুলভ মূল্যে তাদের ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তা করে এমন মানসম্মত চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি যেন সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পায় তার ব্যবস্থা করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সাথে কর্মরত সহায়ক কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। যারা চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি তৈরি করে, তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচলতার সকল দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করার কথাও সিআরপিডি'তে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাধীনভাবে বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার

স্বাধীনভাবে বসবাস এবং সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের রয়েছে তাদের নিজ আবাসস্থল এবং তারা কোথায় ও কাদের সাথে বসবাস করবে তা ঠিক করার। তারা কোনো বিশেষ আবাসন ব্যবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য নয়। শুধু তাই নয় সমাজ জীবনে বসবাস ও একীভূত হবার জন্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা না হবার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন গৃহ-ভিত্তিক আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তামূলক সেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। সবার জন্য যে সকল সামাজিক সেবা ও সুবিধাসমূহ আছে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্যও তা বিদ্যমান থাকবে। তবে এসব সেবা ও সুবিধা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে (ধারা-১৯)।

গৃহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার

অন্য সকলের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও আছে বিয়ে করে তার নিজের পরিবার গঠন করার অধিকার। বিবাহযোগ্য সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বিয়ে ও পরিবার গঠন, সন্তান নেয়া, সন্তান সংখ্যা ও জন্ম বিরতি নির্ধারণ, বয়স অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সকল তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে (ধারা-২৩)।

বেশিরভাগ মানুষই ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিধ সিদ্ধান্তের জন্য বন্ধু ও পরিবারের উপর নির্ভর করে। তাহলে প্রতিবন্ধী সকল মানুষসহ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এর ব্যতিক্রম হবে কেন?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি নির্যাতন, নিপীড়ন, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ ও কারণে অকারণে শাস্তি প্রদান বাংলাদেশে খুবই সাধারণ বিষয়। সিআরপিডি'র ধারা-১৫ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী কোন ব্যক্তিকেই নির্যাতন করা যাবে না। তার প্রতি কোন অমানবিক বা মর্যাদাহানি হয় এরকম আচরণ যেমন করা যাবে না তেমনি শাস্তি প্রদান করাও যাবে না। বিশেষ করে কোন ব্যক্তিকেই তার সম্মতি ছাড়া চিকিৎসার বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়বস্তু করা যাবে না। এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধের জন্য রাষ্ট্র আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও অধিকার আছে স্বাস্থসেবা পাওয়ার এবং শুধুমাত্র প্রতিবন্ধিতার কারণে তাকে তার সম্মতি ছাড়া বিশেষজ্ঞের অথবা বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা নিতে বাধ্য করা যাবে না। সিআরপিডি'র ধারা-২৫ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরনের, একই গুণ-মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পস্থায়ী স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকারী। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাও রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করবে। এছাড়া স্বাস্থ্যবীমা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকারও তাদের আছে।

একইভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সর্বাধিক মাত্রায় আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন করে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে পারে এবং অংশগ্রহণ বজায় রাখতে পারে শরীক রাষ্ট্র সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (ধারা-২৬.১)।

কর্ম ও কর্মসংস্থানের অধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তি

অন্যান্য মানুষের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও কর্মে নিযুক্ত হবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করবে (ধারা-২৭.১)। অন্যান্য সকলের মতো নিজের পছন্দ অনুযায়ী কাজ করার অধিকার প্রতিবন্ধী মানুষদের রয়েছে। এছাড়াও নিয়োগ ও পেশাগত উন্নতি এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশসহ সকল ধরনের কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার জন্য কোন বৈষম্য করা যাবে না। একই ভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণও সরকারী ও বেসরকারী নিয়োগকর্তার দ্বারা যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় সে জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ ও কর্মসূচি, উৎসাহ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাসহ যথাযথ নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে (ধারা-২৭.১.জ)।

এছাড়াও সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান সুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম পরিবেশ, নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা করা যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে।

তবে দুঃখজনক যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করলেও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হয় এবং সমান সুযোগ পাওয়া তো দূরের কথা, কাজই পায় না। শুধুমাত্র এই কারণেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বেশি অধিকার আছে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদানকৃত আর্থিক সহায়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা পাবার। এ প্রসঙ্গে ধারা-২৮.২.খ এ উল্লেখ করা হয়েছে- 'শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষামূলক ও দারিদ্র দূরীকরণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে'।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণের অধিকার

প্রতিটি মানুষের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, বিনোদন, অবসর, অবকাশ, এবং খেলাধুলায় অংশগ্রহণ অতীব জরুরী। পারস্পরিক মেলামেশাও জীবনের অপরিহার্য অংশ। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান তৈরি করাসহ সংগীতানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র এবং নাটক উপভোগ ও অংশগ্রহণ যাতে করতে পারে সে জন্য রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া জাদুঘর, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় এবং ইতিহাস বিখ্যাত স্থানে যাতে সহজে যেতে পারে এবং তা উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করবে (ধারা-৩০)।

এ সমস্ত সুযোগ প্রাপ্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের মতামত এবং অংশগ্রহণ শুধু সমাজের উন্নয়নেই মূল্যবান ভূমিকা রাখে না বরং সেই সাথে সমাজের অন্যান্যদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বিনিময়ের সুযোগও সৃষ্টি করে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যদি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন- বিভিন্ন দিবস পালন, বিবাহ ও জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় তবে তা যেমন এ মানুষদেরকে সামাজিক জীবনে অন্তর্ভুক্ত করবে তেমনি অন্যদের গতানুগতিক ও পুরনো ধ্যান ধারণা এবং খারাপ আচরণও পরিবর্তিত হবে।

আইনী লড়াই-এ জয়ী

৩২ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারখানায় টার্কির নাড়িভূড়ি পরিষ্কারের কাজ করতো। উক্ত কারখানায় কর্মরত সকল বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিই মালিকসহ প্রায় সকল কর্মীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হতো। সবসময় বেকুব, গাধা, বোকা প্রভৃতি বলার পাশাপাশি লাথি, চড়, ঘুষি প্রভৃতি মারা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। শুধু তাই না, সবরকম ভারী কাজই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দিয়ে করানো হতো। সুপারভাইজার হিসেবে যারা কাজ করতো তারা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিষয়টি যেন দেখেও দেখতো না। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীদের এ বিষয়ে করা সব অভিযোগই তারা মিথ্যা বলে বাতিল করে দিতো এবং নির্যাতনকৃত কর্মীদের চিকিৎসকের কাছে না নিয়ে বরং ঘরে আটকে রাখতো।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীদের বেতন ছিল তাদের কাজের তুলনায় খুবই কম। প্রতিটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীকে সপ্তাহে মাত্র ১৫ ডলার দেওয়া হতো যেখানে ৩২ জন প্রতিবন্ধী কর্মীর কাজের কারণে কোম্পানীটির সপ্তাহে প্রায় ১১,০০০ ডলার আয় হতো। অন্যদিকে অ-প্রতিবন্ধী কর্মীরা সপ্তাহে প্রায় ৪৪০ থেকে ৪৮০ ডলার আয় করতো।

নির্যাতন-নিপীড়নে অসুস্থ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাধ্য হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়। মামলা চলাকালীন উক্ত কারখানার একজন কর্মকর্তা আদালতে স্বীকার করে যে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীরা অ-প্রতিবন্ধী কর্মীদের মতোই কাজে পারদর্শী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ভালো কাজ করার জন্য অ-প্রতিবন্ধী কর্মীদের জায়গায় প্রতিবন্ধী কর্মীদের বেশি নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কম মজুরী দেয়ার ব্যাপারে কোম্পানীটি আদালতে যুক্তি দেয়, তারা প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করেছে। তবে তদন্ত করে দেখা যায় যে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীদেরকে ১০০ বছরের পুরনো একটি স্কুল দালানে থাকতে দেয়া হয়েছিল, যা অগ্নি নির্বাপন সংস্থা কর্তৃক অনিরাপদ বলে অনেক আগেই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাছাড়া শীতের সময় দালান গরম করার তেমন কোন সুব্যবস্থা ছিলো না এবং দালানের ছাদে অসংখ্য ছিদ্র ছিলো যেখান থেকে বৃষ্টির সময় পানি পড়ত এবং দালানে প্রচুর পরিমাণে পোকামাকড় ছিল।

এ পর্যায়ে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং শ্রমিকদের সব ধরনের বৈষম্য থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য গঠিত জাতীয় Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে

মামলা করে। EEOC আদালতে যুক্তি প্রদান করে যে উক্ত কোম্পানী গত ২০ বছর ধরে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীদের ব্যবহার করছে। কারণ তারা জানে ঐ প্রতিবন্ধী কর্মীরা আইন এবং নিজেদের অধিকার বিষয়ে অজ্ঞ বিধায় তারা প্রতিকার চাইতে পারবে না। একজন বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক এই বলে মত দেন যে, কোম্পানীটি কর্মীদের প্রতিবন্ধিতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করেছে এবং বেতন ও খরচ সম্পর্কে আদালতে ভুল তথ্য প্রদান করেছে। কোম্পানী অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় কর্মীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেছে। কোম্পানীটি ভেবেছিলো যেহেতু কর্মীরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তাই তারা অন্যদের এ বিষয়ে কিছু বলতে পারবে না এবং ঘটনাটি ধরা পড়বে না।

আইনী লড়াই-এ ৩২ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীর জয় হয়। দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন করার জন্য আদালত ঐ কোম্পানীকে ২৪,১৩,০০,০০০/- ডলার উক্ত ৩২ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কর্মীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার আদেশ দেয়। এটা ছিলো EEOC এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ আদায়। তবে যে আইনজীবী EEOC এর পক্ষ হয়ে লড়েছিলেন, তিনি বলেন, 'আইনী লড়াই এ যদিও জয় হয়েছে তবে এই কেসটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রতিবন্ধী বিশেষ করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য এবং তাদের কর্মদক্ষতা এবং মর্যাদার সম্মান রক্ষা করতে আমাদেরকে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।'

প্রশ্নঃ

ক. আদালত বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশের মাধ্যমে সিআরপিডি'র কোন ধারাটি সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করেছে?

খ. বাংলাদেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে কি ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়?

গ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় করার সুযোগ প্রদান করা উচিত - এ ক্ষেত্রে সেল্ফ এডভোকেট এবং যত্নকারীরা ঘটনায় বর্ণিত অধিকারহরণ থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে পারে?

স্বাধীনতা প্রত্যাশী মেঘনা

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেঘনার কথা বলতে ও হিসাব করতে সমস্যা হলেও সে ভালো সেলাই করতে পারে। মেঘনা কখনো স্কুলে যাবার সুযোগ না পেলেও অন্য শিশুদের সাথে তার খেলা এবং বেড়ানোর সুযোগ ছিল। মেঘনার বড় দুই বোনের বিয়ে হবার পর তারা তাদের স্বামীর সাথে মেঘনাদের বাড়ির একটু দূরে থাকতো। মেঘনার বড় দুই বোন দর্জির দোকানে কাজ করতো। মেঘনা প্রায়ই বোনদের বাড়িতে বা দোকানে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করতো। প্রথম প্রথম মেঘনা তার মায়ের সাথে গেলেও পরে রাস্তা পরিচিত হলে সে একা একাই বাসে করে বোনদের বাড়ি ও দোকানে যেতে শুরু করে।

২৪ বছর বয়সে মেঘনার একজন শ্রমিকের সাথে বিয়ে হয়। যেহেতু মেঘনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তাই বিয়ের সময় তার পরিবার মেঘনার ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করার অঙ্গীকার করেছিল। এজন্য মেঘনার বাবা তার স্বামীকে প্রতি মাসে বেশ ভালো অংকের টাকা দেয়। কিন্তু তার স্বামী পুরো টাকাই নিজের কাছে রাখে, কখনোই মেঘনাকে কোন টাকা দেয় না। মেঘনা সারাদিন বাড়িতেই থাকে এবং ঘরের সব কাজ করে। যেহেতু সে বিয়ের পর স্বামীর বাড়িতে চলে এসেছে তাই স্বভাবতই প্রতিবেশীদের সে চেনে না এবং বাবার বাড়ি যাওয়ার বাসের রুটও জানে না। মাঝে মাঝে তার বাবা-মা এসে তার সাথে দেখা করে যায়। ঘরের কাজ শেষ করে মেঘনা জানালা দিয়ে বাইরের মানুষদের আসা-যাওয়া দেখে।

এভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন মেঘনা তার স্বামীকে বলে যে সে দর্জির দোকানে কাজ করতে চায়। এতে করে তার সময়ও কাটবে, সে স্বাবলম্বী হবে এবং কিছু আয়ও হবে। তার স্বামী প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বলে, 'মেঘনার বাবার দেয়া টাকাই যথেষ্ট, তার আয় করার দরকার নেই।' সে আরো বলে যে, 'সে একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করেছে তা অন্যদের জানাতে চায় না। এতে সমাজে তার সম্মান ক্ষুন্ন হবে, অতএব মেঘনার বাইরে যাওয়া চলবে না।'

মেঘনার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেঘনার সাথে ভালভাবে কথা বলে না। তারা মেঘনার বাপের বাড়ির দেয়া ভাল ভাল জিনিস যখন প্রয়োজন হয় নিয়ে যায় কিন্তু এ বিষয়ে মেঘনাকে কিছুই জানায় না। শুধু তাই নয়, মেঘনার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই মেঘনার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে। এভাবেই মেঘনা একদিন তার স্বামীকে বলতে শোনে, 'সে আরেকটা বিয়ে করতে চায়, কারণ সে কোন প্রতিবন্ধী মেয়ের কাছ থেকে সন্তান চায় না। মেঘনাকে সে বিয়ে করেছে শুধুমাত্র মাসে মাসে মোটা অংকের টাকা এবং ভবিষ্যতে সম্পত্তি পাওয়া যাবে এ আশায়।'

মেঘনার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কথা শুনে সে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার কিছুই করার নেই বরং সে ভয় পায় এই ভেবে যে, তার স্বামী যদি তাকে ছেড়ে দেয় কিংবা না ছাড়লেও স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী যদি তার সাথে ভালো ব্যবহার না করে তখন সে কি করবে! তাই পরের মাসে বাবা-মা যখন মেঘনার বাড়িতে আসে তখন সে ভয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে লুকিয়ে রাখে, কিছুই বলে না। মেঘনা তার স্বামীর সাথে থাকতে চায়। যদিও তার কোন স্বাধীনতা নেই কিন্তু সে তার অন্য বোনদের মতই বিবাহিত মেয়ে হিসাবে গর্ব করে ।

প্রশ্নঃ

ক.	কি ধরনের সহযোগিতা পেলে মেঘনা স্বাবলম্বী হতে পারে?
খ.	মেঘনার প্রতিবন্ধিতা নিয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ তার উপর কি প্রভাব ফেলেছে?
গ.	মেঘনার স্বাধীনতার অভাব তাকে কিভাবে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছে?

স্বপ্নভঙ্গ!!

১৬ বছরের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ওয়াহিদের স্বপ্ন একদিন সে তার বড় দুই ভাইয়ের মতো অফিসে চাকরি করবে। সে প্রায়ই বাবা-মাকে তার এ ইচ্ছার কথা বলে এবং এজন্য যা করার দরকার তার ব্যবস্থা করে দিতে বলে। কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না। ছোটবেলায় সে একটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলো। তারপর তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেলে সে বাড়িতেই থাকে আর ভাবে কবে সে তার ভাইদের মতো বড় একটি অফিসে কাজ করতে পারবে।

চাকরি করার কথা বার বার বাবা-মাকে বলার পর ওয়াহিদের বাবা ওয়াহিদকে তার চাচার কাপড়ের দোকানে নিয়ে যায় এবং চাচাকে অনুরোধ করে তাকে একটা কাজ দিতে। ওয়াহিদ যেমন তার চাচার দোকানে কাজ করতে আগ্রহী ছিলো না তেমনি চাচাও তাকে দোকানে কাজে নিতে রাজি ছিলেন না। এজন্য তিনি বলেন, 'ওয়াহিদ তো ক্রেতাদের সাথে ভালো করে কথা বলতে পারবে না। এতে ক্রেতারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।' ওয়াহিদ এ কথার প্রতিবাদ করে এবং চাচাকে জানায়, 'সে মোটেই এরকম করবে না বরং ভালোভাবে কাজ করতে পারবে।'

ওয়াহিদের বাবার বার বার অনুরোধের ফলে চাচা ওয়াহিদকে তার দোকানে কাজ দিতে রাজী হয়। তবে এজন্য কোন বেতন দেয়া হবে না এবং ঠিক মতো কাজ করতে না পারলে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে বলেও চাচা জানায়। ওয়াহিদের বাবা সব শর্তেই রাজী হন এবং ইচ্ছা না থাকলেও ওয়াহিদ তার চাচার দোকানে কাজ করতে সম্মত হয়।

কাজে যোগ দেবার প্রথম দিন চাচা ওয়াহিদকে ভাঁজ খোলা কাপড়গুলো ভাঁজ করার নির্দেশ দেন। তিনি তার একজন কর্মচারীকে বলেন ওয়াহিদকে শিখিয়ে দিতে কিভাবে কাপড় ভাঁজ করতে হয়। এ সময় একজন ক্রেতা দোকানে ঢোকে। ক্রেতাটি একটির পর একটি কাপড় দেখতে চায় আর ওয়াহিদের চাচা কাপড়ের ভাঁজ খুলে তা দেখাতে থাকেন। যে কর্মীর উপর দায়িত্ব ছিলো ওয়াহিদকে কাপড় ভাঁজ করা শেখানোর সেই কর্মী ওয়াহিদকে শুধু 'ভাল করে কাপড় ভাঁজ কর' -এ পরামর্শ দিয়ে অন্যদিকে চলে যায়। ওয়াহিদ জানতো না কিভাবে দোকানের কাপড় ভাঁজ করতে হয়, তবে সে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। ক্রেতা চলে যাওয়ার পর ওয়াহিদের চাচা ভুলভাবে কাপড় ভাঁজ করার জন্য ওয়াহিদকে ধমক দেন। তাই দেখে কর্মচারীটি হাসতে থাকে এবং কাপড় ভাঁজ করা শুরু করে। ওয়াহিদের খুব মন খারাপ হলেও সে ভালো করে কর্মচারীটির কাপড় ভাঁজ করা লক্ষ্য করতে থাকে যাতে তার আর ভুল না হয়।

এভাবে ওয়াহিদ তার চাচার দোকানে নিয়মিত কাজ করতে থাকে। দোকানের কর্মচারীরা ওয়াহিদকে নিয়ে প্রায়ই ঠাট্টা ও ব্যঙ্গ করে। এতে ওয়াহিদ কষ্ট পেলেও কাউকে কিছু না বলে তার কাজের দক্ষতা ও গতি বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে, যাতে করে সে সকলের মন জয় করতে পারে এবং দোকানের কাজে তাকে প্রয়োজনীয় মনে হয়।

এভাবে একমাস শেষ হলে একদিন যখন ওয়াহিদের চাচা কর্মচারীদের বেতন দিচ্ছিলেন তখন ওয়াহিদ তার নিজের বেতনের কথা তোলে এবং চাচাকে বলে, 'আমি আপনার অন্য কর্মচারীদের থেকেও বেশি কাজ করি, তাই আমারও বেতন পাওয়ার অধিকার আছে।' চাচা তখন বলে, 'যে কোন কাজ করতে অন্যদের থেকে তোমার সময় বেশি লাগে। তাহলে যে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে তাকে না নিয়ে অযথা তোমাকে রাখবো কেন? তুমি ভাগ্যবান যে তোমাকে কাজ দিয়েছি। তুমি এখান থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছো। তবে আমি ভালো লোক, তাই অন্য কর্মচারীদের বেতনের তিন ভাগের এক ভাগ বেতন তোমাকে দেবো।' ওয়াহিদ বলে, 'আমি ধীর গতিতে কাজ করি এটা ঠিক, তবে কাপড় আমি খুব ভালো গোছাতে পারি কিন্তু ভাঁজ করতে আমার একটু সমস্যা হয়। সময় দিলে আমি তাও শিখে নেবো। তাছাড়া এখানে কাজ শিখতে কেউই আমাকে সাহায্য করে না।' চাচা তখন চিৎকার করে বলেন, 'আমি ব্যবসা করতে এসেছি দাতব্য প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে বসিনি। ভবিষ্যতে এ রকম বলবে না। নিজে নিজে কাজ শেখো।'

বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন একজন ক্রেতা দোকানে ঢুকে ওয়াহিদকে কাপড়ের বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে। ওয়াহিদের বুঝতে একটু বেশি সময় লাগছিলো এবং উত্তর দিতেও দেরি হচ্ছিলো। এই ঘটনা দেখার পর দোকানে ক্রেতা কমে যাওয়ার ভয়ে চাচা তাকে ক্রেতাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেন। তিনি ওয়াহিদকে বেলচা আর ঝাড়ু হাতে দিয়ে দোকান পরিস্কার করতে বলেন। ওয়াহিদ প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'আমি এখন কাপড় ভাঁজ করতে পারি, ক্রেতাদেরও সামলাতে পারি, আমাকে এ কাজ করারই সুযোগ দেয়া হোক।' তখন তার চাচা বলেন, 'আমার অন্যান্য কর্মচারীরা অনেক বছর ধরে আমার সাথে কাজ করছে আর তুমি মাত্র কয়েক মাস। ওদের এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। তাই ক্রেতাদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আমি তাদের বেশি সুযোগ দেবো।' ওয়াহিদ বলে, 'আমি একদিন বড় অফিসে চাকরি করবো, পরিস্কার করার কাজের অভিজ্ঞতার চেয়ে আমার বড় কাজের অভিজ্ঞতা দরকার।' তখন চাচা বলেন, 'ভালো! কিন্তু আমি আগেও বলেছি এটা কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না। তুমি যে বড় অফিসে কাজ করতে চাও সেখানে গিয়েই প্রশিক্ষণ নাও। আজ থেকে এখানে তোমার আর চাকরি নেই।'

প্রশ্নঃ

ক. ওয়াহিদের চাচা কি ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন?

খ. ওয়াহিদের চাচা ওয়াহিদের কাজের ধরন কিভাবে পরিবর্তন করলে সে কাজগুলো করতে সমর্থ হতো? এর পরিবর্তে তিনি কি করেছেন?

গ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী ও নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়? ওয়াহিদের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো কি ছিলো? সিআরপিডি কিভাবে এই সমস্যা সমাধানের কথা বলে? অন্য আর কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ওয়াহিদকে কাজে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব যা সিআরপিডি'তে উল্লেখ নেই?

ঘ. ওয়াহিদের বাবা কি করেছেন বা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা সিআরপিডি'র ২৭ নং ধারার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

অধ্যায় - ৬

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

- সুচিতা শ্রীবাস্তব বনাম চন্ডিগড় প্রশাসন মামলা
- তানভীরের বাড়ি
- শাকিলের সম্পত্তি

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার আন্দোলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'আমাদের অংশগ্রহণ ছাড়া আমাদের সম্পর্কিত কোন পদক্ষেপ নয়'। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছিল বহুদিন ধরেই। তাদের এ আন্দোলনের ফলেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সিআরপিডি'র 'খসড়া' প্রণয়নের কাজে সরাসরি অংশগ্রহণের অধিকার পায়। যদিও এর আগের ইতিহাস হচ্ছে শুধুমাত্র সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাই বিভিন্ন মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তিসমূহের খসড়া প্রণয়ন কাজে অংশগ্রহণ করতো। আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘকেও প্রতিবন্ধী মানুষদের কথা বিবেচনা করে সভার স্থান পরিবর্তনসহ প্রবেশগম্য ভেন্যু, ইশারা ভাষা ও ব্রেইলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

সিআরপিডি'তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলো নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ আছেঃ

ক.	সমাজের পরিবর্তন ও সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিদ্যমান মূল্যবোধ এবং অবদানের স্বীকৃতি প্রদান (মুখবন্ধ 'ঢ')
খ.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব এবং বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিতে সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে
গ.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো সরাসরি ও সক্রিয়ভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করবে (ধারা-৪.৩)

যেহেতু সেক্ষ এডভোকেটসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উচ্চপর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্তির অধিকার ও সুযোগ আছে, তাই তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জীবন যাপনকে প্রভাবিত করে এ ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তাদের মত প্রদানের অধিকার আছে। 'নিজস্ব পছন্দের স্বাধীনতা' বিষয়ে শ্রদ্ধা করা ও তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করাই হচ্ছে 'স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা' বিষয়টির মূল অংশ (ধারা-৩.ক)। এ ধারায় বলা হয়েছে – এ সনদের মূলনীতি হবেঃ ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

সিআরপিডি মনে করে, পরিবার হলো সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক এবং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পরিবার যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ ও সম-অধিকার উপভোগে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, এ জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়া উচিৎ (মুখবন্ধ-ভ)।

একইভাবে সিআরপিডি মনে করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তাদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেবে। সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে বিষয়ে পরিবার সহায়তা করবে এমনটাই সিআরপিডি দেখতে চায় (ধারা-৩)। পরিবারের সদস্যরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেল্ফ এডভোকেটদের শুধুমাত্র ঐ ব্যাপারে সাহায্য বা সহায়তা করবে যা তাদের প্রয়োজন (ধারা-১২.৩)। শুধুমাত্র অন্যদের জন্য অসুবিধাজনক (যেমনঃ প্রথম অবস্থায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সভায় নিয়ে যাওয়া, সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেওয়া প্রভৃতি) - এই বিবেচনায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নেয়া নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত বাদ দেয়ার জন্য পরিবার এ মানুষগুলোর উপর জোর করতে বা চাপ দিতে পারবে না।

একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে অন্যদের তুলনায় বেশি সময় নিতে পারে এবং কোন বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। প্রতিটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার আছে। সিআরপিডি বলছে, অন্যদের সাথে ঐক্যমত না হলে বা অন্যের পছন্দ না হলে কিংবা অন্যরা না চাইলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে তার সিদ্ধান্ত নিতে পারে তা ব্যক্তিগত, দলীয় ও সরকারীভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সিদ্ধান্ত প্রধানত আমরা নিজেরাই নিয়ে থাকি। কখন ঘুম থেকে উঠবো, কি পরবো, কিভাবে কোন কাজ করবো, কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবো এবং বাড়িতে ও অন্যান্য পরিচিতদের সাথে কি আচরণ করবো তা আমরা নিজে নিজেই ঠিক করি। সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত নেয়ার অবস্থানে থাকা লোকজন যেমনঃ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারী দপ্তর অথবা বেসরকারী সংস্থার প্রধানরা সাধারণ মানুষের চাইতে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কখনও কখনও এই জাতীয় সিদ্ধান্তদাতারা অন্যদের, যেমনঃ বিশ্বস্ত কেউ, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অথবা এই সিদ্ধান্ত দ্বারা যারা সরাসরি প্রভাবিত হবে তাদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে থাকে। যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যান্যরা অংশগ্রহণ করে, তখন সিদ্ধান্তটি তুলনামূলকভাবে ভাল হয় এবং সহজভাবে তা প্রয়োগ করা যায়। একইভাবে টাকা ব্যয়ের বিষয়ে যদি অভিভাবক, স্বামী বা স্ত্রী, পরিবারের অন্যান্য সদস্য অথবা বন্ধুদের সমর্থন নেয়া যায় এবং তাদের সাথে আলোচনা করা হয় তাহলে পরবর্তীতে বেশি করে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়। এর মানে হচ্ছে মানুষ অন্যের সহযোগিতায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তার জীবনকে পরিচালিত করে। তবে সব সময়ই যে সে অন্যের সাহায্য নেয় তা নয়। কখনো কখনো সে আবার কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে থাকে ।

বিপরীতভাবে, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার নিজের বিষয়ে ন্যূনতম সিদ্ধান্তও গ্রহণ করতে পারে না। কখন ঘুম থেকে উঠবে, কি খাবে, কি পরবে অথবা সারাদিন কি করবে - এসব বিষয়েও তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই। প্রায়ই পরিবারের সদস্যসহ অন্যরা তাদেরকে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়ার সুযোগ দেয় না। এমন কি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছে জানতে চাওয়া হয় না যে তারা কোন ধরনের খাবার খাবে বা কি ধরনের কাপড় পরবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এমনভাবে অভ্যস্থ করা হয় যে তারা কখনও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার চেষ্টাও করে না।

অথচ যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া বা দেয়া ব্যক্তির নিজস্ব অধিকার। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষেরা এ বিষয়ে প্রায় সর্বদাই বঞ্চিত হয়। ইচ্ছে করলেই এ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। যেমন: আপনি যদি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন যে সে কোন ধরনের পোশাক পরতে পছন্দ করে? তবে এটি আপনাকে তার পছন্দ সম্পর্কে ধারণা দেবে। কিংবা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, সে একটি নির্দিষ্ট দিনে কি করতে চায়? এর মাধ্যমে বোঝা যাবে সে কিভাবে তার সুযোগ কাজে লাগাতে চায়। এমনকি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সে কি ভাবে বা কোন ঘটনা সম্পর্কে সে কি চিন্তা করছে প্রশ্ন করলে তা জানা সম্ভব। এর মাধ্যমে একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কাকে বেশি বিশ্বাস করে বা কার উপর বেশি নির্ভর করে তাও জানা যায়। তবে এসব প্রশ্ন করা মানেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা নয়, বরং এর মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করা।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার অধিকার ভোগ ও প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। যেমন: নিজের টাকা-পয়সা বা আর্থিক বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ (ধারা-১২.৫), তাদের সাথে যা ঘটছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন সমাজের আর দশজন মানুষের মতো বিচার ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা পায় (ধারা-১৩), কোথায় এবং কার সাথে তারা বসবাস করবে বা সময় কাটাবে সেটা সে নিজে নির্ধারণ করবে (ধারা-১৯), তাদের মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার (ধারা-২১) এবং ভোটাধিকার (ধারা-২৯) প্রভৃতি।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তর্ভুক্তি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তর্ভুক্ততা মানুষকে ভবিষ্যতে আরও বেশি স্ব-নির্ভর হওয়ার জন্য তৈরি করে। কারণ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারে যেখানে তার পরিবারের কেউ বা বিশ্বস্ত কেউ নাও থাকতে পারে যে বা যারা তাকে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

সুচিতা শ্রীবাস্তব বনাম চন্ডিগড় প্রশাসন মামলা

ভারতের চন্ডিগড় রাজ্যের সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি আশ্রয় কেন্দ্রের আশ্রিতা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সুচিতা শ্রীবাস্তব। সাত বছর বয়সে তার পরিবার তাকে রাস্তায় ফেলে যাওয়ার পর থেকে সে ঐ প্রতিষ্ঠানে আছে। একটু বড় হওয়ার পর ঐ প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মচারী দ্বারাই সে বেশ কয়েকবার ধর্ষণের শিকার হয়। ক্রমাগত যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের ফলে ২০০৯ সালে ১৮ বছর বয়সে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। যেহেতু মেয়েটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং তার অভিভাবক ছিলো সরকার, তাই সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল তার ভালোর জন্যই গর্ভপাত করানো জরুরী। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা গর্ভপাত করানোর যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেও গণমাধ্যম এবং মানবাধিকার কর্মীদের বিরোধিতার জন্য তারা তা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় সরকার পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে সুচিতার গর্ভপাত করানোর অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। সরকারের বক্তব্য ছিলো, সুচিতা একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী নারী এবং ঐ সময়ে তার মানসিক বয়স মাত্র ৯ বছর। এমতাবস্থায় সে তার সন্তানের দেখাশোনা করতে পারবে না, অতএব গর্ভপাত করানোই এক্ষেত্রে সঠিক হবে।

আদালত বিষয়টি বিশদভাবে জানা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে রিপোর্ট প্রদান করতে আদেশ দেয়। উক্ত কমিটির অনুসন্ধানে সুচিতা সন্তান নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী বলে জানা গেলেও আদালত সরকারকে গর্ভপাত করানোর অনুমোদন দেয়। আদালত তার রায়ে জানায়, যেহেতু সরকার মেয়েটির অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে তাই মেয়েটির পক্ষ হতে সরকার তার গর্ভপাত করাতে পারে।

উক্ত রায়ে ভারতে ব্যাপক তোলপাড় হয় এবং ভারতের কিছু সমাজকর্মী উক্ত বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত চেয়ে আপিল করে। ভারতের সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্টের রায়কে বাতিল ঘোষণা করে এবং মতামত প্রদান করে যে, সরকারকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করতে এবং গর্ভপাত বিষয়ে তার মতামতকে সম্মান জানাতে হবে। আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলে, যদিও মেয়েটির সন্তান পালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ এবং এক্ষেত্রে সরকারী খরচ বেড়ে যাবে তথাপি তার সন্তান নেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কোন ভিত্তি নেই।

আদালত আরো বলে যে, 'মৃদু থেকে মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষেরা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে, যদিও কখনো কখনো তাদের অন্যের সাহায্য ও নির্দেশনার প্রয়োজন হতে পারে। মৃদু থেকে মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষ যাতে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার ব্যবস্থা যেমন করতে হবে তেমনি তার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারকেও সম্মান জানাতে হবে।' পরিশেষে আদালত এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, শুধুমাত্র অভিভাবক হিসেবে রাষ্ট্র সুচিতার একান্ত নিজস্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না বরং তার সন্তান লালন-পালনে সহায়তা করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ

ক. আপনি কি সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন? নাকি মনে করেন যে, স্থানীয় প্রশাসনই মেয়েটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো?

খ. মেয়েটির ইচ্ছাকে বহাল রেখে উচ্চ আদালতের রায় সিআরপিডি'র কোন ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করে ?

গ. মেয়েটিকে জোর করে গর্ভপাত করানো হলে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারতো ? কেন এ ধরনের বিষয় প্রতিরোধ করা উচিত ?

ঘ. এ বিষয়ে যত্নকারীদের জন্য কি কি দায়িত্ব এবং ঝুঁকি রয়েছে এবং কিভাবে তা মোকাবেলা করা যেতে পারে?

তানভীরের বাড়ি

২৬ বছর বয়সী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তানভীর'রা চার ভাই। তানভীরের বড় দু'জন এবং ছোট একজন ভাই রয়েছে। কিছুদিন আগে একটি দুর্ঘটনায় তাদের বাবা-মা মারা গেছেন। যতদিন পর্যন্ত তারা জীবিত ছিলেন ততদিন তানভীর বাবা-মা ও ছোট ভাই নাভীদসহ একসাথে বাস করতো। সে সময় তানভীর পরিবারের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবেই বিবেচিত হয়েছে এবং গৃহস্থালীর কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছে। মাঝে মাঝে তার মা তাকে বাজারের তালিকা ও দাম লিখে দিয়ে বাজারে পাঠাত। সে সবসময় একই দোকান থেকে কেনাকাটা করত বিধায় দোকানদারও তাকে চিনত এবং সাহায্য করত। তানভীরের বাবা-মা তাদের অবর্তমানে তানভীর যেন ভালভাবে জীবন কাটাতে পারে সে জন্য কিছু অর্থ তানভীরের নামে আলাদা করে ব্যাংকে রেখে দিয়েছিলেন।

তানভীরের বাবা-মা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর হতেই তানভীর কোথায় থাকবে সে বিষয় নিয়ে তার ভাইদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। তানভীরের বড় দুই ভাই বিবাহিত এবং তারা আলাদা বাসায় থাকে। চার ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাই নাভীদ তানভীরের এক বছরের ছোট এবং তার সাথেই তানভীরের বেশি সখ্যতা।

নাভীদ প্রায়ই তার কথা ধৈর্য্য ধরে মনোযোগ সহকারে শোনে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে নিয়ে যায়। তার অন্য দুই ভাই বয়সে অনেক বড় এবং তাদের সাথে তানভীরের তত হৃদ্যতা নেই। কোন বিষয় বুঝতে তানভীরের বেশি সময় লাগে বলে বড় ভাইয়েরা তানভীরকে পারিবারিক আলাপ-আলোচনাতে অন্তর্ভুক্ত করে না। সাধারণত কোন ছুটি বা অনুষ্ঠান ছাড়া বড় ভাইদের সাথে তানভীরের দেখা হয় না। দেখা হলেও তারা খুব একটা ভাল ব্যবহার করে না। তানভীরের ভাবীদের ব্যবহারও ভালো না, তারা প্রায়ই তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে।

একদিন দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় তানভীর শুনলো, সে কোথায় থাকবে এ বিষয় নিয়ে তার ভাইয়েরা আলোচনা করছে। তার বড় দুই ভাই তাকে তাদের কাছে রাখতে চাইছে। নাভীদ এতে আপত্তি জানিয়ে বলে, 'তানভীরের সম্পত্তি দখল করার জন্যই তারা এটা করতে চাইছে।' অন্য ভাইয়েরা তখন বলে, 'তানভীর সাথে থাকলে নাভীদ একা এই বাড়ি এবং তানভীরের নামে ব্যাংকে জমানো টাকা ভোগ করতে পারবে বলেই সে তানভীরকে রাখতে চাইছে। নাহলে এই বাড়ি বিক্রি করে ভাগের টাকা দিয়ে নাভীদ খুব সহজেই একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে।' ক্রমেই তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়। অবশেষে আদালতে এর সমাধান হবে বলে বড় দুই ভাই রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।

কিছুদিন পরে বড় দুই ভাই আবার বাড়িতে আসে। তখন তানভীর বাসায় একা ছিল। তারা তানভীরকে জানায় যে, তারা তাকে নিতে এসেছে। তানভীর নাভীদকে ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানালে ভাইয়েরা তাকে আদালতের কাগজ দেখিয়ে বলে, আদালত তাদেরকে অনুমতি দিয়েছে তাকে তাদের সাথে নিয়ে যেতে এবং এ কথা নাভীদকেও জানানো হয়েছে। তানভীর আর কিছু বলার সাহস পায় না। সে উত্তরাধিকার সম্পত্তি সর্ম্পকে কিছু জানত না তাই তার ভাইদের উদ্দেশ্যও বুঝতে পারে না। আর কোন উপায় না দেখে সে তার জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে।

প্রশ্নঃ

ক. আলোচনা থেকে তানভীরকে বাদ দিয়ে তার ভাইয়েরা তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে কিভাবে খর্ব করেছে?

খ. ধারা-১২.৩ অনুসারে তানভীরের জন্য কোন ধরনের সহায়তা দরকার, যা দ্বারা সত্যিকার অর্থে সে কোন প্রভাব ছাড়া নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারতো?

গ. অভিভাবকদের মৃত্যুর পর বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম-সুযোগ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন। তানভীরের নিজস্ব মতামত নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তার বাবা-মা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন?

শাকিলের সম্পত্তি

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শাকিল তার বাবা-মা ও ছোট বোনসহ বাংলাদেশের একটি গ্রামে বাস করে। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত জমির এক অংশে শাকিলের বাবা বাড়ি বানিয়েছিল আর বাকি অংশে চাষ করতো। ছোটবেলা থেকেই শাকিল তার বাবাকে ছোট খাটো কাজে সাহায্য করতো তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে পুরোপুরি কৃষিকাজে জড়িত হয়ে পড়ে। শাকিলদের জমিতে কিছু শ্রমিক চুক্তিতে কাজ করতো। শাকিল মাঠে ঐ শ্রমিকদের সাথেই কাজ করতো। অন্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে শাকিল যেমন আনন্দ পেতো তেমনি শ্রমিকরাও তাকে খুব পছন্দ করতো ও সম্মান জানাতো। শাকিল তার বোনদের কাছেও তার কাজ নিয়ে গর্ব করতো এবং তার বোনরাও শাকিলের কাজে উৎসাহ দিতো এবং তাকে ভালোবাসতো।

এক সময় শাকিলের বোনদের বিয়ে হলে তারা তাদের শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। সময়ের সাথে সাথে শাকিলের পিতামাতা বৃদ্ধ হয় এবং তারা শাকিলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। যেহেতু শাকিল বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেহেতু ভবিষ্যতে সে কিভাবে সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে তা নিয়ে বাবা-মা তাদের এক আইনজীবী বন্ধুর পরামর্শ নেয়। আইনজীবী বন্ধু শাকিলের জন্য একজন আইনগত অভিভাবক নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন, যাতে তাদের মৃত্যুর পরে উক্ত অভিভাবক শাকিলের দেখাশুনা করতে পারে।

শাকিলের বাবা-মা এ বিষয়ে শাকিলের সাথে কথা বলেন এবং তাদের অবর্তমানে শাকিলের ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তার কথা জানালেন। বাবা-মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি চাও, আমাদের মৃত্যুর পর অন্য কেউ তোমার দেখাশুনা করবে?' শাকিল বললো, 'আমি বড় হয়েছি, আমি নিজেই আমার দেখাশুনা করতে পারি। আমার কোন অভিভাবক দরকার নেই।' বাবা-মা স্বীকার করলেন যে সে সত্যিই নিজেই অনেক কাজ করতে পারে। তারপরও তারা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মনে কর টাকার হিসাবসহ ফসল বোনা ও তোলা এবং অন্যান্য হিসাব রাখতে পারবে?' শাকিল জানাল সবগুলো কাজ করা তার একার পক্ষে সম্ভব হবে না। এজন্য তার অন্যদের সাহায্য লাগবে। তখন তার বাবা-মা বললেন, 'এ ব্যাপারে কে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয়?' সে বললো, 'এ ব্যাপারে আমি সবসময়ই তোমাদের সাহায্য চাই তবে তোমরা যখন থাকবে না তখন বোনেরা সাহায্য করতে পারে।'

শাকিলের বাবা-মা আবার তাদের আইনজীবী বন্ধুর কাছে গেলেন এবং তাদের অবর্তমানে দুই বোনকে শাকিলের আইনগত অভিভাবক নিযুক্ত করার কথা জানালেন। আইনজীবী বন্ধু আদালতের মাধ্যমে দুই বোনকে শাকিলের অভিভাবক নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে শাকিলের বাবা-মা তার দুই মেয়ে ও তাদের স্বামীদের ডাকলেন এবং তাদের সাথে বিয়ষটি নিয়ে আলোচনা করলেন। তারা শাকিলকে সব বিষয়ে সাহায্য করবে বলে কথা দিলো। শাকিল খুব খুশি হলো এবং ভবিষ্যতে তাকে সব বিষয়ে সাহায্য করবে বলে সে বোন ও তাদের স্বামীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

প্রথমে বাবা এবং পরে মা মারা যাবার পর শাকিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার এক বোনের বাড়িতে থাকতে আরম্ভ করে। যেহেতু বোন অন্য জায়গায় থাকতো তাই তার পক্ষে তাদের জমি আর ফসল দেখাশুনা করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ নিয়ে শাকিল খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তাদের জমি, বাড়ি ও ফসলের দেখাশোনার বিষয়ে কি করা যায় তা নিয়ে বোনের কাছে জানতে চায়। তখন বোন জানায়, অতদূর থেকে তাদের পক্ষে এগুলো দেখাশুনা করা সম্ভব নয় তাই জমি বিক্রি করে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়।

কিন্তু শাকিল এতে রাজি হয় না। সে বলে, 'কথা ছিল তোমাদের সাহায্যে আমি জমি, বাড়ি, ফসলসহ সবকিছুর দেখাশুনা করবো। তাহলে এখন বিক্রি করার কথা বলছো কেন?' একথা শুনে বোন হতাশ হয় এবং আলোচনার জন্য অন্য বোনকে ডেকে পাঠায়। দুই বোন একান্তে কিছুক্ষণ আলোচনা করে শাকিলকে বলে, 'দেখ শাকিল আমাদের দুজনেরই বাচ্চা আছে, সংসার আছে, তাই আমরা সব সময় তোমাকে যেমন সাহায্য করতে পারবো না তেমনি সময়ও দিতে পারবো না। বরং তুমি জমি বিক্রি করে দাও। দরকার হলে আমরা আমাদের বাড়ির পাশেই তোমাকে নতুন বাড়ি তৈরি করে দেব। সেখানে তুমি থাকতে পারবে। তখন আমরাও তোমার দেখাশুনা করতে পারবো। কারণ তোমাকে দেখাশুনা করার কেউ নেই। আর তুমি তো বিয়েও কর নি।' এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাকিল বলে, 'ঠিক আছে, তাহলে আমি বিয়ে করবো।' তখন শাকিলের বোন বলে, 'বিয়ে করতেও টাকা লাগবে। সব দিক বিবেচনা করে জমি বিক্রি করাই সবচেয়ে ভাল হবে।'

প্রশ্নঃ

ক. শাকিলের অভিভাবক কিভাবে শাকিলকে তাদের অবর্তমানে উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন এবং ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? এই ব্যবস্থায় কি ত্রুটি ছিলো?

খ. আপনি কি মনে করেন শাকিলের বোনেরা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে অথবা নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে? এই সিদ্ধান্ত কি শাকিলের না তাদের ভালোর জন্য?

গ. আপনি কি মনে করেন

১. শাকিলের ইচ্ছা এবং অগ্রাধিকারকে সম্মান দেখানো হয়েছে?

২. শাকিলের অবস্থা কি অন্যদের প্রভাবমুক্ত ও ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তার আওতামুক্ত?

৩. শাকিলের আইনগত অভিভাবকত্ব কি তার চাহিদার উপর ভিত্তি করে নিয়োগ দেয়া হয়েছে?

ঘ. শাকিলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার বাবা-মা আর কি কি ব্যবস্থা নিতে পারতেন?

অধ্যায়- ৭

বাংলাদেশে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন কাহিনী

- মিতুঃ স্বাবলম্বী হতে চাই!!
- চায়নাঃ প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা!!
- তারেক ও জালালঃ স্বাবলম্বী হতে বাধা!!
- রুবেলঃ মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের বাধা!!
- শেফাঃ সুযোগের অপেক্ষা!!
- ইতিঃ আত্মবিশ্বাস অর্জন!!
- সানজিদঃ সেল্ফ এডভোকেসীর গুরুত্ব!!

বাংলাদেশে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন কাহিনী

সেল্ফ এডভোকেট এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষেরা তাদের অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়। তবে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের অবস্থার সাথে বাংলাদেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের বর্তমান অবস্থার মিল নাও থাকতে পারে। এ অধ্যায়ে বর্ণনা করা ঘটনার বিবরণ বাংলাদেশে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের বর্তমান অবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। এই ঘটনাগুলো বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকদের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। এর বাইরেও একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় উপায় হলো তাকে জিজ্ঞাসা করা এবং তার সাথে কথা বলা। আপনি যখন ঘটনাগুলো পড়বেন তখন নিচের প্রশ্নগুলো মাথায় রাখবেন -

ক. আপনার পরিচিত অন্য কোন ব্যক্তির জীবনের সাথে কি এই ঘটনার মিল আছে?
খ. অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতোই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিও কি তার অধিকার ভোগ করছে?
গ. কোন কোন সুযোগ বা সহায়তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কিছু অধিকার ভোগ করতে সহায়তা করেছে?
ঘ. অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে ঐ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কি কি বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে?
ঙ. কি ধরনের সহায়তা তাকে এই বাধা উত্তরণে সাহায্য করতে পারে?

মিতুঃ স্বাবলম্বী হতে চাই!!

১৮ বছর বয়সী রাবেয়া আক্তার মিতু মা, বাবা ও দু-ভাইয়ের সাথে ঢাকায় বাস করে। তার মা গৃহিণী তবে মাঝে মাঝে সবজি বিক্রি করে এবং বাবা একজন রিকসা চালক। বাসায় মিতু রুটি বানানো, থালাবাসন পরিস্কার করা থেকে শুরু করে ঘরের যাবতীয় কাজ একাই করে থাকে। মিতুর মা জানায়, যে কোন রান্না বা ঘরের কাজ দেখিয়ে দিলে মিতু খুব ভালোভাবে তা করতে পারে। তিনি বলেন, 'মিতু কিছু কিছু কাজ তার চেয়েও ভালভাবে করতে পারে। তবে অন্যদের তুলনায় যে কোন কাজ শিখতে বেশি সময় লাগে এবং বারবার বলতে হয়। কিন্তু শেখার পরে তা সে ভালোভাবেই করতে পারে।'

মিতুর মা জানায়, যেহেতু মিতুকে যথাসময়ে মূলধারা স্কুলে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি তাই মিতু পড়ালেখায় পিছিয়ে আছে। তবে অন্যান্য সব কাজই সে ভালভাবে পারে। মিতুর ভাইয়েরা ভবিষ্যতে তাকে দেখবে কিনা এবং দেখলেও মা মারা যাবার কতদিন পর্যন্ত তারা এ দায়িত্ব পালন করবে এ ব্যাপারে তার মা খুব চিন্তিত। কারণ মিতুর ভাইয়েরা সত্যি সত্যিই তার যত্ন করে না বরং প্রায়ই মারধোর করে। মিতু বলে, 'ভাইরা আমাকে বোঝে না। তবে আমি আশা করি বয়স বাড়ার সাথে সাথে ভাইদের এ আচরণ পরিবর্তিত হবে।'

মিতু বেড়াতে পছন্দ করলেও একা একা বাইরে যায় না। কারণ সে রাস্তায় একা থাকলে নানারকম সমস্যায় পড়ে। 'লোকেরা, বিশেষ করে ছেলেরা আমাকে প্রতিবন্ধী এবং পাগল বলে ডাকে, গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করে।' এ জন্য আজকাল সে বাইরে যেতে পছন্দ করে না। শুধুমাত্র স্কুল এবং আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য সে বাসা থেকে বের হয়। ছোট থাকতে সে দোকান থেকে চা আনতে অথবা বাজারে যেতো জিনিস কিনতে, যা এখন আর সম্ভব হয় না।

মিতুর মা মিতুর বিয়ে নিয়েও খুব চিন্তিত। তবে মিতু নিজেকে স্বাবলম্বী করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী। সে বলে, 'আমি এখনই বিয়ে করতে চাই না, আগে আমি নিজে স্বাবলম্বী হতে চাই।' মিতু রেস্টুরেন্টে কাজ করতে চায়। তার ধারণা সে রেস্টুরেন্টে ভালভাবে কাজ করতে পারবে। কিন্তু সে জানে না রেস্টুরেন্টে কাজ পাওয়ার জন্য তাকে কি করতে হবে। টিভিতে দেখা মডেলদের মতো হওয়ার স্বপ্নও সে দেখে মাঝে মাঝে।

মিতুর মা এখন উপলব্ধি করে যে, মিতুকে আরও বেশি স্নেহ এবং ভালবাসা দিলে মিতু তার ছেলেদের মতোই নিজে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারবে। মিতুর স্কুল কর্তৃক আয়োজিত ছয় মাসের প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তার মধ্যে এ পরিবর্তন এসেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, 'এখনও মাঝে মাঝে আমি মিতুকে নিয়ে লজ্জা পাই যদিও আমি বুঝি এটা ঠিক না।' তাবে কিছু কিছু বিষয়ে তিনি মিতুকে নিয়ে গর্বও করেন।

যেমনঃ সেল্ফ এডভোকেসী দলের নাটকে মিতুর অভিনয় করা এবং সকলের সামনে মিতুর বক্তৃতা দেয়া কিংবা বড় কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া। যদিও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মিতু ভুলে যায় যে সে কি বলতে চেয়েছিল। একসময় সে কিছুই বুঝত না কিন্তু এখন সে অনেক কিছু শিখেছে। মা তাকে এ পর্যন্ত আসতে দেখেই খুশি।

মিতুর কাছে অধিকার হচ্ছে, 'এমন কিছু যেটা অন্যরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না। মানুষের শিক্ষা লাভের ও কাজ করার অধিকার আছে।' মিতু কাজের মাধ্যমেই তার অধিকার আদায় করতে চায়। সেল্ফ এডভোকেসী বিষয়ে মিতু বলে- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কেন খারাপ আচরণ করতে হয় না এ ব্যাপারে অন্যদের জানানোই সেল্ফ এডভোকেসীর উদ্দেশ্য।

এ প্রসঙ্গে মিতুর মা উল্লেখ করেন- সেল্ফ এডভোকেসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে মিতু এখন জানে, কিভাবে এ ধারণাগুলোকে অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয়। সে তার নিজের এবং অন্যান্যদের অধিকারের কথা বলে। যেমন, একদিন মিতুর দাদি তার মার সাথে কথা বলছিল। দাদি মাকে বলছিলো যে তিনি মিতুকে নিয়ে লজ্জা পান। দাদির এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মিতু বলেছিল, 'আল্লাহ অন্যদের মতো আমাকেও সৃষ্টি করেছে সুতরাং এ নিয়ে লজ্জা পাবার কিছু নেই।' নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মিতুর প্রত্যাশা এখন তার মায়ের চাইতেও অনেক বেশি।

প্রশ্নঃ

ক.	আপনি কি মনে করেন, এ জাতীয় বড় প্রত্যাশা মিতুর জন্য ভালো?
খ.	মিতুর এই আশা কি বাস্তব সম্মত?
গ.	তার এসব আশাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন সেগুলো কি কি?
ঘ.	স্বাবলম্বী হতে মিতুর প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি কি?

চায়নাঃ প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা!!

প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে আবদ্ধ ঝালকাঠির শারীরিক প্রতিবন্ধী চায়নার জীবন। প্রতিবন্ধী হবার কারণে ছোটবেলা থেকেই চায়নাকে বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই রাখা হতো যার ফলে তার কোন বন্ধু তৈরি হয়নি। তাছাড়া বাইরে বের হলে সবাই ল্যাংড়া বলে খেপায় যা তাকে খুব কষ্ট দেয়।

চায়না ভাবে তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকলেও সে তো একজন মানুষ। অথচ তার সাথে সবাই কেন এ ধরনের আচরণ করে? কেন এত অপমান, অবহেলা? মানুষ হিসেবে তার কি কোন অধিকার নেই? কেন সে তার নিজের জীবন নিজে পরিচালনা করতে পারে না?

প্রতিবন্ধী হবার কারণে চায়না সমাজের সব ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। চায়নার বিয়ে হয়েছে কিন্তু সে স্বামীর বাড়িতে যেতে পারেনি। ভ্যান চালক স্বামীর সাথে সে তার মায়ের বাড়িতেই থাকে। অথচ চায়নার অন্য বোনেরা সবাই স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে থাকে। সেও তার স্বামীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি অথবা স্বাধীনভাবে আলাদা থাকতে পছন্দ করে কিন্তু তার সে সুযোগ নেই। কারণ, সে জানে না যে তাকে কি করতে হবে এবং কখন করতে হবে।

চায়না তার স্বামী ও মায়ের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। সে তার নিজের কোন ব্যাপারে স্বামীর সাথে জোর গলায় কিছু বলতে পারে না, তার সে সাহসই নেই। সে ভয় পায় যদি তার স্বামী রাগ করে তাকে ছেড়ে চলে যায় তখন কে তার দায়িত্ব নেবে ? তার বাবা নেই আর মা একা সবকিছু কিভাবে সামলাবে - চায়নার মধ্যে সবসময় এ দুশ্চিন্তা কাজ করে।

চায়নাকে হাত খরচের জন্য তার স্বামী কোন টাকা দেয় না। বরং চায়নার মা তার স্বামীকে টাকা দেয় যাতে করে স্বামী তার দেখাশুনা করে এবং তাকে ছেড়ে না যায়। সে অন্যদের মতো বাইরে গিয়ে কাজ করে টাকা আয় করতে চায়, কিন্তু তার বাইরে যাবার অনুমতি নেই। চায়না সারাদিন বাড়িতে থাকে এবং কাপড় পরিস্কার, রান্না ও ঘরের কাজ করে যা তার তেমন পছন্দ নয়। সে ঘরের ঐ সব কাজ ঠিকমত পারেও না। চায়না ভাল হিসাব করতে পারে। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেলেও বড় বোনদের বই দেখে দেখে সে ভালো অংক করতে শিখেছে। দোকানে হিসাব রাখার কাজ পেলে সে তা ভালোভাবে করতে পারবে। এ জন্য সে সুযোগ চায়।

সাক্ষাৎকারে চায়না জানায়, 'প্রতিবন্ধী মানুষের নিজের অধিকার ভোগ করার সুযোগ নেই। কেউ প্রতিবন্ধী মানুষের অনুভুতি ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয় না। আমাদের কিছু বলার আছে এটা কেউ শুনতে চায় না।'

তাই সে সেল্ফ এডভোকেসী দলে যোগ দিতে পেরে খুব খুশী। এজন্য যারা সেল্ফ এডভোকসী দল তৈরি করতে সাহায্য করেছে তাদের কাছে সে ঋণী। তারাই তার স্বামী ও মাকে বুঝিয়েছে এবং সে দলে যোগ দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে।

সেল্ফ এডভোকেসী দলে যোগ দিয়ে, নিয়মিত সভায় উপস্থিত থেকে এখন অন্যদের মতো সেও মনে করে সকলের সাথে বার বার আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমেই প্রতিবন্ধী মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। যদিও তার মধ্যে সন্দেহ আছে যে শুধুমাত্র কথা বলা ও আলোচনার মাধ্যমে কোন কিছুর পরিবর্তন হবে কিনা তবুও এসব নিয়ে কথা বলতে পেরে সে খুবই আনন্দিত।

সাক্ষাৎকারের সময় চায়না যে বিষয়গুলো বার বার উল্লেখ করেছে তা হলো – 'প্রতিবন্ধী বলে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না আমি কেমন বোধ করছি, কিভাবে চলছি? আমার মনের কথা বলার সুযোগ কেউ দেয় না। আমার কোন সমস্যা আছে কিনা এটা কেউ কখনোই জানতে চায় না, শুধু আমাকে বলে কি করতে হবে। পরিবারে, সমাজে আমার কোন গুরুত্ব নেই। আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। আমার মতামত কেউ জানতে চায়না। এমনকি কোন মতামত দিলে প্রায়ই তা প্রত্যাখ্যাত হয়।'

প্রশ্নঃ

ক.	চায়না কিভাবে অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
খ.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামত প্রদানের সুযোগের অভাব বা মতামত প্রত্যাখ্যাত হলে তাদের উপর কি প্রভাব পড়ে?
গ.	কি ধরনের সুযোগ চায়নার বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং কে তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে?
ঘ.	বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সে কি কি বাধার সম্মুখীন হতে পারে?

তারেক ও জালালঃ স্বাবলম্বী হতে বাধা!!

তারেক ও জালাল দুই ভাই। তারেকের বয়স ১৮ এবং জালালের বয়স ১৬। তারা তাদের মা-বাবা, দু-বোন এবং দু-ভাইয়ের সাথে একসাথে ঢাকায় বাস করে। তাদের দুই ভাইয়ের দুঃখ যখন তারা একা বাইরে যায় তখন প্রতিবেশীরা খারাপ ভাষায় সম্বোধন করে। তারেক ও জালাল দুজনেই বিশেষ স্কুলে যায় যেখানে তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি মোমবাতি বানায়, কাপড়ে ব্লক এর ছাপ দেয় এবং শাড়িতে নকশা করে। তারেক নিজে নিজে দোকান দিতে চায়, যেখানে সে মোমবাতি এবং ব্লক এর শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজ বিক্রি করবে।

তারেক-জালালের মা জানায়, তিনি বেশ কয়েকবার তাদেরকে ব্যবসা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা এটি বোঝে না। তিনি একটি ছোট্ট মুদির দোকান খুলেছিলেন সেখানে তারেক-জালালকে শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে জিনিস বিক্রি করতে হয়, টাকার ভাংতি দিতে হয় এবং হিসাব রাখতে হয়। তবে টাকার ভাংতি দিতে ওদের বেশি অসুবিধা হতো। অনেক সময় জিনিসপত্র মাপতে এবং খদ্দেরকে দিতে বেশ দেরী হতো। এতে মানুষজন খুব বিরক্ত হতো এবং আজে-বাজে কথা বলতো। এজন্য তারা অন্য দোকান থেকেই বেশি কেনাকাটা করতো। লোকসানের কারণে শেষ পর্যন্ত দোকান বন্ধ করে দিতে হয়েছে।

প্রতিবেশীরাও ওদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না, সবাই তারেক ও জালালকে বোকা, হাবা ও পাগল বলে ডাকে। এ কারণে তারেক-জালালের মা মনে করে, সেল্ফ এডভোকেসী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে মানুষের আচরণ বা ব্যবহার পরিবর্তন করা সম্ভব। জালাল জানায় সে সেল্ফ এডভোকেসী দলের নাটকে অংশ নেয়াটা উপভোগ করে। সে বলে, 'আমি এখন জানি যে সিআরপিডি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সনদ যেখানে বলা আছে সবাই এক সাথে স্কুলে যেতে পারবে এবং এটি তাদের অধিকার।' বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে, নানা ধরনের মানুষকে তাদের জীবনের কথা, অধিকারের কথা বলতে তারেক ও জালালের খুব ভালো লাগে।

প্রথম দিকে জালাল অন্যদের সাথে মিশতে পারতো না। কিন্তু এখন সে তার মতামত সহজেই দিতে পারে। আগের চাইতে তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে।

তারেক-জালালের মা নিশ্চিত করেছেন যে তারা সেল্ফ এডভোকেসী দলের সভার মাধ্যমে অনেক কিছু শিখেছে। তবে এখনও পর্যন্ত সবার মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। সবাই ওদের সাথে মিশতে চায় না। অথচ 'এ মেলামেশার মাধ্যমেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে' বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তারেক-জালালের মা আরো জানান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি নিজেও অনেক কিছু শিখেছেন।

তারও আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। পাঁচ বছর আগেও তিনি জানতেন না প্রতিবন্ধিতা কি। কিন্তু এখন তিনি নিজেই বিভিন্ন বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দিতে পারেন।

তারেক জালালের মা আশা করেন অন্যদের সাথে মিলেমিশেই তার ছেলেরা বড় ও বিকশিত হবে এবং অনেক কিছু শিখতে থাকবে। তিনি বলেন, 'যদিও ওদেরকে কোন বিষয় বোঝানোর জন্য অনেক সময় লাগে কিন্তু শেখার পর তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং ভালোভাবেই তারা কাজ করতে পারে। অন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যখন তারেক ও জালালকে দেখে তখন তারা নিজেরাও আত্মবিশ্বাসী হয়।'

প্রশ্নঃ

ক. তারেক-জালালের ব্যবসা পরিচালনা করা কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? তাদের সফল হতে বাধা কোথায়?

খ. বাড়তি কি ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা তারেক ও জালালকে সফল ও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করবে?

গ. সেল্ফ এডভোকেসী বিষয়ক কর্মকান্ডে তারেক-জালালের অন্তর্ভুক্তি তাদের উপর কি প্রভাব ফেলেছে?

ঘ. তারেক-জালাল নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তারা সফল নয় কেন?

ঙ. কি কি বিষয় তারেক-জালালকে আত্মবিশ্বাসী ও স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে?

রুবেলঃ মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের বাধা!!

১৮ বছর বয়সী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী রুবেল সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। রুবেল যখন ছোট ছিলো তখনই তার বাবা তাদের ছেড়ে চলে যায়। এরপর থেকে রুবেল তিনবোন ও মাসহ ঝালকাঠি জেলায় তার মামাবাড়িতে থাকে।

রুবেল টিভি দেখতে খুব পছন্দ করে। টিভিতে সিনেমা এবং ফুটবল খেলা দেখা তার সবচাইতে পছন্দের বিষয়। এছাড়াও সে অন্যদের বাড়ি ও চায়ের দোকানে যেতে পছন্দ করে। অন্যরা যখন আলোচনা করে তখন সে নিজে আলোচনায় অংশ না নিলেও সবার কথা শুনতে ও বিভিন্ন বিষয় জানতে তার ভাল লাগে। সে চায়ের দোকানদারকে সাহায্য করে, এর বিনিময়ে সে যত খুশি চা খেতে পারে। রুবেল কখনও স্কুলে যায়নি, কিন্তু যাবার ইচ্ছা এখনও আছে।

রুবেল বাড়ির কাছের নদীর ঘাটে কুলী হিসেবে কাজ করে। কুলি হিসেবে কাজ করে দিনে সে ৬০-৭০ টাকা আয় করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের দিনে সে যে উজ্জ্বল রং এর টি-শার্টটি পরে এসেছিল সেটি সে নিজের টাকায় কিনেছে বলে সবাইকে জানায় এবং এর জন্য গর্ববোধ করে। রুবেলের দুঃখ তার আয় করা টাকা প্রতিদিন তার মামার হাতে তুলে দিতে হয়। রুবেল বলে, 'আমার মামা আমাকে টাকার ভাগ দেয় না। শুধুমাত্র প্রতিদিন ঘাটে যাবার জন্য কিছু টাকা দেয়। আমার টাকা তুমি নেবে কেন এ কথা বললে মামা আমাকে মারে।'

রুবেল একটি মোবাইল ফোন কিনতে চায়। এ জন্য তার =১০০০/- টাকার দরকার। তার এক বন্ধু মোবাইল ফোন কিনেছে বলে তার হিংসে হয়। মোবাইল ফোন কেনার জন্য রুবেল টাকা জমাচ্ছে কিন্তু যেহেতু মামা তার সব টাকা নিয়ে নেয় এবং সামান্য কিছু টাকা তাকে দেয় এজন্য সে বেশি টাকা জমাতে পারছে না।

রুবেল জানায় কেউ তার মতামতকে গুরুত্ব দেয় না। 'যখন আমি কথা বলি কেউ আমার কথা শোনে না' - বলে রুবেল উল্লেখ করে। তারপরও সে অন্যদের সাথে তার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ চায়। এ সুযোগ পেলে সে খুবই আনন্দিত হয়। রুবেলের দুঃখ- সবাই মনে করে সে অন্য কোন কাজ করতে পারবে না। তাই রুবেল অন্য ধরনের কাজ করার জন্য ঢাকায় যেতে চায়, কুলীর কাজ আর করতে চায় না। রুবেলের স্বপ্ন সে ভবিষ্যতে রেস্টুরেন্টে কাজ করবে এবং নিজের জীবন নিজেই গড়বে।

রুবেল কাজ করতে ও অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ কিন্তু তার সে সুযোগ সীমিত।

প্রশ্নঃ

ক.	নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য রুবেল যে সব বাধার সম্মুখীন হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কি কি বিষয় প্রভাব ফেলছে?
খ.	কি কি বিষয় রুবেলকে আরও বেশি স্বাবলম্বী হবার সুযোগ দেবে?
গ.	অন্যরা তার মতামতের মূল্যায়ন করে না, এজন্য রুবেলের কি কি সমস্যা হতে পারে?

শেফাঃ সুযোগের অপেক্ষা!!

২০ বছর বয়সী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শেফা বাবা-মা, ছোট তিন বোন ও এক ভাইয়ের সাথে ঝালকাঠিতে থাকে। সে ছবি আঁকতে, গান গাইতে এবং নাচতে পছন্দ করে। জেলা পর্যায়ে নৃত্য প্রতিযোগিতায়ও সে কয়েকবার অংশ নিয়েছে। শেফা ঘরের কাজ ও রান্না করতে পছন্দ করার পাশাপাশি বাইরে বেড়াতে পছন্দ করে কিন্তু তাকে একা একা বাইরে যেতে দেয়া হয় না। সে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সে খুব আনন্দ পায়। যেমন: চাচাতো বোনের বিয়েতে গিয়ে তার খুব ভালো লেগেছিলো।

শেফার মা জানান যে, শেফা স্থানীয় একটি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলে পড়তো, কিন্তু সেখান থেকে শেফা তেমন কিছু শেখেনি। তার মতে শেফাকে সুযোগ দিলে সে অনেক কিছু শিখতে পারে। তিনি শেফাকে কিছুদিন বাড়িতে পড়িয়ে একটি মূলধারার স্কুলে ভর্তি করেছেন যেখানে সে সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে শেফার কোন কিছু শিখতে বেশি সময় লাগে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুলে আর রাখতে চাইছে না। স্কুল কর্তৃপক্ষের এ আচরণে শেফার মা হতাশ হয়ে শেফাকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে- শেফা স্কুলের চাইতে বাসায়ই ভালো শেখে, কারণ স্কুলে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সে শিক্ষকের তেমন কোন মনোযোগ পায় না। তিনি আরও বলেন যে, মূলধারা স্কুলে কোন বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। তাই তিনি শেফাকে বাড়িতে রেখেই ওর আত্মবিকাশের বিষয়টি দেখাশোনা করতে চান।

সাক্ষাৎকারের এ পর্যায়ে শেফা তার মা'র কথার সাথে একমত পোষণ করে জানায় যে, সে স্কুলে শিক্ষক ও বন্ধুদের কাছ থেকে সহযোগিতা পায় না। যার ফলে সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছে। যদিও শেফার পড়া শিখতে অন্যদের চাইতে বেশি সময় লাগে, কিন্তু সে সহপাঠীদের সাথে মিশতে খুব আনন্দ পায়।

শেফার কম্পিউটার শেখার খুব আগ্রহ কিন্তু মা এতে রাজি নয়। সে কম্পিউটার শিখে ভবিষ্যতে কোন অফিসে কাজ করতে চায়। কিন্তু শেফার মা চায় শেফা ঘরের কাজ শিখুক। পাশাপাশি মোম বানানো বা ব্লক বাটিকের কাজ শিখতে পারে। তিনি শেফাকে একবার মহিলা অধিদপ্তরের এক কর্মশালায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে তাকে সেলাই শেখানো হয়েছিল।

শেফার ভবিষ্যৎ নিয়ে তার মায়ের দুশ্চিন্তা খুব বেশি। তিনি জানিয়েছেন, তার অথবা তার স্বামীর কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আত্মীয়-স্বজনরা যাতে শেফাকে আশ্রয় দেয় সেজন্য তিনি একটি একাউন্টে আলাদা করে বেশ

কিছু টাকা জমিয়ে রেখেছেন। এছাড়া তিনি শেফাকে নিজের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করার চেষ্টা করছেন। শেফার মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস শেফার জন্য সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে সে যে কোন কিছুতে অংশ নিতে পারবে।

তবে শেফাকে হারানোর ভয়ও তিনি পান। এ সময় শেফা তার মা'কে জড়িয়ে ধরে বলে, 'ভয় পেয়ো না। সাহস রাখ, মা।' শেফা মায়ের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পায় কিন্তু এখনও তার মাকে তার জন্য বাইরের সমর্থন ও সুযোগ খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়।

প্রশ্নঃ

ক.	শেফা কি কি বাধা জয় করেছে এবং কিভাবে সে এটা সম্ভব করেছে?
খ.	কি কি বাধা শেফা এখনও দূর করতে পারে নি এবং কেন পারে নি?
গ.	ভবিষ্যতে শেফা কি কি বাধার মুখোমুখি হবে বলে আপনি মনে করেন?

ইতিঃ আত্মবিশ্বাস অর্জন!!

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ইতির বয়স ১৪ বছর। ইতি তার মা, তিন বোন এবং এক ভাই ও ভাবীসহ ঢাকায় থাকে। ইতির আরো দু'জন বোন আছে যারা বিবাহিত এবং স্বামীর বাড়িতে থাকে। ইতির বাবা মারা গিয়েছে, মা দর্জির কাজ করে সংসার চালান।

ইতি বাড়ির কাজে মা, বোন ও ভাবীকে সাহায্য করে। কিছু কাজ সে একাই করতে পারে কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অন্যদের সাহায্য লাগে। ইতির মা জানান যে, ইতি সব কাজ একা একা করতে পারে না, প্রায়ই অন্যদের সাহায্য লাগে। আর ইতিকে যে সব জিনিস শেখানো প্রয়োজন সে সব তাকে শেখানোর মতো পর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই। কারণ তার আয় দিয়েই পুরো সংসার চালাতে হয়। তবে তিনি আশা করেন যে, ইতি একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

সেল্ফ এডভোকেসী দলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতি কথাবার্তায় আগের তুলনায় অনেক দক্ষ ও সাবলীল হয়েছে এবং সব বিষয়েই তার জানার ও শেখার আগ্রহ বেড়েছে বলে ইতির মা জানান। কিন্তু তারপরও ইতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি শঙ্কিত। তিনি ইতিকে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা কোন স্থান বা হোস্টেল/হোম এ রাখতে চান।

কিন্তু ইতি কোন হোম বা হোস্টেলে থাকতে চায় না। সে সব সময়ই তার মা এবং ভাই-বোনের সাথে থাকতে চায়। সে মোমবাতি বানানো শিখতে চায় এবং ভবিষ্যতে মোমবাতি বানিয়ে টাকা উপার্জন করতে চায়।

ইতি সারাদিন বাড়িতে থাকা পছন্দ করে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইতি বাসার বাইরে তেমন যেতে পারে না। কারণ অন্য শিশুরা ওকে নিয়ে মজা করে এবং মারে। ইতি এখন একটি বিশেষ স্কুলে যেতে শুরু করেছে। এজন্যও তাকে অনেক কথা শুনতে হয়। স্কুলে যাওয়া শুরু করার পর লোকে ওকে বলে, 'লেখাপড়া করে কি হবে? শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো।' ইতি স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শিখছে বলে গর্ববোধ করে, বিশেষত শিক্ষকরা যখন বই খাতা অথবা অন্যান্য উপকরণ আনার ব্যাপারে ওর সাহায্য চায় এবং ওর প্রশংসা করে।

সেল্ফ এডভোকেসী বলতে ইতি বোঝে, 'আমার কথা আমি বলবো'। সে বিশ্বাস করে সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে অন্যরা ওদের অধিকারের ব্যাপারে জানতে পারে। তারা নিজেরাও নিজেদের অধিকারের বিষয়ে ভালভাবে জেনেছে। এখন সে আগের চাইতে অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করতে পারে। সে সেল্ফ এডভোকেসী দলের সভা থেকে জেনেছে - 'প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুর মূলধারা স্কুলে যাবার অধিকার আছে'।

এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েও তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। একবার দর্শকদের সাথে অনুষ্ঠান পরবর্তী আলোচনায় এক দর্শক বলেছিল, 'তোমার খারাপ লাগার কিছু নেই, ভুক্তভোগী হবারও কোন কারণ নেই। এটা মনে রেখ : আমরা সবাই তোমাদের সাহায্য করবো।'– অন্যরা যখন এ রকম বলে তখন সে মনে সাহস পায়। আর এগুলো সম্ভব হচ্ছে সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে।

ইতি নিজে নিজে অনেক কিছু না করতে পারলেও তার এ বিশ্বাস আছে যে তার পরিবার ও অন্যরা তাকে সমর্থন দেবে।

প্রশ্নঃ

ক. ইতির এ দৃষ্টিভঙ্গি কোথা থেকে এসেছে বলে আপনি মনে করেন?

খ. ইতির ভবিষ্যতের ব্যাপারে ইতি ও তার মায়ের ভাবনা আলাদা; এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

গ. এই ভিন্নতা ইতিকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলে আপনি মনে করেন?

ঘ. আপনি যেসব ঘটনা পড়েছেন তার থেকে ইতির ঘটনা কতটা আলাদা এবং এ ভিন্নতার কারণ কি?

সানজিদঃ সেল্ফ এডভোকেসীর গুরুত্ব!!

২০ বছর বয়সী বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী সানজিদ ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে থাকে। তারা দুই ভাই ও এক বোন। সানজিদের বাবা ওদের ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাবার পর ওরা খালার বাড়িতে থাকে। সানজিদ একটি বিশেষ স্কুলে পড়াশুনা করে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা যখন ওকে নানা বিষয়ে সহযোগিতা করতে বলে তখন সে গর্ববোধ করে। কারণ বাড়িতে তাকে সবাই অবহেলা করে, কোন কাজেই ডাকে না। তাই সে বলে, 'আমি যদি এখানে ভর্তি না হতাম তাহলে এ ধরনের কাজ করার সুযোগ পেতাম না।' স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি সে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও পাচ্ছে। সে ভালভাবে কাজ শিখে দোকান দেবার স্বপ্ন দেখে। সানজিদ একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত। সে ওখানে গান ও তবলা বাজানো শেখে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। গান গাওয়া তার প্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম।

সানজিদ সবকিছুই করতে পারে তবে কোন কাজে বেশি সময় মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা হয়। সানজিদ যখন ছোট ছিল তখন থেকেই সে তার ভগ্নিপতির দোকানে কাজ করত। দোকানে কাজ করার সময় সানজিদ কারো সাথে কথা বললে অন্য কর্মচারীরা তাকে বাধা দিতো এবং বলতো, 'তুমি ঠিক মতো কথা বলতে পারবে না।' অথচ সে সেল্ফ এডভোকেসী দলের নির্বাচিত সভাপতি। সেল্ফ এডভোকেসী দলের সভাসহ অন্যান্য বড় বড় অনুষ্ঠানে সে বক্তৃতা দেয়। চোখে কম দেখার কারণে সানজিদ সব কাজ করতে পারে না। কাজ ঠিক মতো করতে তার অন্যদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং বেশির ভাগ সময়ই সে তা পায় না।

সানজিদের মা বলেন, প্রতিবেশী শিশুরা ওকে মারে, ওর দিকে জিনিসপত্র ছুড়ে দেয় এবং খারাপ ব্যবহার করে। তিনি চান সানজিদ নিজের পায়ে দাঁড়াক। কারণ ইতোমধ্যেই সে যথেষ্ট বড় হয়েছে। তিনি জানালেন, ছোটবেলা থেকেই সানজিদ একটু বদমেজাজী এবং সহজেই হতাশ হয়। তবে স্কুলে ভর্তি হয়ে এবং সেল্ফ এডভোকেসী দলে যোগ দেবার পর থেকে ওর আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

সেল্ফ এডভোকেসীকে সানজিদ তাদের অধিকার আদায়ের একটি অংশ হিসেবে দেখে যাতে তাদের মতো প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য উদ্যোগ নিতে সরকারকে বাধ্য করা যায়। সে জানে তার স্কুলে যাবার এবং ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকার আছে। সেল্ফ এডভোকেসীর মাধ্যমে অন্যদের আচরণ বা ব্যবহার পরিবর্তন করা সম্ভব বলে সে বিশ্বাস করে। এজন্য অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সেল্ফ এডভোকেসী দল নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যাতে সকলে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়।

সেল্ফ এডভোকেসী দলের কর্মকান্ডের মাধ্যমে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে বলেও সে জানায়। সানজিদ বলে, 'এখন কোন প্রতিবেশী আমার সাথে খারাপ আচরণ করলে আমি ভালোভাবে তাদের বোঝাতে পারি। আগে চুপচাপ চলে যেতাম কিংবা রেগে যেতাম। এখন আমি নিজের কথা নিজে বলতে পারি।'

নিজের সীমাবদ্ধতা জানার পরও সানজিদ অনেক কিছু করতে পারে। তার দুঃখ এই যে, তারপরও সে অন্যদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হয়।

প্রশ্নঃ

ক.	সানজিদের প্রতি অন্যদের মনোভাব কিভাবে সানজিদকে বাধাগ্রস্ত করে বলে আপনি মনে করেন?
খ.	নিজের প্রতি সানজিদের ধারণা, সেল্ফ এডভোকেসী দলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে?
গ.	অন্যান্য কাজে অংশ নিতে সেল্ফ এডভোকেসী তাকে কতটা প্রভাবিত করেছে?
ঘ.	সানজিদ এবং তার মতো কারও আন্তর্জাতিক চুক্তির বিষয়ে অবগত হওয়াটা কি কার্যকর কিছু?

অধ্যায় - ৮

সেল্ফ এডভোকেসী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

- সেল্ফ এডভোকেসী দলের নিয়মিত সভার আলোচ্যসূচি
- সেল্ফ এডভোকেসী দলের নমুনা কর্মসূচি পরিকল্পনা
- সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

সেল্ফ এডভোকেসী ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে সেল্ফ এডভোকেসীর ধারণা নতুন না হলেও খুব বেশি পুরাতনও নয়। বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেল্ফ এডভোকেসী দলের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এর মধ্যে অটিস্টিক, বুদ্ধি বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গঠিত সেল্ফ এডভোকেসী দলের সংখ্যা মাত্র একটি বা দুটি। এ থেকে বাংলাদেশে সেল্ফ এডভোকেসী সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

বুদ্ধি বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোররা ২০০৮ সালে সুবিধাবঞ্চিত অটিস্টিক, বুদ্ধি বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত সীড ট্রাস্টের সহযোগিতায় প্রথম সেল্ফ এডভোকেসী দল গঠন করে। প্রাথমিক অবস্থায় দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। পরবর্তী বছরে এ সংখ্যা ২৬ জনে উন্নীত হয়। এ দলটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত হয়। যারা দুই মাস পর পর সভা করে বিভিন্ন ধরনের এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করতো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অর্থ স্বল্পতার কারণে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

২০১০ সালের মাঝামাঝি আবার এ সেল্ফ এডভোকেসী দল গঠিত হয় যেখানে আগের দলের অনেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয় অটিস্টিক শিশু ও কিশোররা। এরপর মোটামুটি অটিস্টিক, বুদ্ধি বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেল্ফ এডভোকেসী দলের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। বর্তমানে এ দলে ৪০ জন অটিস্টিক, বুদ্ধি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশু, কিশোর ও ব্যক্তি রয়েছে যারা তাদের অধিকার আদায়ে কাজ করে চলেছে।

দলটির একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে যারা সরাসরি সেল্ফ এডভোকেসী দলের অন্য সদস্যদের দ্বারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছে। এ দলও প্রতি দুই মাস পর পর মিলিত হয় এবং নিজেদের সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করে। এরই মধ্যে দলের বেশ কয়েকজন সদস্য সবার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের অধিকার বিষয়ে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা নিয়মিত বক্তৃতা দিচ্ছে। এ দলটি যে ধরনের সচেতনতামূলক কর্মকান্ড ইতোমধ্যেই আয়োজন করেছে তা হলো:

- মূলধারা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভা
- মূলধারা বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভা
- মূলধারা শিক্ষার্থীদের সাথে যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
- প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভা

প্রতিটি অনুষ্ঠানে সেল্ফ এডভোকেসী দলের সদস্যরা তাদের সমস্যা ও অধিকার বিষয়ে কথা বলে এবং তাদের অধিকার নিয়ে রচিত একটি নাটক পরিবেশন করে।

২০১২ সালের শেষের দিকে ঝালকাঠিতে অটিস্টিক, বুদ্ধি বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে আরেকটি সেল্ফ এডভোকেসী দল গঠন করা হয়। এই দলটি ঝালকাঠি জেলায় বিভিন্ন এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মূলধারা শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি প্রেসার গ্রুপেরও সৃষ্টি হয়েছে।

সেল্ফ এডভোকেসী দলের নিয়মিত সভার আলোচ্যসূচি

সেল্ফ এডভোকেসী দলের কার্যক্রমের গতিশীলতা নির্ভর করে দলের সদস্যদের মধ্যকার বোঝাপড়া, সমন্বয় এবং নিয়মিত ভাবের আদান-প্রদানের উপর। দলীয় কাজে সবার মতামতের প্রতিফলন তখনই সম্ভব যখন সদস্যরা তাদের মতামত সবার সাথে বিনিময় করতে পারে। মত বিনিময় করার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হচ্ছে নিয়মিত সভার মাধ্যমে সবার সাথে মিলিত হওয়া এবং নিজেদের মধ্যে নিজেদের কথা আলোচনা করা। এই আলোচনার সারাংশসমূহই পরবর্তীতে বিভিন্ন এডভোকেসী কর্মসূচি ও কার্যক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

সেল্ফ এডভোকেসী দলের নিয়মিত সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন ঃ

- দলের সদস্যদের প্রকৃতি (প্রতিবন্ধিতার ধরন)
- সদস্যদের সমস্যা বিশ্লেষণ
- দলের নেতৃত্ব নির্বাচন
- সেল্ফ এডভোকেসীর ধারণা
- সদস্যদের সমান অংশগ্রহণ
- কর্মসূচি প্রণয়নে মতামত গ্রহণ
- অনুষ্ঠিত কর্মসূচির ফলাফল বিশ্লেষণ
- বর্তমান বিশ্বের প্রতিবন্ধিতা আন্দোলন ও ঘটনাসমূহ সদস্যদের অবহিতকরণ
- সেল্ফ এডভোকেসী করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরি ও এর নিয়মিত চর্চা

সেল্ফ এডভোকেসী দলের নমুনা কর্মসূচি পরিকল্পনা

সেল্ফ এডভোকেসী দল গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন প্লাটফর্ম ও ফোরামে নিজেদের অধিকারের দাবি জানিয়ে তা আদায়ের চেষ্টা করা। তবে বড় ফোরামে দাবি তোলার আগে সেল্ফ এডভোকেটদের নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরী। আর এজন্য প্রচুর অনুশীলন করা দরকার। গুছিয়ে নিজের কথা বলা ও বিভিন্ন বিষয়ে দাবি কিভাবে জানাতে হবে তারও যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দলের কর্মসূচি পরিকল্পনা নিম্নলিখিতভাবে নেয়া যেতে পারে-

- নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন করা
- নেতৃত্ব তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও অনুশীলন করা
- আশেপাশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য, প্রতিবন্ধী শিশুদের যত্নকারী, বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা ও মূলধারা বিদ্যালয়ের সাথে যৌথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারী সংস্থা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা
- জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময়, সংলাপ, মানব বন্ধন, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, সভা ও কনফারেন্স এর আয়োজন করা

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

সেল্ফ এডভোকেসী করার একটি ভালো সহায়ক মাধ্যম হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ। অনেক সময় বক্তৃতার মাধ্যমে যা বোঝানো যায় না তা নাটক, গান, নাচ বা অন্যান্য পরিবেশনার মাধ্যমে খুব সহজে বোঝানো সম্ভব হয় এবং মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় বেশি। যেমন: সীড সেল্ফ এডভোকেসী দলের কর্মকান্ড নিয়ে ১৪.৪২ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

সেল্ফ এডভোকেসী দলের সদস্যদের অংশগ্রহণে ১০-১৫ মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত নাটক একটি ভালো সচেতনতামূলক উপকরণ হতে পারে। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার নাটকের বিষয়বস্তু যেন এডভোকেসীর উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে এবং দলের প্রতিবন্ধী সদস্যরা তাতে সহজে অংশ নিতে পারে।

পরিশিষ্ট

সেল্ফ এডভোকেসী দলের সদস্যদের নিয়মিত বৈঠক

নমুনা-১

স্থান ঃ
সময় ঃ
তারিখ ঃ

সভায় অংশগ্রহণকারীগণঃ

সভার আলোচ্যসূচিঃ

১. সূচনা পর্ব
২. প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের সমস্যা
৩. সমস্যা নিরসনে করণীয়
৪. সেল্ফ এডভোকেসী কি?
৫. দল গঠন
৬. উপসংহার ও সমাপ্তি

নমুনা-২

স্থান ঃ
সময় ঃ
তারিখ ঃ

সভায় অংশগ্রহণকারীগণঃ

সভার আলোচ্যসূচিঃ

১. সূচনা পর্ব
২. সেল্ফ এডভোকেসী দলের ভূমিকা
৩. নেতা নির্বাচন
৪. অধিকার ভিত্তিক নাটক তৈরি ও বিষয়বস্তু আলোচনা
৫. নাটকের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন
৬. নাটকের রিহার্সেল
৭. উপসংহার ও সমাপ্তি

নাটক -১

'শিক্ষা আমার অধিকার'

নাটকের প্রধান চরিত্রসমূহঃ

১. প্রতিবন্ধী শিশুর মা
২. প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা
৩. একজন মেয়ে প্রতিবন্ধী শিশু
৪. একজন ছেলে প্রতিবন্ধী শিশু
৫. প্রধান শিক্ষক
৬. প্রতিবেশী বন্ধু- ২ জন
৭. সেল্ফ এডভোকেসী দলের সদস্য- ৩-৫ জন

দৃশ্য-১

বিষয়ঃ শিক্ষকের সাথে প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবকের কথপোকথন।

(বিভাগ, জেলা, থানা, গ্রাম বা শহরের নাম প্রয়োজন অনুযায়ী বসাতে হবে।)
---------- এলাকার স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কক্ষ। কক্ষে দু'টি প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের বাবা-মা প্রধান শিক্ষকের আসার জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষাধীন সময়ে বাবা ও মায়ের মধ্যে কথপোকথন-

বাবাঃ আমার মনে হয় আমাদের এ স্কুলে না এসে কোন প্রতিবন্ধী স্কুলে যাওয়া উচিৎ ছিল। কারণ আমাদের পোলা-মাইয়া প্রতিবন্ধী।

মাঃ হোক ওরা প্রতিবন্ধী। কিন্তু আমি চাই ওরা সাধারণ স্কুলে যাক এবং অন্যদের মতো সমান সুযোগ পাক। আর তাছাড়া এখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল কোথায়?

বাবাঃ কিন্তু অন্য পোলা-মাইয়ারা যদি ওদের সাথে ভালো ব্যবহার না করে?

মাঃ বাচ্চারা এরকম না। দ্যাখো না এলাকায় খেলার মাঠে ওরা সবাই একসাথে খেলে। তাছাড়া আমাদের শিশুরা যদি অন্যদের সাথে না মিশতে পারে, তাহলে অন্যরা ওদের সম্পর্কে জানবে কিভাবে? একসাথে খেলাধুলা, পড়াশুনা আর মেলামেশা করলে অন্যরা এদের সম্পর্কে জানবে, শিখবে এবং সহজভাবে গ্রহণ করবে।

এমন সময় প্রধান শিক্ষকের প্রবেশ।

প্রধান শিক্ষকঃ শুভ সকাল। আমি এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আপনারা কারা?

মাঃ শুভ সকাল। আমরা এ বাচ্চাদের মা-বাবা । ওদেরকে স্কুলে ভর্তি করতে এনেছি।

প্রধান শিক্ষকঃ (বাবার দিকে তাকিয়ে) ভালো। আমাদের স্কুলে কিছু সিট খালি আছে তবে এ শিশু দুটির বয়স কত এবং কোন শ্রেণীতে ভর্তি করতে চান?

বাবাঃ ১ম শ্রেণীতে স্যার। আমার মেয়ের বয়স-------এবং ছেলের বয়স ------ বছর।

প্রধান শিক্ষকঃ কি বলছেন (চোখ মুখ কুঁচকে এবং বিস্ময়ের সাথে)? ১ম শ্রেণীতে? ওদের কি কোন সমস্যা আছে, বিশেষ করে আপনার মেয়ের?

বাবাঃ হ্যাঁ স্যার। ওরা প্রতিবন্ধী শিশু।

প্রধান শিক্ষকঃ প্রতিবন্ধী?

প্রধান শিক্ষকঃ (ছেলে শিশুর দিকে তাকিয়ে) এই ছেলে তোমার নাম কি?

(কোন উত্তর নেই)

প্রধান শিক্ষকঃ এই ছেলে শুনতে পাচ্ছো....- তোমার নাম কি?

(এ সময় মা তার ছেলেকে নাম বলতে বলবে)

ছেলে প্রতিবন্ধী শিশুঃ (আস্তে করে নাম বলবে).....

প্রধান শিক্ষকঃ ভালো। তোমার বাবার নাম কি?

ছেলে প্রতিবন্ধী শিশু ঃ বাবা।

প্রধান শিক্ষকঃ (উচ্চ স্বরে) আমি জিজ্ঞাসা করছি- তোমার বাবার নাম কি?

ছেলে প্রতিবন্ধী শিশু ঃ বাবা।

প্রধান শিক্ষকঃ (বিরক্ত সহকারে) দেখুন, আমি আপনাদের বাচ্চাদের এখানে ভর্তি করাতে পারব না। আপনার ছেলে তো বোকা। এত বয়স হয়েছে এখনও নিজের বাবার নাম বলতে পারে না। আর আপনার মেয়েকে তো ভর্তি করা যাবে না। কারণ ওর চেহারা স্বাভাবিক না। ওকে দেখলে অন্য শিশুরা ভয় পাবে এবং অভিভাবকরাও নালিশ করবে। আমি ওদের ভর্তি করতে পারবো না।

মাঃ স্যার অন্য শিশুরা কেন ভয় পাবে? আমার মেয়ে তো বিকেলে পাড়ার সবার সাথে খেলে। কেউ তো ওদের দেখে ভয় পায় না। আর আমার ছেলে অবশ্যই ওর নিজের এবং বাবার নাম জানে। নতুন জায়গা নতুন মানুষ দেখে বলতে ভয় পাচ্ছে।

প্রধান শিক্ষকঃ দেখুন আমি ওদের এখানে ভর্তি করাতে পারবো না। ওদেরকে প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি করান। আপনারা এখন আসুন। (শিক্ষক তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল)।

(এ কথার পর বাবা-মা তাদের শিশুদেরসহ স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবে।)

২য় দৃশ্য

এই দৃশ্যে প্রতিবন্ধী ভাই-বোন খেলার মাঠে বসে থাকবে এবং প্রতিবেশী অন্য দুটি প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়ে (যারা সেল্ফ এডভোকেট হিসেবে কাজ করে) সেখানে আসবে এবং প্রতিবন্ধী ভাই-বোনকে বিষন্ন মুখে মাঠে বসে থাকতে দেখে ওদের দিকে এগিয়ে আসবে এবং কথা বলবে।

বন্ধুঃ এই ----------, কেমন আছো?

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ ভালো না।

বন্ধুঃ কেন কি হয়েছে?

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ আজকের দিনটা আমাদের জন্য খুব খারাপ।

বন্ধুঃ কেন কি হয়েছে?

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ আমরা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের ভর্তি নেয়নি। শিক্ষক আমাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। স্যারের ব্যবহার ঠিক আমার চাচাদের মতো।

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ স্যার তো আমার সাথে কথাই বলেনি। বলেছে আমার চেহারা দেখে নাকি অন্যরা ভয় পাবে। আমার খুব খারাপ লাগছে।

বন্ধুঃ বলো কি? এজন্য তোমাদের স্কুলে ভর্তি নেয়নি?

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ বলেছে আমরা প্রতিবন্ধী। এজন্য ভর্তি নেবে না। বাবাও একই কথা বলে। শুধু মা'ই আমাদেরকে বোঝেন এবং আলাদা করেন না।

বন্ধুঃ এটা খুবই দুঃখজনক যে তোমাদের এবং আমাদের সকলের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এরকম কথা বলে। কবে যে সবাই আমাদেরকে বুঝতে পারবে!

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ কিন্তু আমরা কি করবো?

বন্ধুঃ তোমরা এসবের প্রতিবাদ করবে।

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ কিভাবে প্রতিবাদ করবো? আমাদের কথা কে শুনবে?

বন্ধুঃ তুমি একজন সেল্ফ এডভোকেট হিসাবে প্রতিবাদ করতে পারো।

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ সেল্ফ এডভোকেট? সেটা আবার কি?

বন্ধুঃ সেল্ফ এডভোকেট মানে হচ্ছে "আমার কথা আমি বলবো। নিজের অধিকার নিজেই আদায় করবো এবং পরিবর্তন আনবো।"

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ কি ধরনের পরিবর্তন?

বন্ধুঃ আমরা মানুষ। অন্যদের মতো আমাদেরও আছে সমান অধিকার, এটা অনেকে বুঝতে চায় না। একজন সেল্ফ এডভোকেট মানুষকে এই বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করে।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ খুব ভালো। আমরা কিভাবে সেল্ফ এডভোকেট হতে পারি?

বন্ধুঃ এ জন্য কোন সেল্ফ এডভোকেসী দলে যোগ দিতে হবে। তারপর ওরাই তোমাদের সাহায্য করবে।

বন্ধুঃ আমাদের সাথে চলো। আমরা দুজনেই সেল্ফ এডভোকেট। তোমরা আমাদের দলে যোগ দিতে পারো। চলো আমরা তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেবো।

৩য় দৃশ্য

সেল্ফ এডভোকেসী দলের সভা চলছে। প্রতিবন্ধী ভাই-বোনকে নিয়ে তাদের বন্ধুরা প্রবেশ করবে।

সভাপতিঃ সভা শুরু হচ্ছে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকের সভার প্রধান বিষয় হচ্ছে শিক্ষায় আমাদের অধিকার। কিভাবে সবাই মিলে সমস্যার সমাধান করা যায় তা এখন আমরা আলোচনা করব। তার আগে আমরা সবাই পরিচিত হবো। সবাই সবার নাম বলো।

(একে একে সবাই সবার নাম বলবে)

সেল্ফ এডভোকেট বন্ধুঃ আজকের সভায় নতুন দু'জন বন্ধু এসেছে যারা এই দলে যোগ দিতে চায়। আমি ওদেরকে তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা তোমাদের পরিচয় দাও।

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ আমি ----------।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ আমি ----------।

সভাপতিঃ স্বাগতম! তোমরা কি আমাদের দলের সদস্য হতে চাও?

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ হ্যাঁ।

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ আমরা তোমাদের সাহায্য চাই।

অন্য একজন সেল্ফ এডভোকেটঃ তোমাদের সমস্যা কি?

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ শিক্ষক আমাদের স্কুলে ভর্তি নেয় নি।

অন্য একজন সেল্ফ এডভোকেটঃ কেন?

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ আমাদেরকে প্রতিবন্ধী স্কুলে ভর্তি হতে বলেছে কারণ আমরা নাকি ঠিকমতো শিখতে পারবো না। অথচ আমরা কিন্তু অন্যদের মতোই শিখতে পারি।

সেল্ফ এডভোকেট বন্ধুঃ আমার মনে হয় --------- ও ---------- দলের সাহায্য দরকার।

সভাপতিঃ অবশ্যই আমরা সাহায্য করবো। আমরা সবাই শিক্ষকের সাথে কথা বলবো।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ কিন্তু আমার বাবা-মা তো শিক্ষকের সাথে কথা বলেছে। তিনি যদি আমাদের বাবা-মায়ের কথাই না শোনে, তাহলে তোমাদের কথা কি শুনবে?

সভাপতিঃ আমরা তাকে আমাদের অধিকার সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবো। আমরা তাকে বুঝিয়ে বলবো যে ২০০৬ সালে জাতিসংঘে একটি নতুন সনদ হয়েছে। সেখানে আমাদের শিক্ষার ও সকল অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

আর একজন সেল্ফ এডভোকেটঃ আমরা তাকে বুঝিয়ে বলবো যে, এই সনদ অনুযায়ী আমাদের মতো প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অ-প্রতিবন্ধী শিশুদের মতো একই স্কুলে পড়ার অধিকার আছে।

সেল্ফ এডভোকেট বন্ধুঃ আমাদের দল শিক্ষকের সাথে কথা বললে তার মনে পরিবর্তন আসতে পারে।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবে স্কুলে যাবার আগে আমাদের বাবা-মায়ের সাথে তোমাদের কথা বলা দরকার।

সভাপতিঃ অবশ্যই।

৪র্থ দৃশ্য

স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কক্ষ। ---------- ও ---------- তাদের বাবা-মা এবং সেল্ফ এডভোকেসী দলের কয়েকজন সদস্য শিক্ষকের রুমে অপেক্ষা করছে।

মাঃ আমরা খুব খুশি যে তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছো।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ চিন্তা করো না মা। এটি সেল্ফ এডভোকেটদেরই কাজ। আমিও এখন একজন সেল্ফ এডভোকেট।

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ আমিও!

সভাপতিঃ দল যত ভারী হবে আমরা ততো বেশি আমাদের অধিকার আদায় করতে পারবো।

অন্য আরেকজন বন্ধুঃ অবশ্যই। আমরাও তোমাদের সাথেই আছি।

(শিক্ষকের প্রবেশ)

প্রধান শিক্ষকঃ তোমরা? কি বিষয়? (বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে) আপনারা আবার কেন এসেছেন?

সভাপতি/সেল্ফ এডভোকেটঃ আমাদের বন্ধুরা---------- আপনার স্কুলে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু ওদেরকে স্কুলে ভর্তি নেয়া হচ্ছে না। আমরা এ ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।

প্রধান শিক্ষকঃ তোমরা কারা? আর আপনাদের (-------- বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে) তো বলেছি এদের ভর্তি নিতে পারবো না। আপনার ছেলে-মেয়ে স্বাভাবিক নয়। আমি প্রতিবন্ধীদের ভর্তি নেবো না।

একজন সেল্ফ এডভোকেটঃ আমরা সেল্ফ এডভোকেট, স্যার। আমরা আপনার সাথে আলোচনা করতে এসেছি কেন আমাদের বন্ধুরা স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক সনদ (সিআরপিডি), প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী আমাদের যে কোন স্কুলে ভর্তি হবার অধিকার আছে।

প্রধান শিক্ষকঃ সিআরপিডি কি? আমি সিআরপিডি এবং প্রতিবন্ধী আইন সম্পর্কে কিছু জানি না।

সভাপতিঃ সিআরপিডি হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ের একটি আন্তর্জাতিক সনদ। ২০০৬ সালে জাতিসংঘে সিআরপিডি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে সিআরপিডি-তে স্বাক্ষর করেছে এবং ২০০৮ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

আরেকজন সেল্ফ এডভোকেটঃ এই সনদে বলা হয়েছে সকল প্রতিবন্ধী শিশু অন্য সকল শিশুদের সাথে একসাথে লেখাপড়া করবে। শুধু তাই নয় প্রত্যেক স্কুলের দায়িত্ব প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে স্কুলে যেতে পারে এবং চাহিদা অনুযায়ী পড়ালেখা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

প্রধান শিক্ষকঃ ভালো কথা। কিন্তু আমি এবং আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের এ বিষয়ে কোন ওরিয়েন্টেশন বা প্রশিক্ষণ নেই।

সভাপতিঃ শিক্ষকরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেবে এটাও আইনের অংশ।

প্রধান শিক্ষকঃ আমি খুবই দুঃখিত যে এ বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যাপারে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। কিন্তু এটা যদি একটা আইন হয় তাহলে তা অবশ্যই মানতে হবে। আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যাপারে সচেতন হতে চাই।

সভাপতিঃ এ বিষয়ে আমরা সাহায্য করতে পারি, স্যার। স্কুলের শিক্ষকদের প্রতিবন্ধী আইন ও সনদ সম্পর্কে বলতে পারি।

প্রধান শিক্ষকঃ তোমরা কি এ বিষয়ে আমাদের একটা ওরিয়েন্টশন দিতে পারবে? তাহলে আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা হবে।

সভাপতিঃ অবশ্যই, স্যার!

প্রধান শিক্ষকঃ খুবই ভালো। চলো আমরা এখনই একটা তারিখ ঠিক করে ফেলি। (বাবা-মা'র দিকে তাকিয়ে) আমি আমার আগের ব্যবহারের জন্য দুঃখিত। আমি আসলে এই বিষয়ে তেমন কিছু জানতাম না। আমি অবশ্যই আপনার বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি নেবো। কিন্তু তার আগে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে যাতে আমি এবং আমার শিক্ষকরা এই আইন ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কিভাবে শিক্ষা দেয়া হবে সে সম্পর্কে জানতে পারি।

মাঃ আমরা খুব খুশি হলাম, স্যার। আমাদেরকে আপনার কোন কাজে দরকার পড়লে অবশ্যই বলবেন।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুঃ সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের অধিকার আদায়ে সমর্থন দেয়ার জন্য। সবাই মিলে যে পরিবর্তন আনা যায় তা দেখে আমি খুবই খুশি।

প্রতিবন্ধী মেয়ে শিশুঃ এখন থেকে আমার কথা আমি নিজেই বলবো।

সবাই মিলেঃ আমাদের কথা আমরা নিজেরাই বলবো।

নাটক-২

'আমারও আছে সমান অধিকার'

এ নাটকের প্রধান চরিত্রসমূহঃ

১. প্রতিবন্ধী শিশুর মা
২. প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা
৩. একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু
৪. প্রতিবন্ধী শিশুর ভাই
৫. ৪/৫ জন ১০ থেকে ১২ বছরের ছেলে শিশু
৬. প্রতিবন্ধী শিশুর বাবার বন্ধু (প্রফেসর)

দৃশ্য-১

(বিভাগ, জেলা, শহর, থানা, ওয়ার্ড, গ্রাম প্রভৃতি প্রয়োজন অনুযায়ী বসাতে হবে)
বিকাল বেলা মাঠে ৪/৫ জন অ-প্রতিবন্ধী ছেলে শিশু খেলা করছে। এমন সময় একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ছেলে শিশু আস্তে আস্তে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য শিশুদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশু: এই জয় আমাকে তোদের সাথে খেলতে নিবি?

জয়: (জোরে হেসে উঠবে) তুই তো খোঁড়া, বা হাত দিয়ে কিছু ধরতে পারিস না, তুই আমাদের সাথে কিভাবে খেলবি? (জয় সবাইকে উদ্দেশ্য করে প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুকে দেখিয়ে বলবে) এই দেখ দেখ ও নাকি আমাদের সাথে খেলবে।

২য় শিশু: (হাসতে হাসতে দুই হাত উপরে তুলে প্রতিবন্ধী শিশুকে দেখিয়ে বলবে) এই দেখ আমাদের সবার দুই হাত ঠিক আছে কিন্তু তোর হাত ঠিক নেই। (ওর দেখা দেখি সবাই ওকে হাত দেখিয়ে খ্যাপাতে থাকবে খোঁড়া খোঁড়া বলে)

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশু: তোরা আমার সাথে ঝগড়া করছিস কেন? আমারও খেলতে ইচ্ছে করে, আমাকে খেলতে নে না।

৩য় শিশু: (ধাক্কা দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুটিকে ফেলে দিয়ে বলবে) এই যাতো ঝামেলা করিস না, আমরা খেলছি, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশু: (পড়ে গিয়ে হাত কেটে রক্ত বের হবে। ও উঠে হাত চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় চলে আসবে।)

দৃশ্য-২

প্রতিবন্ধী শিশুর বাবা সামনের রুমে বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

প্রতিবন্ধী ছেলে শিশু: (কাঁদতে কাঁদতে বাবার সামনে এসে হাত দেখিয়ে বলবে) বাবা বাবা দেখ মাঠের ছেলেরা আমাকে মেরে হাত কেটে দিয়েছে। ওরা আমাকে খেলতে নেয় না, আমাকে শুধু মারে।

বাবা: (বাবা ব্যস্ত হয়ে পেপার রেখে প্রতিবন্ধী ছেলে শিশুর হাত চেপে ধরে শিশুর মাকে ডাকতে থাকবে) ---- ----- মা তাড়াতাড়ি এদিকে এস, ---------- হাত কেটে রক্ত বের হচ্ছে। (মা ব্যস্ত হয়ে ভেতরের রুম থেকে ছুটে আসবে এবং ছেলের হাত চেপে ধরে বলবে)

মা: কিভাবে কাটলো? ওতো বাইরে গিয়েছিল, কারা মারলো ওকে? দেখি কতখানি কেটেছে? আয়, আমার সাথে আয়। (মা ছেলেকে নিয়ে ভিতরে চলে যাবে। বাবাও তার পিছন পিছন বেরিয়ে যাবে।)

দৃশ্য-৩

প্রতিবন্ধী শিশু, ওর বাবা-মা ও ভাই। রাতে খাবার টেবিলে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

বাবা: (শিশুর মাকে উদ্দেশ্য করে) দেখ আমরা -------- (প্রতিবন্ধী ছেলে শিশু) কে নিয়ে মাঝে মাঝেই নানা সমস্যায় পড়ছি। খেলার মাঠে, পাড়া প্রতিবেশিরা ওকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, ওকে মারধোর করে।

মা: হ্যাঁ, আমাদের ছেলেটা প্রতিবন্ধী বলে ওকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। প্রায়ই মারে এবং বাজে কথা বলে। পাশের বাসার আপারা বলে এটা নাকি আমার পাপের শাস্তি, ওদের কথা শুনে আমার খুব খারাপ লাগে।

বাবা: তাই আমি ভাবছি ওকে কোন হোম/হোস্টেলে রেখে আসলে কেমন হয়? সেখানে ওর মত আরো অনেক প্রতিবন্ধী শিশু আছে। ও সেখানে ভাল থাকবে।

ভাই: বাবা আমিও শুনেছি এরকম কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে এ ধরনের শিশুদের যত্নের সাথে রাখা হয়।

মা: (প্রতিবাদের স্বরে বলবে) কিন্তু ওতো ঠিকমতো নিজের যত্ন নিতে পারে না, তাছাড়া ও তো সেখানে কাউকে চেনে না, ও সেখানে মন খারাপ করে থাকবে, ভাল থাকবে না।

বাবা: তুমি ভেবে দেখ, এখানে সব সময় সবার কাছে লাঞ্ছিত হবার চেয়ে নিরিবিলি এক জায়গায় থাকাটা কি ভাল না?

প্রতিবন্ধী শিশু: বাবা আমি তোমাদের সাথে থাকবো। আমি আর বাইরে খেলতে যাব না, তোমরা আমাকে অন্য কোথাও রেখে এসো না। (এ বলে শিশুটি কাঁদতে শুরু করবে।)

বাবা: (সবার উদ্দেশ্যে বলবে) তোমরা ওকে বোঝাও, ওখানে ও ভালোই থাকবে। আগামীকাল আমার অধ্যাপক বন্ধুকে আসতে বলেছি। তার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে সব ব্যবস্থা করা যাবে।

দৃশ্য-৪

বসার ঘরে প্রতিবন্ধী শিশুর পরিবারসহ অধ্যাপক বন্ধুর কথপোকথন

অধ্যাপক বন্ধু: (বাবাকে উদ্দেশ্য করে) কি ব্যাপার, হঠাৎ করে ডেকে পাঠালে? কোন বিশেষ দরকার?
বাবা: হ্যাঁ ------কে নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়েছি। স্কুলে, খেলার মাঠে সব জায়গায় ওকে নিয়ে মানুষ ঠাট্টা- বিদ্রুপ করে, মারে। (বাবা ---------- হাত উঁচু করে দেখিয়ে বলবে) এই দেখ গতকালও ওকে ছেলেরা মেরে হাত কেটে দিয়েছে।

অধ্যাপক বন্ধু: এটা খুব খারাপ কথা। তোমরা এ ব্যাপারে কারো সাথে কথা বলোনি?

বাবা: কার সাথে কি কথা বলবো?

অধ্যাপক বন্ধু: তাহলে তোমরা এখন কি করতে চাও?

বাবা: আমরা ভাবছি ওকে কোন হোম/হোস্টেলে পাঠিয়ে দেবো। তোমার তো অনেক জানা শোনা লোকজন আছে, তুমি একটু এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে?

প্রতিবন্ধী শিশু: চাচা, আমি বাবা-মাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি আর মাঠে খেলতেও যাব না। (শিশুর চোখ দিয়ে পানি পড়বে সে হাত দিয়ে পানি মুছতে থাকবে।)

মা: (অধ্যাপক বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলবে) এর কি কোন প্রতিকার নেই?

অধ্যাপক বন্ধু: তোমরা কি স্থানীয় কারও সাথে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলেছো?

বাবা: না। কি কথা বলব? আর কোথায় গিয়ে বলবো? এর থেকে ভালো ওকে কোন হোম বা হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয়া।

অধ্যাপক বন্ধু: (প্রতিবন্ধী শিশুটির দিকে তাকিয়ে) ২০০৬ সালে জাতিসংঘে প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য একটি নতুন সনদ (সিআরপিডি) গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে সিআরপিডিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ২০০৮ সাল থেকে এর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

বাবা: সনদ কি?

অধ্যাপক বন্ধু: সনদ হলো কিছু নীতি মেনে চলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। বিভিন্ন দেশ কোন বিষয়ে একমত হয়ে যখন লিখিত কোন চুক্তি করে তখন তাকে সনদ বলে।

ভাই: এই সনদে কি বলা হয়েছে?

অধ্যাপক বন্ধু: সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অ-প্রতিবন্ধী প্রতিটি মানুষের মতো পড়ালেখাসহ সমাজে স্বাধীনভাবে বসবাস এবং আইন সবার জন্য সমান এ কথা বলা হয়েছে।

মা: এটা তো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমরা নিজেরাই তো এ বিষয়ে তেমন কিছু জানি না, অন্য সবাইকে জানাবো কিভাবে?

অধ্যাপক বন্ধু: এ ব্যাপারে সবার সহযোগিতা দরকার। খেলার মাঠে বন্ধুদের বুঝিয়ে বলতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার আছে সমাজে স্বাভাবিকভাবে বাস করার। এলাকার গণ্যমান্য মানুষের সাহায্য নিয়ে একটা সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেখানে সমাজের সব শ্রেণীর লোকেরা থাকবে। সেই সভায় এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হলে আশাকরি সবাই এ বিষয়গুলো বুঝতে পারবে।

বাবা: তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা বিষয়টি নিয়ে এভাবে ভাবিনি।

অধ্যাপক বন্ধু: হ্যাঁ। কারো ভয়ে প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তিকে কোথাও রেখে আসাটা কোন সমাধান না। সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে মানুষের সাথে কথা বলা, মানুষকে বুঝিয়ে বলা।

বাবা: আমারই ভুল হয়ে গেছে।

কৃতজ্ঞতা

সোয়াক

জনাব খন্দকার আল মোর্শেদ বিল্লাহ
জনাব ফাহমিদা খাতুন

আলোকিত শিশু

জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আকন্দ
জনাব সুলতানা পারভীন

স্কলার্স স্পেশাল স্কুল

জনাব মাফরুহা মনোয়ার
জনাব ফৌজিয়া আহমেদ

এসআরএসি

জনাব ফারজানা আবেদীন

সীড ট্রাস্ট এবং সীড

জনাব আসিফ বিন ইসলাম
জনাব খন্দকার গোলাম মোর্শেদ
জনাব আরিফুর রহমান চৌধুরী
জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন
জনাব আ.ন.ম. মঈদুল ইসলাম
জনাব এস.এম. রিয়াজ হাসান
জনাব তাহমিনা সাত্তার
জনাব কানিজ সুলতানা
জনাব শাহনাজ পারভীন
জনাব তাসলিমা আক্তার
জনাব ফাতেমা আখতার
জনাব মর্জিনা খাতুন
জনাব মোঃ আবুল হোসেন
জনাব সাজ্জাদ আলম
জনাব সাবানা ইয়াসমিন
জনাব সেলিনা জাহান
জনাব লিলি আক্তার
জনাব কামরুন নেসা
জনাব আসমা সুলতানা
জনাব রেহানা আক্তার
জনাব নুসরাত ফারজানা

জাতিসংঘ
সাধারণ পরিষদ
এ/৬১/৬১১
বিতরণ : সাধারণ
৬ ডিসেম্বর ২০০৬
মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

মুখবন্ধ

এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহ-

ক) জাতিসংঘ ঘোষণার মূলনীতি অনুযায়ী সকল মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্য এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়;

খ) স্বীকৃতি দেয় যে, জাতিসংঘ তার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঘোষণা ও সম্মতি প্রদান করেছে যে কোনরকম ভেদাভেদ ছাড়াই প্রত্যেকে ঐসব সনদ ও ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারী;

গ) সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, আন্তঃনির্ভরশীলতা, আন্তঃসম্পর্ক এবং সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৈষম্যহীনভাবে এসবের পূর্ণ উপভোগের নিশ্চয়তা দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে;

ঘ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, অত্যাচার ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মর্যাদাহানীকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদ, শিশু অধিকার সনদ এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ সর্বদা স্মরণ করে;

ঙ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্থ করে;

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম-সুযোগকে এগিয়ে নিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ, প্রণয়ন ও মুল্যায়নকে প্রভাবিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন কনসার্নিং ডিসএবল্ড পার্সন্স) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগের সমতাবিধান সংক্রান্ত প্রমিত বিধি (স্ট্যান্ডার্ড রুল্স) এ বর্ণিত মূলনীতি ও নীতি নির্দেশনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়;

ছ) টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কৌশলসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধিতার বিষয়সমূহকে মূলস্রোতে নিয়ে আসার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেয়;

জ) আরও স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য ব্যক্তি-মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্যের লংঘন;

ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয়;

ঞ) নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নতকরণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়;

ট) উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, এ সমস্ত আইন, উদ্যোগ ও চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অব্যাহতভাবে সমাজের সমমর্যাদাবান সদস্য হিসেবে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধার সম্মুখীন ও তাদের মানবাধিকার লংঘিত;

ঠ) সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়;

ড) সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও বৈচিত্র্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বর্তমান ও সম্ভাবনাময় মূল্যবান অবদান এবং তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সমাজে অংশীদারিত্বের বোধ বৃদ্ধি পাবে, মানবীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে;

ঢ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আত্ম-কর্তৃত্ব, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়;

ণ) বিশ্বাস করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সকল নীতি ও কর্মসূচিসহ নীতি ও কর্মসূচি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত;

ত) জাতিগত, বর্ণগত, লিঙ্গীয়, ভাষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ভিন্নমতের, জাতীয়তা, জাতিগোষ্ঠিগত, উৎপত্তিগত, সম্পত্তিগত, জন্মগত, বয়সভিত্তিক ও অন্যান্য কারণে বহুমুখি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে;

থ) স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রায়শই অধিকতর সহিংসতা, শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন, অযত্ন বা অবহেলা, অন্যায় আচরণ বা বৈষম্যের ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকে;

দ) স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অন্যান্য শিশুদের সাথে সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ উপভোগের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে শিশু অধিকার সনদের স্বাক্ষরকারী শরীক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে;

ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগকে সমুন্নতকরণের সকল প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের সামাজিক অসমতা দূর করার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়;

ন) বেশীরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ যে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেন, এই বাস্তবতাকে গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে ও এ কারণে প্রতিবন্ধী মানুষের উপর দারিদ্র্যের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়;

প) বিশ্বাস করে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে জাতিসংঘ চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং মানবাধিকারের আইনী সুরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে সশস্ত্র সংঘাত ও বিদেশী দখলদারিত্বের সময়ে;

ফ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগে সক্ষম করবার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, যাতে তারা অবকাঠামোগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে;

ব) গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের প্রতি এবং তার নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের প্রচার ও সেগুলো বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে;

ভ) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, পরিবার হল সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক এবং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পরিবার যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ ও সমান অধিকার উপভোগে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়া উচিত;

ম) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, উন্নয়নশীল ও উন্নয়ন-অর্জিত সকল দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও সমুন্নত করতে একটি বিশদ ও সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক সনদ ব্যাপক সামজিক বঞ্চনা দূর করতে এবং নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের জন্য সম-সুযোগ এনে দিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে সম্মতি দেয় যে,

অনুচ্ছেদ ১

অভিষ্ট লক্ষ্য

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারিরীক, মানসিক, বুদ্ধিগত ও ইন্দ্রিয়গত অনুপস্থিতি বা অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

অনুচ্ছেদ ২

সংজ্ঞা

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য :

"যোগাযোগ" বলতে বুঝাবে সকল ভাষা, লেখ্যরূপ, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, ব্যবহারোপযোগী কম্পিউটার-ভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম, সেইসাথে লিখিত, শ্রুতিগোচর, সরল ভাষা, মানব পাঠক এবং যোগাযোগের সহায়ক ও বিকল্প উপায়সমূহ, মাধ্যম ও প্রকরণসমূহ এবং ব্যবহার উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

"ভাষা" বলতে বুঝাবে উচ্চারিত ও ইশারা ভাষা এবং অন্যান্য ধরনের নিঃশব্দ ভাষা;

"প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য" এর অর্থ হল প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যে কোন ভেদাভেদ বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিণতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যে কোন ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত বা ব্যর্থ হয়। ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার প্রত্যাখ্যানসহ সকল ধরনের বৈষম্য এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

"ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি" বলতে বুঝাবে প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;

"সার্বজনীন পরিকল্পনা" বলতে বুঝাবে উৎপাদিত পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবাসমূহের পরিকল্পনা, যা কোন রকমের অভিযোজন বা বিশেষায়িত নকশার প্রয়োজন ছাড়াই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ব্যবহার উপযোগী। এই "সর্বজনীন পরিকল্পনা" প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণকে বাদ দিয়ে প্রযুক্ত হবে না।

অনুচ্ছেদ ৩

সাধারণ মূলনীতি

বর্তমান সনদের মূলনীতি হবে :

ক) ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্তের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

খ) বৈষম্যহীনতা;

গ) পূর্ণ ও কার্যকর সমাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;

ঙ) সুযোগের সমতা;

চ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিসেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;

ছ) নারী পুরুষের সমতা;

জ) শিশু প্রতিবন্ধীদের বিকাশমান সামর্থ্য এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

অনুচ্ছেদ ৪

সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোন রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও প্রবর্ধন করবে। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো :

ক) এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল যথার্থ আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন, কার্যপ্রণালী, প্রথা ও চর্চার সংস্কার অথবা বিলুপ্তির জন্য বিধান প্রণয়নসহ সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) সকল নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রবর্ধনকে আমলে নেয়া;

ঘ) এই সনদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আইন অথবা চর্চা থেকে বিরত থাকা এবং নিশ্চিত করা যে সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন এই সনদ অনুযায়ী পরিচালিত হয়;

ঙ) ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) এই সনদের ধারা ২ এর বর্ণনা অনুসারে সার্বজনীন দ্রব্য, সেবা, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করবে, যাতে ন্যূনতম সম্ভাব্য সংস্কার ও খরচে এ কাজগুলো এমনভাবে করা যায়, যেন এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে, এগুলোর সহজলভ্যতা ও ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সাধারণ মান ও নির্দেশনা তৈরিতে বিশ্বজনীন নকশার অনুসরণ উৎসাহিত করা;

ছ) কম খরচে পাওয়া যায় এমন প্রযুক্তির অগ্রাধিকার দেয়া। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, চলাফেরার যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তিসমূহ, বহনযোগ্য প্রযুক্তিসমূহকে প্রাধান্য;

জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে চলাচলের যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধাসমূহ সম্পর্কে সুগম তথ্যাবলি সরবরাহ;

ঝ) এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ দ্বারা নিশ্চিত সহায়তা ও সেবাসমূহ সুচারুভাবে প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ প্রবর্ধন করা;

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের বিষয়ে প্রত্যেক রাষ্ট্র, উত্তরোত্তরভাবে এই অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য, এই সনদের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগযোগ্য বাধ্যবাধকতাসমূহ ক্ষুণ্ন না করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কর্মকাঠামোর ভেতরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে তার প্রাপ্য সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. বর্তমান সনদ বাস্তবায়নের জন্য আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন ও প্রয়োগ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট করবে। এক্ষেত্রে শিশু প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্টতাও নিশ্চিত করা হবে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে।

৪. এই সনদের কোন কিছুই শরীক রাষ্ট্রের আইন বা সেই রাষ্ট্রে বলবৎ আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার বাস্তবায়নে অধিকতর উপযোগী কোন ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। কোন আইন, সনদ, বিধান বা রীতির উপর ভিত্তি করে গৃহীত কোন মৌলিক মানবিক অধিকার, এই সনদের কোন শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা ঐ রাষ্ট্রে বলবৎ থাকলে, তা বর্তমান সনদে স্বীকার করা হয়নি বা কম গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়েছে এই অজুহাতে তার উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ হবে না বা তা খর্ব করা যাবে না।

৫. এই সনদের প্রতিবিধান কোন রকম সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সব অংশেই প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ৫

সমতা ও বৈষম্যহীনতা

১. শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, আইনের দৃষ্টিতে ও অধীনে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেই সমান আইনী সুরক্ষা ও সুবিধা ভোগ করবার অধিকারী;

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈষম্য রোধ করবে এবং যে কোন প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান ও কার্যকর আইনী সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে;

৩. সমতা সমুন্নতকরণ ও বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত ও অভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত সমতা অর্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ এই সনদের শর্তাবলীর অধীনে বৈষম্য বলে বিবেচিত হবে না।

অনুচ্ছেদ ৬

প্রতিবন্ধী নারী

১. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারীরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সনদে উল্লেখিত সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেন প্রতিবন্ধী নারীরা পূর্ণ মাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী নারীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৭

প্রতিবন্ধী শিশু

১. প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন অন্যান্য শিশুদের মতই সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সকল কার্যক্রমে শিশুর সামগ্রিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. রাষ্ট্র সকল প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে, অন্যান্য শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বয়স ও পরিপক্কতা অনুসারে তাদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

অনুচ্ছেদ ৮

সচেতনতা বৃদ্ধি

১. শরীক রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে, কার্যকর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে :

ক) পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল ধরনের সনাতনী ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও ক্ষতিকর চর্চার অবসানে সচেষ্ট হবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমতা ও অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে।

২. এ লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে থাকবে :

ক) কার্যকর জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালু করা ও তা অব্যাহত রাখা। এই প্রচারাভিযান এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে :

১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়গুলো আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়;

২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ;

৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা, মেধা ও পারদর্শীতা এবং কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করে;

খ) শৈশব থেকেই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) এই সনদের অভিষ্ট লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করা;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ৯

সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে রাষ্ট্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন, তথ্য ও যোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্য অন্য সব সুবিধা ও সেবাসমূহে অন্যান্যদের মত সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূর করা। যা অপরাপর সকল বিষয়সহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

ক) ভবন, সড়ক, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন, চিকিৎসা সেবা ও কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য গৃহ-অভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন সুযোগ-সুবিধা;

খ) তথ্য, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিক ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবাসমূহ।

২. এছাড়াও রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

ক) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সকল সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তির ন্যূনতম মান ও নির্দেশিকা তৈরি, তার আইনী স্বীকৃতি প্রদান ও পরিবীক্ষণ করা;

খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমূহ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা;
গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
ঘ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবনসমূহে ব্রেইল পদ্ধতিতে এবং সহজে পড়া ও বোঝা যায় এমনভাবে সঙ্কেত স্থাপন;
ঙ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবন ও সুবিধাসমূহ প্রাপ্তি ও ব্যবহার সহজীকরণের জন্য গাইড, পাঠক ও পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষীসহ সরাসরি সহায়তা ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা;
চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রকারের যথাযথ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা উৎসাহিত করা;
ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ইন্টারনেটসহ নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহার উৎসাহিত করা;
জ) প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অবাধে ব্যবহারযোগ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নকশা প্রণয়ন , উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিতরণ উৎসাহিত করা, যেন তা ন্যূনতম খরচে পাওয়া যায়।

অনুচ্ছেদ ১০

জীবনের অধিকার

রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার আছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন অন্যান্যদের মত পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে।

অনুচ্ছেদ ১১

ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবিক জরুরি অবস্থা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসহ সকল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুসারে রাষ্ট্র সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১২

সমান আইনী স্বীকৃতি

১. রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে;

২. রাষ্ট্র স্বীকার করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করবেন;

৩. আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪. রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত যথার্থ ও কার্যকর রক্ষাকবচ প্রণয়ন এবং প্রয়োগে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবে। এরূপ রক্ষাকবচ আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষেত্রে যেন পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী না হয় এবং অযাচিত প্রভাবমুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করবে। এই রক্ষাকবচ যেন ব্যক্তির নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়, ন্যূনতম সম্ভব সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য হয়

এবং তা যেন একটি সুযোগ্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ অথবা বিচার বিভাগীয় সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরিক্ষীত হয় তাও নিশ্চিত করবে। যে সকল ব্যবস্থাদি ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারকে প্রভাবিত করে তার মাত্রা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেন এই রক্ষাকবচগুলো তৈরি হয়;

৫. এই ধারার বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারী হওয়া, তাদের নিজেদের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরনের আর্থিক ঋণ পেতে অপরাপর সকলের মত সমানাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে জবরদস্তির মাধ্যমে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৩

সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার

১. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য পদ্ধতিগত ও বয়স-উপযোগী সুবিধাসহ সাক্ষ্য প্রদান, তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল আইনী কার্যপ্রণালীতে প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং অন্যদের মত সমতার ভিত্তিতে কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৪

ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

১. রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করে;

খ) বেআইনিভাবে বা জবরদস্তির মাধ্যমে যেন স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। স্বাধীনতা খর্ব হলে তা অবশ্যই আইন অনুমোদিত পদ্ধতিতে হতে হবে। প্রতিবন্ধিতা কোনক্রমেই স্বাধীনতা খর্বের কারণ হবে না।

২. রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোন প্রক্রিয়ায় যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাহলে তারা যেন অন্যান্যদের মতই সমানভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে এই সনদের লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী যেন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ১৫

অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতা, মর্যাদাহানিকর চিকিৎসা বা শাস্তি থেকে মুক্তি

১. কোন ব্যক্তিকেই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর চিকিৎসা অথবা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বিশেষত, কোন ব্যক্তিকেই তার সম্মতি ছাড়া চিকিৎসার বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু করা যাবে না;

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপর যে কোন নির্যাতন কিংবা হিংস্র, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর কোন চিকিৎসা বা শাস্তি প্রতিরোধ করার জন্য রাষ্ট্র অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সব ধরনের কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় এবং/অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৬

শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে-বাইরে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২. সব ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তত্ত্বাবধানকারিদেরকে লিঙ্গ ও বয়সের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেইসাথে শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা এড়ানো, চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তার জন্য তথ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা করাসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে সুরক্ষার সেবাসমূহ বয়স, লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতা-সংবেদী;

৩. রাষ্ট্র সকল ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবার জন্য পরিচালিত সকল সুবিধা ও কর্মসূচি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে;

৪. যেকোন ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শারীরিক, বুদ্ধিগত ও মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্র সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসহ সকল যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই পুনরুদ্ধার ও মূল স্রোতে নিয়ে আসা এমন এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘটবে যা ব্যক্তির লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক চাহিদানুযায়ী তার সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ, আত্মসম্মান, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্রতা সমুন্নত রাখে;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা সনাক্তকরণ, তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিচার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপক্ষ নারী ও শিশু-বান্ধব আইন ও নীতিমালাসহ কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

অনুচ্ছেদ ১৭

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সুরক্ষা

সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্রের প্রতি সম্মানের অধিকার আছে।

অনুচ্ছেদ ১৮

চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা

১. রাষ্ট্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে, চলাচলের স্বাধীনতা, নিজ আবাসস্থল ও জাতীয়তা নির্বাচন করার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে ও সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) কোন জাতীয়তা অর্জন ও পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন তাদেরকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত না করা হয়;

খ) প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন চলাচলের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে প্রয়োজনীয় জাতীয়তার সনদ অথবা পরিচয়সূচক অন্যান্য সনদ অর্জন করা, অধিকারী হওয়া ও ব্যবহার করা অথবা প্রাসঙ্গিক কোন কাজে যেমন বিদেশ গমন করতে বঞ্চিত না হন;
গ) নিজের দেশসহ যে কোন দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমনের অধিকার সংরক্ষণ করেন;
ঘ) জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না।

২. প্রতিবন্ধী শিশুরা জন্ম গ্রহণের পরপরই নিবন্ধিত হবে, জন্মের সাথেই একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকারী হবে এবং মাতা-পিতার পরিচয় জানা ও তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ভোগ করবে।

অনুচ্ছেদ ১৯

স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার

শরীক রাষ্ট্রসমূহ, অন্যান্যদের মত সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের পছন্দ অনুযায়ী সমাজে বসবাস করার সম-অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের এই অধিকারের পূর্ণ উপভোগ বাস্তবায়ন করতে এবং সমাজে তাদের পূর্ণ একীভূতকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকর ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে :
ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিজ আবাসস্থল এবং কোথায় ও কাদের সাথে বসবাস করবেন তা অন্যান্যদের মত সমানভাবে বাছাই করার সুযোগ বিদ্যমান এবং তারা কোন বিশেষ আবাসন ব্যবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য নন;
খ) প্রয়োজনীয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সহায়তাসহ সমাজ জীবনে বসবাস ও একীভূত হবার জন্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা পৃথকীকরণ রোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিভিন্ন গৃহ-ভিত্তিক, আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তামুলক সেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে;
গ) সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যমান সামাজিক সেবা ও সুবিধাসমূহ সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান থাকে। এসব সেবা ও সুবিধা তাদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২০

ব্যক্তির সচলতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :
ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী, সময়মত এবং সুলভ মূল্যে তাদের ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তা করা;
খ. মানসম্মত চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলাচল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব-সহযোগিতা যেন সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পেতে পারেন, তার জন্য সহায়তা করা;
গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সাথে কর্মরত সহায়ক-কর্মীদেরকে সচলতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
ঘ. যারা সচলতা-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুত করেন, তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচলতার সকল দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ২১

মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করতে পারেন, রাষ্ট্র তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সাথে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য ও ধারণা চাইতে, পেতে এবং বিনিময় করতে পারে সে জন্যও এই সনদের ধারা ২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

ক. সর্বসাধারণের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য প্রতিবন্ধিতার সকল ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছেও যথোপযুক্ত ব্যবহার-উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়মত ও সম-মূল্যে প্রদান করা।

খ. দাপ্তরিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদানুযায়ী ইশারা ভাষা, ব্রেইল, কর্ম-সহায়ক ও বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরন ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রদান করা;

গ. ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্ব সাধারণের জন্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী উপায়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করতে আহ্বান করা;

ঘ. গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে তথ্য সরবরাহকারিদেরকে তাদের সেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার-উপযোগী করতে উৎসাহিত করা;

ঙ. ইশারা ভাষার স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

অনুচ্ছেদ ২২

ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

বসবাসের স্থান কিংবা অবস্থা নির্বিশেষে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেই তার গৃহ, পরিবার বা যোগাযোগ বা অন্যান্য ধরনের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বলপূর্বক, বে-আইনী অনুপ্রবেশ, অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার সম্মান ও সুনামের উপরও কোনরূপ বে-আইনী আক্রমন করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ ধরনের হস্তক্ষেপ ও আক্রমন থেকে আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকবে;

রাষ্ট্র অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা সুরক্ষা করবে।

অনুচ্ছেদ ২৩

গৃহ ও পরিবারের অধিকার

১. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, অন্যান্যদের মত সমতার ভিত্তিতে এবং বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন :

ক. বিবাহযোগ্য বয়সের সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী যুগলের মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তান সংখ্যা ও জন্ম-বিরতি নির্ধারণ, বয়স-অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়;

গ. অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

২. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিশুদের অভিভাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ এবং শিশু ও তার সম্পত্তির হেফাজত কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনে বিদ্যমান এ ধরনের অন্য যে কোন বিধানের অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থকে সর্বোত্তম গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করবে;

৩. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশুদের পারিবারিক জীবনলাভের সম-অধিকার নিশ্চিত করবে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এবং শিশুর প্রতিবন্ধিতা গোপন করা, তাকে পরিত্যাগ করা, তার প্রতি অবহেলা ও তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের পরিবারকে আগেভাগে বিস্তারিত তথ্য, সেবা ও সমর্থন প্রদান করবে;

৪. রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে কোন শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিত হয় যে, এই বিচ্ছিন্নতা শিশুটির সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। পিতামাতা ও শিশুর যে কারোর বা উভয়েরই প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনভাবেই শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না;

৫. কোন প্রতিবন্ধী শিশুকে তার নিকটতম পরিবার উপযুক্ত যত্ন নিতে না পারলে রাষ্ট্র শিশুটির বৃহত্তর পারিবারিক গন্ডির মাধ্যমে যত্ন প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বিফল হলে তার সমাজের মধ্যেই পারিবারিক আবহের মধ্যে যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৪

শিক্ষা

১. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। বৈষম্যহীন ও সম-সুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র সব স্তরে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করবে। যার উদ্দেশ্য হবে :

ক. মানুষ হিসাবে সকল সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্ম-মর্যাদার পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শক্তিশালী করা;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব, মেধা, সৃজনশীলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশ;

গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলা।

২. এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে :

ক. প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ব্যক্তি যেন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশু যেন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয়;

খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন তার সমাজের সকলের মত সমানভাবে একটি একীভূত, মানসম্পন্ন অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়;

গ. ব্যক্তির বিশেষ-প্রয়োজন অনুযায়ী সকল সুযোগ সুবিধা যেন দেয়া হয়;

ঘ. সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকেই যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্যকর শিক্ষা-সহায়ক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়;
ঙ. সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করবে যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৩. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় এবং সমাজের সদস্য হিসাবে পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে :
ক. ব্রেইল পদ্ধতি, বিকল্প লিপি, যোগাযোগের জন্য বিকাশমান ও বিকল্প মাধ্যম, উপায় ও আকৃতির ব্যবহার শিক্ষা, পরিচিতি ও চলাচলের দক্ষতা অর্জন, সাথী-সহায়তা এবং নিবিড়-পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা;
খ. ইশারা ভাষা শেখায় সহায়তা করা এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাষাগত পরিচয়কে সমুন্নত করা;
গ. যে সকল শিশু দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ও শ্রবণ-দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় যোগাযোগের পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তা সর্বোচ্চ শিক্ষাগত সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৪. এই অধিকার নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতিতে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এই প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধী বিষয়ক সচেতনতা, বিকাশমান ও বিকল্প পদ্ধতি, উপায় ও উপকরণের যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৫. রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যান্যদের সাথে সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ২৫

স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনরূপ বৈষম্য না করে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। লিঙ্গ-ভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্র :
ক. অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরন, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। জনস্বাস্থ্য এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এই কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। দ্রুত সনাক্তকরণ, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশু ও প্রবীণসহ সকলের অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;
গ. গ্রামীণ এলাকাসহ সর্বত্র যতদূর সম্ভব গ্রহীতার নিজ-এলাকাতেই এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;
ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্যান্যদের মত সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের অবাধ ও সচেতন-সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;
ঙ. স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করে এবং তা ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূর করবে;
চ. প্রতিবন্ধিতার কারণে খাদ্য ও পানীয় অথবা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বৈষম্য নিরোধ করবে।

অনুচ্ছেদ ২৬

আবাসন ও পুনর্বাসন

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন সাহায্যকারীর-সহযোগিতাসহ সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামজিক ও কারিগরি সমতা অর্জন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে পারে এবং অংশগ্রহণ বজায় রাখতে পারে, রাষ্ট্র সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে, রাষ্ট্র বিশেষত, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা খাতে সমন্বিত আবাসন ও পুনর্বাসন সেবা ও কর্মসূচিসমূহ এমনভাবে সংগঠিত, সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করবে, যাতে এই সেবা ও কর্মসূচিসমূহ :

ক. যতদূর সম্ভব প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং আলাদা আলাদা ব্যক্তি চাহিদা ও শক্তি-সামর্থ্যের বহু-জ্ঞান-ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুরু হয়;

খ. সেবামূলকভাবে সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ ও একীভূত হতে সহায়তা করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কাছে তা সহজলভ্য হয় এবং গ্রামাঞ্চলসহ তাদের নিজ বসতির যতদূর সম্ভব নাগালের মধ্যে থাকে।

২. রাষ্ট্র আবাসন ও পুনর্বাসন সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রারম্ভিক ও চলমান প্রশিক্ষণের প্রসারে সহযোগিতা করবে; রাষ্ট্র আবাসন ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রস্তুতকৃত সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি, এর সহজলভ্যতা, জ্ঞান ও ব্যবহার বিকশিত করবে।

অনুচ্ছেদ ২৭

কর্ম ও কর্মসংস্থান

১. রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মে-নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে পড়ে স্বাধীনভাবে পছন্দ করা কিংবা শ্রম বাজারে ও কর্ম পরিবেশে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য উন্মুক্ত, গ্রহণীয় এবং সুগম কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগের অধিকার। আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিত্ব বরণকারিদের জন্য কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে, এর সাথে আছে :

(ক) কর্মে নিযুক্তির শর্তাবলী, নিয়োগ ও কর্মসংস্থান, চাকুরির চলমানতা, পেশাগত উন্নতি এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশসহ সকল ধরনের কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধিত্বের ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করবে;

(খ) সম সুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং ক্ষোভ প্রশমনসহ কাজে ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ পেতে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা করবে;

(গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করবে;

(ঘ) সাধারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহে, কর্মনিযুক্তি পরিষেবায় এবং বৃত্তিমূলক ও চলমান প্রশিক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সক্ষম করে তুলবে;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পেশাগত উন্নতি সাধন করবে। সেইসাথে চাকুরি খোঁজা, পাওয়া, চালিয়ে যাওয়া এবং পুনঃনিযুক্তিতে সহায়তা দেবে;

(চ) আত্ম-কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-উদ্যোগ, সমবায় গঠন এবং কারো নিজস্ব ব্যবসা চালু করবার সুযোগ সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটাবে;

(ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সরকারি চাকুরি খাতে নিয়োগ দান করবে;

(জ) ইতিবাচক পদক্ষেপ কর্মসূচি, উৎসাহ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদিসহ যথাযথ নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;
(ঝ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য যুক্তিসাপেক্ষে ব্যবস্থায়ন নিশ্চিত করবে;
(ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শ্রম বাজারে কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জনে উৎসাহিত করবে;
(ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বৃত্তিমূলক ও পেশাগত পুনর্বাসন, কর্মে ধরে-রাখা এবং পুনরায় কাজে যোগ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি উৎসাহিত করবে;

২. রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয় এবং অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তারা জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম হতে সুরক্ষিত।

অনুচ্ছেদ ২৮

সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা

১. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নিজেদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং জীবনযাপনের সন্তোষজনক মান ও ক্রমাগত উন্নয়নের স্বীকৃতি দেবে। রাষ্ট্র এই সকল অধিকার অর্জনে সহায়তা দেবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় তার জন্য রক্ষকবচ তৈরি করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।
২. রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সুরক্ষা এবং তা উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় সে অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। সেজন্য এই সকল অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে রয়েছে :
ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সুপেয় পানীয় জলের পরিসেবা পাবার সমানাধিকার এবং যথাযথ ও সাধ্য অনুযায়ী পরিষেবা, উপকরণ ও প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা;
খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষামূলক ও দারিদ্র্য দূরীকরণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা;
গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দারিদ্র-পীড়িত পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুপরামর্শ, আর্থিক সহায়তা এবং বিশ্রাম সেবাসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধিতা-বরাদ্দে অধিকার নিশ্চিত করা;
ঘ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য গণ-আবাসন কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করা;
ঙ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবসরকালীন সুযোগসুবিধা ও কর্মসূচিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ ২৯

রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ

রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অধিকার ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের মতই সমতার ভিত্তিতে তা উপভোগের সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং :
অ. নিশ্চিত করবে যে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সরাসারি কিংবা অবাধে বেছে নেয়া প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হবার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে রাষ্ট্র:

ক. নিশ্চিত করবে যে, ভোট প্রদানের পদ্ধতি, সুবিধাদি এবং উপকরণাদি যথোপযুক্ত, বাধাহীন, বোধ্যগম্য ও অনায়াসে ব্যবহারোপযোগী;

খ. কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই নির্বাচনে ও গণভোটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবার অধিকার এবং নির্বাচনে অংশ নেবার, কার্যকরভাবে দপ্তর পরিচালনা এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সে অনুযায়ী সহায়ক ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করবে;

গ. নির্বাচক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবাধে মতামতের প্রকাশ এবং এই লক্ষ্যে যেখানে প্রয়োজন, তাদের অনুরোধে, তাদের নিজেদের পছন্দের কাউকে সহায়তার জন্য সাথে নিয়ে ভোট প্রদানে অনুমতির নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

আ. সক্রিয়ভাবে একটি পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বৈষম্যহীনভাবে এবং অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে জন-জীবনে কার্যকর ও পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জনজীবনে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে, এর মধ্যে রয়েছে :

ক. বেসরকারি সংগঠন এবং দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড ও তা পরিচালনায় অংশগ্রহণ;

খ. আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠন তৈরি ও তাতে যোগদান।

অনুচ্ছেদ ৩০

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

১. রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। রাষ্ট্র উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ:

অ. তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত সাংস্কৃতিক উপকরণ পায় ও তা উপভোগ করতে পারে;

আ. তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে পারে;

ই. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পরিষেবার স্থান, যেমন, মঞ্চনাটক, জাদুঘর, চলচ্চিত্র, গ্রন্থাগার ও পর্যটন পরিসেবা এবং যতটা সম্ভব, স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানে সহজে যেতে পারে এবং তা উপভোগ করতে পারে।

২. শুধু ব্যক্তিগত উপকারের জন্য নয়, সার্বিক সমাজিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার উন্নয়ন ও তা ব্যবহারের সুযোগ পায়;

৩. রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুতসই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে, যে সকল আইন মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষা করছে, তা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক উপকরণে ব্যবহার ও উপভোগে কোনরূপ অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করে;

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে ইশারা ভাষা ও ইশারা ভাষাগোষ্ঠির সংস্কৃতিসহ তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতির স্বীকৃতি দিতে হবে;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে রাষ্ট্র নিম্নলিখিত লাগসই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

ক. মূলধারার খেলাধুলার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
খ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-উপযোগী খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজন, উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সঠিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ বরাদ্দ উৎসাহিত করবে;
গ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যটনস্থলে বিনা বাধায় প্রবেশ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করবে;
ঘ. অন্যান্য শিশুদের মতই প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল-ভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সাধারণ খেলাধুলা, বিনোদন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে;
ঙ. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংগঠনের পরিসেবা প্রাপ্তি ও উপভোগ নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৩১

পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহ

এই সনদ কার্যকর করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিসংখ্যানগত ও গবেষণালব্ধ উপাত্তসহ যথাযথ তথ্য সংগ্রহে কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেণের প্রক্রিয়া :
ক. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একান্ত বিষয় এর প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য উপাত্ত সুরক্ষা আইনসহ, আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকবচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;
খ. পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও ব্যবহার মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও নৈতিক মূলনীতি সুরক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
১. এই ধারা অনুসারে সংগৃহিত তথ্য পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং এই সনদের অধীনে রাষ্ট্র বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন মূল্যায়নে সহায়তার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়, তা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে;
২. রাষ্ট্র এই সকল পরিসংখ্যান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্যদের জন্য তার প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ৩২

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১. রাষ্ট্র এই সনদের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয়-পর্যায়ের প্রচেষ্টার সমর্থনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নয়ন ও বিকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন ও সুশীল সমাজ, বিশেষ করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই পদক্ষেপসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে:
ক. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তাদের জন্য এর সুফল নিশ্চিত করে;
খ. তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের বিনিময়সহ যেন সমতা-উন্নয়নে সহায়তা ও সমর্থনদান করে;

গ. গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের প্রাপ্তি ও ব্যবহারে সহযোগিতা যেন উৎসাহিত করে;
ঘ. সহজলভ্য ও ব্যবহার-উপযোগী সহায়ক প্রযুক্তিসমূহের বিনিময় এবং উপভোগ উৎসাহিত করাসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে যেন যথাযথ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে;
২. এই ধারার বিধানসমূহ এই সনদের অধীনে প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ-নিজ বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে না।

অনুচ্ছেদ ৩৩

জাতীয় বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১. রাষ্ট্র এই সনদ বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারকির জন্য সরকারের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এক বা একাধিক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে। বিভিন্ন খাত ও পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পাদনে সরকারের মধ্যে একটি সমন্বয়-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেবে;
২. রাষ্ট্র তাদের আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজ-নিজ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই সনদের বাস্তবায়ন উৎসাহদান, সুরক্ষা ও পরিবীক্ষণ করতে, যথোপযুক্ত এক বা একাধিক স্বাধীন ব্যবস্থাসহ, একটি কর্মকাঠামো সক্রিয় করা, শক্তিশালী করা, নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করবে। এই ধরনের ব্যবস্থা নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠার সময় রাষ্ট্র মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা ও কার্যকারিতা-সংশ্লিষ্ট মূলনীতিসমূহ বিবেচনায় আনবে;
৩. সুশীল সমাজ, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে ও পূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে (পরবর্তীকালে এটি "কমিটি" হিসেবে নির্দেশিত হবে), যেটি এই ধারায় প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে;
২. এই সনদ বলবৎ হবার সময় ১২ জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে। সনদে অতিরিক্ত ৬০টি অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদনের পর আরো ৬টি সদস্যপদ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১৮ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির গঠন করা হবে;
৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের নিজ দায়িত্বে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তারা সু-উচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হবেন। এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে তারা স্বীকৃত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। প্রার্থী মনোনয়নে রাষ্ট্রকে এই সনদের ধারা ৪.৩ অনুবিধি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে;
৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রর দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সমানুপাতিক ভৌগোলিক বন্টন, বিভিন্ন ধরনের সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব ও প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহ, ভারসাম্যমূলক লিঙ্গীয় প্রতিনিধিত্ব এবং অভিজ্ঞ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনা হবে;
৫. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনের সভায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের নাগরিকদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। ওই সকল সভায় রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং ভোটদাতা রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কমিটির জন্য নির্বাচিত হবেন;

৬. এই সনদ বলবৎ হবার তারিখের ছয় মাস পার হবার আগেই প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি নির্বাচনের ন্যূনতম চার মাস আগে, জাতিসংঘের মহাসচিব রাষ্ট্রসমূহকে চিঠির মাধ্যমে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। মহাসচিব এর পর এভাবে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের নাম মনোনয়নদানকারী রাষ্ট্রসমূহের নাম উল্লেখ-পূর্বক বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ করবেন এবং এই সনদের রাষ্ট্রসমূহের নিকট পেশ করবেন;

৭. কমিটির সদস্যবৃন্দ চার বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। তাঁরা কেবল একবার পুন-নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ছয় জন সদস্যের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হবার সাথে-সাথে শেষ হয়ে যাবে। প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পরই ছয় সদস্যের নাম সভার সভাপ্রধান কর্তৃক এই ধারার অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে;

৮. কমিটির ছয়জন অতিরিক্ত সদস্যের নির্বাচন এই ধারার সংশ্লিষ্ট অনুবিধি অনুসারে নিয়মিত নির্বাচনের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে;

৯. যদি কমিটির কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন বা পদত্যাগ করেন কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি আর তাঁর কর্তব্য পালনে সক্ষম না হন, সেক্ষেত্রে তাঁর মনোনয়ন দেয়া রাষ্ট্র তাঁর স্থলে এই ধারার অনুবিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের বাকি সময় কাজ করতে আরেকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদান করবে;

১০. কমিটি এর কর্মপরিচালনা পদ্ধতির বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করবে;

১১. জাতিসংঘের মহাসচিব প্রারম্ভিক সভা আহ্বান করবেন এবং এই সনদের অন্তর্গত কমিটির কার্যকর কর্মপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুবিধাদি প্রদান করবেন;

১২. সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের শর্তাবলীর ভিত্তিতে এবং কমিটির দায়িত্বের গুরুত্বের বিবেচনায় জাতিসংঘের সম্পদ থেকে ভাতা গ্রহণ করবেন;

১৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘের সুবিধাভোগ ও দায়মুক্তি সনদের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত জাতিসংঘের মিশনের বিশেষজ্ঞবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধাদি ও দায়মুক্তির সুযোগ পাবেন।

অনুচ্ছেদ ৩৫

রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদন

১. প্রত্যেক রাষ্ট্র এই সনদ বলবৎ হবার দুই বছরের মধ্যে এই সনদের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সেই প্রেক্ষিতে অর্জিত অগ্রগতি উল্লেখ-পূর্বক জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে কমিটির নিকট একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করবে;

২. রাষ্ট্রসমূহ পরবর্তীতে ন্যূনতম প্রতি চার বছরে একটি এবং কমিটির অনুরোধে যে কোন সময় সনদ-বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করবে;

৩. কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে;

৪. কোন রাষ্ট্র কমিটির নিকট প্রাথমিক বিশদ প্রতিবেদন পেশ করে থাকলে তাকে পরবর্তী প্রতিবেদনে পূর্বে উল্লেখিত তথ্যাবলী পুনরায় উল্লেখ করতে হবে না। কমিটির কাছে পেশ করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই সনদের ৪.৩ ধারায় নির্ধারিত অনুবিধির যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

৫. প্রতিবেদনে এই সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৩৬

প্রতিবেদন বিবেচনা

১. কমিটি প্রতিটি প্রতিবেদনই বিবেচনায় আনবে। কমিটি তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী প্রতিবেদনের ওপর নির্দেশনা ও সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করে সেগুলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে প্রেরণ করবে। রাষ্ট্র পছন্দসই যে কোন তথ্য যোগ করে কমিটির কাছে উত্তর পাঠাতে পারবে। কমিটি এর পরেও রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই সনদ বাস্তবায়নের সাথে প্রাসঙ্গিক কোন তথ্য জানতে চেয়ে অনুরোধ করতে পারবে;

২. যদি কোন রাষ্ট্র প্রতিবেদন পেশ করায় লক্ষ্যণীয়রূপে বিলম্ব করে, তাহলে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে নোটিশ পাঠাবে। নোটিশ দেবার তিন মাসের ভেতর প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে এরূপ পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করবে। এর জবাবে রাষ্ট্র প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করলে সেক্ষেত্রে এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ প্রযোজ্য হবে;

৩. জাতিসংঘের মহাসচিব সকল রাষ্ট্রের কাছে প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ করবেন;

৪. রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ-নিজ দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে এবং এই সকল প্রতিবেদনের পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশমালা জানতে জনগণকে উৎসাহিত করবে;

৫. কমিটি কারিগরি পরামর্শ বা সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদনসমূহ বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘের তহবিল ও কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৭

কমিটি ও রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃসহযোগিতা

১. প্রত্যেক রাষ্ট্র কমিটিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এর কমিটির সদস্যবর্গকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে;

২. রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে কমিটি এই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় সমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তাসহ বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

অনুচ্ছেদ ৩৮

অন্যান্য অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিটির সম্পর্ক

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন তদারকি এবং সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে:

অ. বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। কমিটি, তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী, বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্যান্য সুদক্ষ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে ঐসব সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

কমিটি বিশেষায়িত সংস্থা এবং জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে তাদের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এই সনদের বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করতেও অনুরোধ করতে পারবে;

আ. কমিটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাসঙ্গিক অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করবে। এই পরামর্শের লক্ষ্য হবে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন নির্দেশিকা, পরামর্শ এবং সাধারণ সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও পুনরাবৃত্তি পরিহার করা।

অনুচ্ছেদ ৩৯

কমিটির প্রতিবেদন

কমিটি প্রতি দুই বছর অন্তর এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করবে। সেইসাথে কমিটি রাষ্ট্রের পেশকৃত প্রতিবেদন ও তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ কিংবা সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটির প্রতিবেদনে এরূপ পারমর্শ ও সাধারণ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন মন্তব্য থাকলে তাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪০

রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন

১. রাষ্ট্র এই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোন বিষয় বিবেচনার জন্য নিয়মিত রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবে;
২. এই সনদ বলবৎ হবার ছয় মাস অতিবাহিত হবার আগেই জাতিসংঘের মহাসচিব রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন আহ্বান করবেন। পরবর্তী সভাসমূহ জাতিসংঘের মহাসচিব দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে কিংবা রাষ্ট্রসমূহের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহ্বান করবেন।

অনুচ্ছেদ ৪১

আমানতকারী

জাতিসংঘের মহাসচিব এই সনদের আমানতকারী হবেন।

অনুচ্ছেদ ৪২

স্বাক্ষর

এই সনদ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সংহতি সংগঠন কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৩

সম্মতির বাধ্যবাধকতা

এই সনদ স্বারকারী রাষ্ট্রসমূহের অনুস্বাক্ষর এবং স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করবে। স্বাক্ষর করেনি এমন রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার বিবেচনার জন্য এই সনদ উন্মুক্ত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৪৪

আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা

১. "আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা" বলতে বুঝাবে কোন একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই সনদের আওতাভূক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপ্তি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শিতার ক্ষেত্রে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে আমানতকারীকে অবহিত করবে;
২. এই সনদে "রাষ্ট্রসমূহের" জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরনের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শিতার সীমার মধ্যে;
৩. অনুচ্ছেদ ৪৫ এর দফা ১ এবং অনুচ্ছেদ ৪৭ এর দফা ২ ও ৩ এর অভিষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোন আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না;
৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শিতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে তাদের ভোটধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই সনদ স্বাক্ষরকারী তাদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। কোন সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরনের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা, বিপরীতক্রমে, কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোন সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

অনুচ্ছেদ ৪৫

কার্যকারিতা

১. এই সনদ বিশতম অনুস্বাক্ষর লাভ করবার দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে;
২. সনদে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার অনুস্বাক্ষর, আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ কিংবা সম্মতিজ্ঞাপনের পরে, এ ধরনের সর্বমোট বিশটি সমর্থন অর্জিত হলে, প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিজ্ঞাপনের দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে সনদটি কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৬

আপত্তি

১. এই সনদের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আপত্তি অনুমতি পাবে না;
২. আপত্তি যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যাবে।

অনুচ্ছেদ ৪৭

সংশোধনী

১. যে কোন সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই সনদের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যে কোন প্রস্তাবিত সংশোধনী সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরনের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল সদস্য রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য পেশ করা হবে;

২. এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোন সংশোধনী দুই তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে। অতঃপর, যে কোন সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোন সংশোধনী কেবল সেই সকল রাষ্ট্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে;

৩. এই ধারার অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোন সংশোধনী, যা একান্তভাবে ধারা ৩৪, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ এর সাথে সম্পর্কিত, দুই তৃতীয়াংশ সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৮

সমালোচনা ও ভিন্ন মত পোষণ

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন সদস্য রাষ্ট্র এই সনদের সমালোচনা ও এ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারবে। সমালোচনামূলক ভিন্ন মত মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ৪৯

সহজে ব্যবহার উপযোগী প্রকরণ/ফরম্যাট

এই সনদ সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ ফরম্যাট/প্রকরণের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

অনুচ্ছেদ ৫০

প্রামান্য পাঠ

এই সনদের আরবি, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামান্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই সনদে স্বাক্ষর করলেন।

[সিআরপিডি'র এই বাংলা অনুবাদটি সরবরাহ করেছেন জনাব ম্যাথিউ (হেজী) স্মিথ]